NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৭ গম্ভীরের উল্টো সুর খোয়াজাদের মুখে

বাভুমার কাঁধেই ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকা ৭

কলকাতা ৭ জানুয়ারি ২০২৫ ২২ পৌষ ১৪৩১ মঙ্গলবার অষ্টাদশ বর্ষ ২০৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 07.01.2025, Vol.18, Issue No. 207, 8 Pages, Price 3.00

সুযোগ এলে জাতীয় মেলা হবে গঙ্গাসাগর মেলা

কেন্দ্রের ‘বঞ্চনা’ নিয়ে ফের সরব মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: কোনও দিন সুযোগ এলে গঙ্গাসাগরকে জাতীয় মেলা হিসাবে ঘোষণা করতে চান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার থেকে শুরু হচ্ছে গঙ্গাসাগর মেলা। তার আগে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি পরিদর্শনে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার গঙ্গাসাগরে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ থেকে তিনি জানান, সুযোগ এলে গঙ্গাসাগরকে জাতীয় মেলা হিসাবে ঘোষণা করবেন।

গঙ্গাসাগরকে জাতীয় মেলা হিসাবে ঘোষণা করার দাবি অনেক দিন ধরেই তুলে আসছে রাজ্য সরকার। তবে এখনও পর্যন্ত কেন্দ্র এ নিয়ে কোনও পদক্ষেপ করেনি। সোমবার মমতা বলেন, ‘আজ পর্যন্ত গঙ্গাসাগরকে জাতীয় মেলা ঘোষণা করা হয়নি। আমি প্রতিবার আসি, প্রতিবার বলি। আজও ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ থেকে বলছি, আজ নয় কাল সুযোগ এলে, যদি কখনও সুযোগ আসে নিশ্চয়ই করব।’ তিনি না-হলেও, যদি দলের অন্য কেউ এই সুযোগ পান, তা হলেও গঙ্গাসাগরকে জাতীয় মেলার তকমা দেওয়া হবে বলে আশ্বস্ত করেন মমতা। উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে কুম্ভমেলার জন্য কেন্দ্র উদ্যোগী হয়েছে। কিন্তু গঙ্গাসাগরের মেলার জন্য কেন্দ্রের সেই উদ্যোগ নেই বলে অভিযোগ মমতার। তিনি বলেন, ‘কুম্ভমেলায় কেন্দ্রীয় সরকার কোটি কোটি টাকা খরচ করে। আমরা কুম্ভমেলাকে সম্মান করি। গঙ্গাসাগর মেলা কিন্তু তার চেয়ে কম নয়। এখানে জল পেরিয়ে অনেক কষ্ট করে আসতে হয়।’ তাই সুযোগ পেলে গঙ্গাসাগরকে জাতীয় মেলার স্বীকৃতি দিতে চান মমতা। তাঁর কথায়, ‘আমাদের যে কেউ সুযোগ পেলে এটা করব। না করাটা অন্যায়। কেন বাংলার সঙ্গে বঞ্চনা হবে?’

কোনও মেলা জাতীয় মেলার স্বীকৃতি পেলে কেন্দ্রের তরফে মেলা আয়োজনে বিভিন্ন সহযোগিতা পাওয়া যায়। মেলা সুষ্ঠু ভাবে আয়োজনের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুদান পেয়ে থাকে রাজ্যগুলি। যেমন কুম্ভ মেলাকে আরও আড়ম্বরপূর্ণ করে তুলতে কেন্দ্র বিভিন্ন সহযোগিতা করছে উত্তরপ্রদেশ সরকারকে। তবে বাংলায় গঙ্গাসাগর মেলা পুরোটাই রাজ্য প্রশাসনকে আয়োজন করতে হয় বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। এ দিন গঙ্গাসাগরে মমতা বলেন, ‘একটা দুটো জায়গায় কয়েকজন লোক আছেন যাঁরা হয়তো কাজটা করেন না। ৯৯ শতাংশ লোক কাজটা করেন। আমি তাঁদের সবাইকে, স্বেচ্ছাসেবক, তীর্থযাত্রীকে আমার প্রাণভরা অভিনন্দন জানাই। রামকৃষ্ণ মিশন যেমন শিক্ষায় এগিয়ে, ভারত সেবাশ্রম সংঘ তেমন সেবায় এগিয়ে। ঝড়, জল, সাইক্লোন, বন্যা, প্রাকৃতিক দুর্যোগে আর কাউকে না পেলে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘকে আপনারা পাবেনই।’ ঘটনাচক্রে গত বছরে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙার ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের কার্তিক মহারাজের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন তিনি। ওই মহারাজ তৃণমূলের বিরুদ্ধে রাজনীতি করেছেন বলে এক নির্বাচনী জনসভা থেকে অভিযোগ তোলেন মমতা।

গঙ্গাসাগর মেলার জন্য রাজ্য সরকারের উদ্যোগে হাসপাতাল, জেটি, হেলিপ্যাড-সহ আরও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকর্ম করা হয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় মুড়িগঙ্গা নদীর উপর সেতুও তৈরি করতে চাইছে রাজ্য সরকার। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই সেতুটির জন্য কেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছিল। এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তাঁকে আশ্বাসও দিয়েছিলেন সেতুটির বিষয়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজ্যকেই এই সেতু বানাতে উদ্যোগী হতে হয়। মুখ্যমন্ত্রী জানান, ওই সেতু তৈরির জন্য ইতিমধ্যে সমীক্ষা করে টেন্ডারও হয়ে গিয়েছে। প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা খরচ করে এই সেতুটি তৈরি করছে রাজ্য। প্রায় ৪-৫ কিলোমিটার লম্বা এই সেতুটি আগামী ২-৩ বছরের মধ্যে তৈরি হয়ে যাবে বলে আশাবাদী মমতা। সুন্দরবনের গোসাবা এবং পাথরপ্রতিমার জন্য একটি মহকুমা অফিস তৈরি করার কথাও বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

কলকাতাতেও এইচএমপিভি সংক্রমণ

বাড়ি ফিরেছে আক্রান্ত পাঁচ মাসের শিশু

নিজস্ব প্রতিবেদন: এ বার কলকাতায় পাঁচ মাসের এক শিশুর দেহে হিউম্যান মেটানিউমোভাইরাস (এইচএমপিভি)-এর হদিশ মিলল। তবে সুস্থ হয়ে ওই শিশু বাড়ি ফিরে গিয়েছে। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, ডিসেম্বরের শেষে মুম্বই থেকে বাবা-মায়ের সঙ্গে কলকাতায় এসেছিল শিশুটি। এখানে এসে সে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে ভর্তি করানো হয় বাইপাসের ধারের একটি হাসপাতালে। সেখানে কয়েক দিন পর্যবেক্ষণে রাখার পর ছেড়ে দেওয়া হয় তাকে।

হাসপাতাল সূত্রে খবর, জ্বর এবং কাশির মতো সাধারণ কিছু উপসর্গ ছিল ওই শিশুর। পরীক্ষার পর ধরা পড়ে সে এইচএমপিভি-তে আক্রান্ত। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, আতঙ্কিত হওয়ার মতো কোনও শারীরিক পরিস্থিতি ওই শিশুর ছিল না। তবে সবরকম সাবধানতা অবলম্বন করেই চিকিৎসা করা হয়েছে।

সোমবার সকালেই বেঙ্গালুরুর দুই শিশুর শরীরে এইচএমপিভি-র সংক্রমণের খবর মিলেছে। প্রথমে আট মাসের এক শিশুর শরীরে ওই ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়ে। পরে তিন মাসের আর একটি শিশুর শরীরেও ভাইরাসের হদিশ পাওয়া যায়। পরে আমদাবাদের দু’মাস বয়সি এক শিশুর শরীরেও মেলে একই ভাইরাস। খবর প্রকাশ্যে আসতেই আতঙ্ক ছড়ায়। তবে কেন্দ্র জানিয়েছে, চিনে ছড়িয়ে পড়া ভাইরাসের সঙ্গে বেঙ্গালুরুতে এইচএমপি ভাইরাসের সংক্রমণের কোনও যোগসূত্র নেই। কর্নাটক সরকার জানিয়েছে, ইচএমপিভি আক্রান্ত দুই শিশুরই অবস্থা স্থিতিশীল। তাদের মধ্যে তিন মাসের শিশুটিকে ইতিমধ্যেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। অন্য জনও সেরে ওঠার মুখে।

সম্প্রতি চিনে এইচএমপিভি-র একটি রূপের সংক্রমণ বেড়েছে। তার পর থেকেই উদ্বেগ দানা বেঁধেছে ভারত-সহ অন্যান্য দেশে। অনেকেই বছর চারেক আগের করোনা-আবহের কথা ভেবে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। তবে ভারতের স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, পরিস্থিতির দিকে নজর রাখা হচ্ছে। উল্লেখ্য, ভারতে অতীতেও এইচএমপিভি-র সংক্রমণ দেখা গিয়েছে। তবে এই ভাইরাসটির কোনও রূপান্তর হয়েছে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। চিনে ভাইরাসটির যে রূপ ছড়িয়ে পড়েছে, সেটির গঠনের বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও তথ্য মেলেনি। ফলে এটি ভাইরাসের চিনা রূপ, না কি স্বাভাবিক এইচএমপিভি ভাইরাসের সংক্রমণ, তা এখনও বলা যাচ্ছে না। সাধারণ এইচএমপিভি সংক্রমণে শ্বাসকষ্ট, জ্বর, কাশি, ঠান্ডা লাগা, ঘাম হওয়া, মাথা ধরা, পেশি ও গাঁটগুলিতে ব্যথা, ক্লান্তি এবং খিদে কমে যাওয়ার মতো উপসর্গ দেখা যায়। সাধারণত ১৩ বছরের কম বয়সি শিশুদের মধ্যে এই ভাইরাসের সংক্রমণ দেখা যায়। তবে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলে প্রাপ্তবয়স্কদের শরীরেও এই ভাইরাস বাসা বাঁধতে পারে।

বাঘিনিকে নিয়ে ওড়িশার দিকে আঙুল মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওড়িশার সিমলিপালে ফেরত পাঠানো হয়েছে বাঘিনি জিনতকে। তবে বাঘিনিকে বাংলার বনকর্মীরা উদ্ধারের পর থেকে ওড়িশার সরকারের ভূমিকা অসন্তুষ্ট মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার গঙ্গাসাগর থেকে আবারও জিনতের প্রসঙ্গ ওঠে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতায়। বাংলার বন দপ্তরের ঘুম উড়িয়ে ন’দিন ধরে লুকোচুরি খেলেছে জিনত। মমতার বক্তব্য, রাজ্যের বন দপ্তর এবং প্রশাসন দিনরাত খেটে জিনতকে উদ্ধার করেছে। তার পর থেকেই ‘ফেরত দাও, ফেরত দাও’ করে ওড়িশা থেকে ফোন আসতে শুরু করেছে। ওড়িশার বনকর্মীদের নজরদারি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। সে রাজ্যের জঙ্গল থেকে বাঘ কেন বাংলায় চলে আসছে, তা নিয়ে ওড়িশার প্রশাসনের উপর কিছুটা বিরক্তিও প্রকাশ করেন তিনি। ওড়িশা সরকারের উদ্দেশে মমতা বলেন, ‘তোমরা তো খেয়াল রাখবে নিজেদের জঙ্গলের? যাতে তোমাদের বাঘ আমাদের এখানে না ঢুকে পড়ে, যাতে আমার গ্রামে আতঙ্ক না ছড়ায়।’ জিনতকে কোনও রকম আহত না করে বাংলার বনকর্মীরা যে ভাবে তাকে খাঁচাবন্দি করেছেন, তা একটি ‘মডেল’ বলে মত মুখ্যমন্ত্রীর।

মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাব, ওড়িশা থেকে বাঘ পাঠানো হলে যেন তা চিরকালের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তিনি বলেন, ‘পাঠালে চিরকালের জন্য পাঠাক। আমরা রেখে দিচ্ছি। তোমাদের জায়গা না থাকলে, আমাদের টাইগার রেসকিউ সেন্টার রয়েছে, গভীর জঙ্গল রয়েছে। আমরা রেখে দিচ্ছি।’

বিপিএসসি বাতিলের দাবিতে অনশন

পাটনা জেলে পাঠানোর পরও জামিনে মুক্ত প্রশান্ত কিশোর

পাটনা, ৬ জানুয়ারি: আদালত জামিনে মুক্তির নির্দেশ দিয়েছিল। কিন্তু ধৃত প্রশান্ত কিশোর জামিনের বন্ডে সই করতে অস্বীকার করায় সোমবার বিকেলে তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় পাটনার জেলে। পরে অবশ্য কোনওরকম শর্ত ছাড়াই প্রশান্ত কিশোরকে জামিন দেয় পাটনা আদালত। বিহার পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (বিপিএসসি) পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস ও দুর্নীতির অভিযোগ তুলে তা বাতিলের দাবিতে পাটনায় গান্ধি ময়দানে আমরণ অনশনে বসেছিলেন প্রাক্তন ভোটকুশলী তথা জন সুরাজ পার্টির নেতা পিকে। তাঁকে সোমবার ভোরের আলো ফোটার আগেই সেখান থেকে তুলে যায় পুলিশ। আনুষ্ঠানিক ভাবে গ্রেপ্তারের পরে শারীরিক পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় পাটনা এইমস হাসপাতালে। বেলা ১২টার পর পাটনা সিভিল কোর্টে পিকে-কে তোলা হলে বিচারক তাঁকে জামিনে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু বেঁকে বসেন স্বয়ং পিকে। তিনি জামিনে মুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় বন্ডে সই করতে অস্বীকার করায় তাঁকে জেলে পাঠানো হয়। পাটনা পুলিশ জানিয়েছে, অশান্তি বাধানোর অভিযোগে এফআইআর দায়ের হওয়ায় পিকে-কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্যদিকে, পিকে শিবিরের দাবি, মিথ্যা অভিযোগে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের পুলিশ মামলা দায়ের করেছে। তাই জামিনের বন্ডে সই করতে তিনি অস্বীকার করেছেন।প্রসঙ্গত, বিপিসসি পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। তা নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরেই অশান্তি চলছে রাজ্যটিতে। চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ আন্দোলনে নেমেছেন। সেই আন্দোলনে প্রথম থেকেই রয়েছেন পিকে। যদিও প্রতিবাদী চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ এই আন্দোলনে রাজনীতির প্রবেশ পছন্দ করছেন না বলে জানিয়েছেন। রবিবার ৭০তম বিপিসসি পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে গান্ধি ময়দানে জমায়েত করেছিলেন হাজার হাজার চাকরিপ্রার্থী। পিকে-ও সেখানে ছিলেন। রাতে সেই জমায়েত মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের বাড়ির দিকে এগোতে শুরু করলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। পিকের বিরুদ্ধে এফআইআরও হয়। তার পর তিনি অনশনে বসেছিলেন।

এক দশকে প্রসারিত হয়েছে ভারতের রেল যোগাযোগ: মোদি

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি: গত এক দশকে ভারতে রেল যোগাযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসারিত হয়েছে। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সোমবার ভার্চুয়ালি একাধিক রেল প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করার পর প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, ‘২০১৪ সাল পর্যন্ত দেশের রেল লাইনের মাত্র ৩৫ শতাংশ বিদ্যুদয়ন হয়েছিল। এখন ভারত নিজস্ব রেল লাইনের ১০০ শতাংশ বিদ্যুদয়নের কাছাকাছি। উপরন্তু, আমরা ধারাবাহিকভাবে রেলের প্রসার বাড়াচ্ছি। বিগত ১০ বছরে, সড়ক যোগাযোগ বাড়াতে হাজার হাজার ওভারপাস এবং আন্ডারপাস-সহ ৩০ হাজার কিলোমিটারেরও বেশি নতুন রেলপথ নির্মাণ করা হয়েছে।’

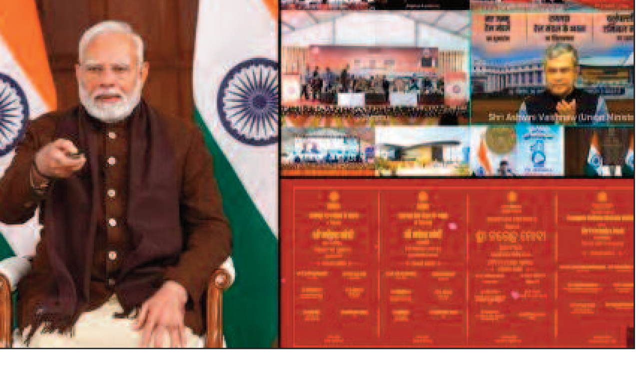

প্রধানমন্ত্রী মোদি আরও বলেন, ‘লোকজন কম সময়ে দীর্ঘ দূরত্ব ভ্রমণ করতে চায়, তাই আমরা সমগ্র দেশে উচ্চ-গতির ট্রেনের বিশাল চাহিদা দেখেছি। এখন বন্দে ভারত ট্রেন ৫০টিরও বেশি রুটে চালু রয়েছে। ১৩৬টি বন্দে ভারত পরিষেবা মানুষের ভ্রমণকে আরামদায়ক করে তুলছে।’ প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ‘গত এক দশক ভারতীয় রেল ঐতিহাসিক পরিবর্তনের সাক্ষী হয়েছে। রেলের পরিকাঠামোতে দৃশ্যমান পরিবর্তন দেখা গিয়েছে। এতে দেশের ভাবমূর্তির উন্নতি হয়েছে।’

পদত্যাগ করলেন জাস্টিন ট্রুডো

ওট্টাওয়া, ৬ জানুয়ারি: অবশেষে জল্পনা সত্যি করে প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিলেন জাস্টিন ট্রুডো। ঘরে-বাইরে বিরোধের মুখে পড়ে সোমবারই প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিতে পারেন ট্রুডো বলে জল্পনা ছিল। দলের অন্দরেই তাঁকে নিয়ে ক্ষোভ চরমে উঠেছে। দল ক্রমাগত চাপ তৈরি করে ইস্তফা দেওয়ার জন্য। সেই চাপের সামনে মাথা নত করেই সম্ভবত এদিন ইস্তফা দিলেন ট্রুডো। এমনটাই সূত্রের খবর। এরপরই প্রশ্ন উঠেছে, ভারতের সঙ্গে বিরোধেরই মাশুল দিতে হচ্ছে ট্রুডো-কে?

ছত্তিশগড়ে আইইডি বিস্ফোরণে শহিদ ৯ জওয়ান

রায়পুর, ৬ জানুয়ারি: কেন্দ্রীয় আধাসেনা এবং পুলিশের যৌথবাহিনীর ধারাবাহিক অভিযানের মধ্যেই ছত্তিশগড়ে প্রত্যাঘাত করল মাওবাদীরা। সোমবার বস্তার ডিভিশনের বিজাপুর জেলায় নিরাপত্তা বাহিনীর একটি গাড়ি উড়িয়ে দিল নিষিদ্ধ সিপিআই (মাওবাদী)-র সশস্ত্র শাখা পিএলজিএ (পিপলস লিবারেশন গেরিলা আর্মি)।

প্রাথমিক খবরে জানা গিয়েছে, ওই হামলায় অন্তত ন’জন জওয়ান শহিদ হয়েছেন। গুরুতর জখম বেশ কয়েক জন। ওই গাড়িটিতে ‘ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ড’ বাহিনীর জওয়ানেরা ছিলেন বলে পুলিশ সূত্রের খবর। সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানাচ্ছে, বেদ্রে-কুতরু রোডের পাহাড় ও জঙ্গলঘেরা অংশে মাওবাদীদের পাতা ল্যান্ডমাইনের ‘ফাঁদে’ পড়ে ওই গাড়িটি।

গত সপ্তাহে বিজাপুর জেলারই ফরসেগড়ে ‘পুলিশের চর’ ঘোষণা করে স্থানীয় বিজেপি নেতা কুদিয়াম মাড়ো (৩৫)-কে খুন করেছিল মাওবাদীরা। ঘটনাচক্রে শনিবার থেকেই বিজাপুর লাগোয়া নারায়ণপুর-দান্তেওয়াড়া সীমানায় দক্ষিণ অবুঝমাড়ের জঙ্গলে মাওবাদী দমন অভিযান শুরু করেছে যৌথবাহিনী। দু’তরফের গুলির লড়াইয়ে ‘ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ড’ বাহিনীর এক জওয়ান এবং পাঁচ মাওবাদী গত দু’দিনের লড়াইয়ে নিহত হয়েছেন। তার পরেই সোমবার ল্যান্ডমাইন হামলা চালাল মাওবাদীরা।

‘মৎস্যজীবীদের লাঠিপেটা করেছে বাংলাদেশ’

দেশে ফেরা ৯৫ মৎস্যজীবীকে আর্থিক সাহায্য মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন বাংলাদেশে কয়েক জন ভারতীয় মৎস্যজীবীকে মারধর করা হয়েছে! সোমবার গঙ্গাসাগরের মঞ্চ থেকে এই মন্তব্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলাদেশে বন্দি থাকা ৯৫ জন ভারতীয় মৎস্যজীবী ফিরে এসেছেন দেশে। সোমবার মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের সহায়তাও করেন। প্রত্যেকের হাতে ১০ হাজার টাকা করে তুলে দেন তিনি। ওই মঞ্চ থেকেই মমতা বলেন, ‘কয়েক জন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিলেন। জানতে পারলাম, তাঁদের মারধরও করা হয়েছে। তাঁদের নিয়ে গিয়ে হাতগুলি দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল। মোটা লাঠি দিয়ে তাঁদের মারা হয়েছে।’

মুখ্যমন্ত্রী জানান, কয়েক জন মৎস্যজীবীকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে দেখে তিনি জানতে চেয়েছিলেন কী হয়েছে। মৎস্যজীবীরা তাঁকে কিছু বলতে চাননি এ বিষয়ে। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, পরে তিনি জানতে পারেন মারধরের বিষয়ে। তিনি জানান, বাংলাদেশ থেকে ফেরা কয়েক জন মৎস্যজীবীর কোমর থেকে পা পর্যন্ত চোট রয়েছে। তাঁরা জামাকাপড় পরে রয়েছেন বলে তা দেখা যাচ্ছে না। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক এবং কাকদ্বীপের বিধায়ক মন্টু পাখিরাকে তিনি নির্দেশ দেন, আহতদের ভাল করে চিকিৎসা করানোর জন্য। তাঁদের কোনও অর্থোপেডিক চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়ারও পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রায় আড়াই মাস বাংলাদেশে বন্দি থাকার পর বাংলায় ফিরেছেন মৎস্যজীবীরা। তাঁদের পরিবারের উৎকণ্ঠা এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তার কথাও উঠে আসে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতায়। বাংলার মৎস্যজীবীরা যাতে আগামী দিনে আর কোনও ভাবেই জলসীমা পার না করেন, সে কথাও বলেন তিনি। মমতা বলেন, ‘আপনারা কখনওই আমাদের সীমানার বাইরে যাবেন না। তাতে মাছ উঠলে উঠবে, না-উঠলে না-উঠবে। আগে জীবন বাঁচবে। জীবন বেঁচে থাকলে অনেক মাছ পাবেন। এই যে দু’মাস জেলে ছিলেন, তাতে আপনার পরিবারের কষ্ট হয়নি? আপনাদের কষ্ট হয়নি? যাঁরা মার খেয়েছেন, তাঁদের কষ্ট হয়নি?’ অনেক সময়ে যে মৎস্যজীবীদের মাঝসমুদ্রে সীমানা স্থির করতে সমস্যা হয়, সে কথাও মানছেন মুখ্যমন্ত্রী। ঝড়-জলের মধ্যে অনেক সময় পথ হারিয়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। তবে জলসীমা অতিক্রম না-করার বিষয়ে মৎস্যজীবীদের সব সময়ে

এরপর দুয়ের পাতায়

চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। রাজ্যে এখন মোট ভোটারের সংখ্যা ৭ কোটি ৬৩ লক্ষ ৯৬ হাজার ১৬৫। পুরুষ ভোটার ও মহিলা ভোটারের সংখ্যা প্রায় কাছাকাছি। রাজনৈতিক দলগুলির অভিযোগের ভিত্তিতে ২০২৫ সালের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে অনেকের নাম বাদ গিয়েছে বলেও জানানো হয়েছে নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, চূড়ান্ত তালিকা তৈরির সময় ভুয়ো ভোটারের উপর বাড়তি নজর রেখেছিল কমিশন। প্রসঙ্গত, নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, খসড়া তালিকায় ভোটারের সংখ্যা ছিল ৭ কোটি ৬০ লক্ষ ১৪ হাজার ৭১৬। সেই সংখ্যাই চূড়ান্ত তালিকায় বেড়ে হয়েছে ৭ কোটি ৬৩ লক্ষ ৯৬ হাজার ১৬৫।

-বিস্তারিত শহরের পাতায়

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম -পদবী

গত 03/01/25 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 10 নং এফিডেভিট বলে Sourindra Prasad Choudhury S/o. Sailendra Prasad Chaudhury ও Sourindra Prd Choudhury, Sourindra Pd Choudhury S/o. S. P. Choudhury, Sailendra Prasad Choudhury, Sailendra Choudhury সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 03/01/25 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 14 নং এফিডেভিট বলে Sujit Kumar Nandi S/o. Sudhangsu Nandi ও Sujit Nandi S/o. Lt. S. Nandi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 26/12/2024 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 56 নং এফিডেভিট বলে Debaki Prosad Bhattacharya ও Debaprasad Bhattacharya S/o. Bishnu Pada Bhattacharya R/o. Kheye, Akna, Polba, Hooghly-712148 সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 06/01/25 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 17 নং এফিডেভিট বলে Subrata Kumar Biswas S/o. Sailendra Nath Biswas ও Subrata Biswas S/o. S. N. Biswas সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 02/01/25 S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে 02 নং এফিডেভিট বলে Swapan Kumar Singh S/o. Binod Singh ও Swapan Singh S/o. B. Singh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম -পদবী

গত 03/01/2025 নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী কোর্টে 148 নং এফিডেভিট বলে আমি Bikas Samanta (old name) S/o. Hriday Samanta R/o. Chikrand Uttarpara, Chikrand, Chanditala, Hooghly-712304, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Bikash Samanta (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Bikas Samanta & Bikash Samanta S/o. Hriday Samanta সকলেই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

জেলা-হুগলীর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত চন্দননগর

এ্যাক্ট –৩৯ কেস নং- ৯৮/ ২০২২

দরখাস্তকারী :- শ্রী সঞ্জীব বসু ওরফে সঞ্জীব কুমার বসু, পিতা স্বর্গীয় দেব প্রসাদ বসু, সাং- ব্রাহ্মনপাড়া, বউবাজার, খলিসানী, পো:- খলিসানী, থানা-ভদ্রেশ্বর জেলা-হুগলী, পিন নং- ৭১২১৩৮

এতদ্বারা সর্ব সাধারন কে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, নিম্ন তপশীলে বিশদ ভাবে বর্নিত সম্পত্তি প্রয়াত **বাণী বসু,** স্বামী মৃত দেব প্রসাদ বসু এর থাকে। এক্ষনে দরখাস্তকারী **সঞ্জীব বসু ওরফে সঞ্জীব কুমার বসু,** তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির প্রবেট গ্রহন করিবার জন্য অত্র আদালতে উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমা দাখিল করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমায় যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অত্র আদালতে নিযুক্তীয় উকিলবাবু মারফৎ বা স্বয়ং হাজির হইয়া অত্র মোকর্দ্দমায় আপত্তি দাখিল করিবেন। নতুবা উপরোক্ত মোকর্দ্দমায় মহামান্য আদালত কর্তৃক একতরফা শুনানী করা হইবে।

// **তপশীল** //

জেলা-হুগলী, থানা-ভদ্রেশ্বর, মৌজা- খলিসানী, আর.এস. খতিয়ান নং - ৫৮৮ আর.এস. প্লট নং- ১৮৩৫, পরিমাণ- ১ কাঠা ১০ ছটাক ৬ স্কোয়ার ফুট মায় তদুপরিস্থিত পাকা গৃহাদি মোট- ৯৮৬ স্কোয়ার ফুট মধ্যে ৯৩৬ স্কোয়ার ফুট যাহার **চৌহদ্দী** :- উত্তরে :- ৬’ ফুট চওড়া প্যাসেজ। দক্ষিণে :- কেয়া মিত্র র সম্পত্তি। পূর্বে :- শিবনাথ বসুর সম্পত্তি। পশ্চিমে- সঞ্জীব বসুর সম্পত্তি।

দরখাস্তকারীর পক্ষে নিযুক্তীয় উকিলবাবু- **রথীন সাহা (এ্যাডভোকেট)** -

আদালতের আদেশানুসারে-
সৌমেন ঘোষাল (সেরেস্তাদার)
জেলা-হুগলীর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত চন্দননগর

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে আমরা (১) রবি কুমার নন্দী, পিতা-মৃত রমেশ চন্দ্র নন্দী, সাং- সন্ধ্যা মেছুয়াপাড়া লেন, পো: ঘূর্ণী, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১০৩। (২) শ্রী ভানু নন্দী, পিতা- মৃত রমেশ চন্দ্র নন্দী, সাং- সন্ধ্যা মেছুয়াপাড়া লেন, পো: ঘূর্ণী, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১০৩। (৩) শ্রীমতি সরস্বতী টুডু, পিতা-মৃত রমেশ চন্দ্র নন্দী, সাং- পাঁচবেড়িয়া মেছুয়াপাড়া লেন, পো: ঘূর্ণী, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১০৩। (৪) শ্রীমতী মালতি ধর, পিতা-মৃত রমেশ চন্দ্র নন্দী, সাং- সন্ধ্যা মেছুয়াপাড়া লেন, পো: ঘূর্ণী, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১০৩। (৫) শ্রী নিতাই নন্দী, (৬) শ্রী বিশ্বনাথ নন্দী, (৭) শ্রী ভোলানাথ নন্দী, (৮) শ্রীমতী গীতা শীল, স্বামী শ্রী রবি শীল (৯) শ্রীমতি গৌরি বিশ্বাস, স্বামী- শ্রী অমর বিশ্বাস, ৫ এবং ৯ নং উভয়েরি পিতা মৃত রমনী মোহন নন্দী, ৫ নং এর সাং- হিজুলী সন্ধ্যা মাঠপাড়া, পোঃ- ঘূর্ণী, থানা- ভীমপুর, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১০৩, ৬ এবং ৮ উভয়েরি সাং- জংলীতলা লেন, পোঃ ঘূর্ণী, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১০৩। ৯ নং এর সাং- অনন্তপুর পূর্ব, পোঃ উজির পুকুরিয়া, থানা- রানাঘাট, জেলা নদীয়া, পিন- ৭৪১২৩৮ (১০) শ্রী স্বপন নন্দী (১১) শ্রী বপন নন্দী। ১০ এবং ১১ নং এর উভয়েরি পিতা- মৃত হরেকৃষ্ণ নন্দী। ১০ এবং ১১ নং এর উভয়েরি সাং-শ্রীনগর মধ্যমগ্রাম পোঃ ও থানা- মধ্যমগ্রাম, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কোলকাতা- ১২৯ (১২) শ্রী বিপ্লব নন্দী, পিতা- মৃত জিতেন নন্দী, সাং- ১৭৬. মুলাজোর রোড, ভাটপাড়া, পোঃ ও থানা- জগদ্দল, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩১২৫ (১৩) শ্রীমত্যা আরতী দাস, স্বামী- মৃত কার্ত্তিক দাস, সাং- মধ্যপাড়া মাজুদপুর, পোঃ মাজুদপুর, থানা- নৈহাটী জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩১৬৬ গত ১৮-১১-২০২২, এ.ডি.এস.আর কৃষ্ণনগর, নদীয়া I-১৩৭৭৪/২০২২ আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমমোক্তারপ্রাপ্ত করা হল (১) শ্রী সুভাষ চন্দ, পিতা মৃত সুকুমার চন্দ, সাং- চারাবাগান লেন, পোঃ- ঘূর্ণী, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১০৩ (২) শ্রী তরুণ সরকার, পিতা- মৃত দ্বারিকানাথ সরকার সাং- মহাত্মা গান্ধী রোড, পোঃ- কৃষ্ণনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১০১ (৩)শ্রী রাজ প্রবীর দেবনাথ, পিতা- মৃত শীতল কানু দেবনাথ, সাং- ঘূর্ণী গোয়ালাপাড়া লেন, পোঃ- ঘূর্ণী, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া,পিন- ৭৪১১০৩। উক্ত আমমোক্তারগণ গত 10-04-2023 তাং, I-3953/2023 তারিখে শ্রী চন্দ্রশেখর নাথ, পিতা- মৃত অঞ্জন নাথ, সাং- নাটনা, পোঃ- নাটনা, থানা- তেহট্ট, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১৬০, মৌজা- ৯৭ নং মোল্দা, খতিয়ান নং- সাবেক ১৫১ নং, এল. আর ৮৪৩/৪ নং, দাগ নং- (আর.এস ও এল.আর) ৬৭৯ সর্বমোট সম্পত্তির পরিমান ০২.১০ শতক মহাশয়কে বিক্রয় করেন। উক্ত আমমোক্তারগন গত 03.04.2023 I-4763/2023 তারিখে (১) শ্রী রতন সরকার, পিতা- মৃত রবীন্দ্র নাথ সরকার (২) শ্রীমতী শীলা সরকার, স্বামী শ্রী রতন সরকার উভয়েরি সাং- সন্ধ্যা দাসপাড়া, পোঃ ঘূর্ণী, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১০৩, মৌজা- ৯৭ নাং মোল্দা, খতিয়ান নং- সাবেক ১৫১ নং ও এল.আর ৮৪৩/৪ নং,দাগ নং- আর.এস ও এল.আর ৬৭৯ সর্বমোট সম্পত্তির পরিমান ২.৮৯ শতক মহাশয় মহাশয়াকে বিক্রয় করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে BL & LRO অফিসে ১৫ দিনের মধ্যে আপত্তি জানাইবেন।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

লিখিতংঃ আমি তৈবুল হক, পিতা- মৃত আলী হোসেন, সাং- জঙ্গলগ্রাম, পো- মদনপুর, থানা- চাকদহ, জেলা-নদীয়া, নিম্নতপশীল বর্নিত সম্পত্তি যাহা আমি বিগত ইংরাজী ০৯/১১/২০২০ তারিখে কল্যানী এ.ডি.এস. আর অফিসের IV নং বহির ৭৬ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তার নামা দলিল মূলে পরেশ চন্দ্র দাস,পিতা-মৃত দীনদয়াল দাস এর পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়া বিক্রয় করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হই। উক্ত আমমোক্তার দলিল বিষয়ে যদি কাহারও কোন আপত্তি বা অভিযোগ থাকে তাহলে ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে অভিযোগ জানাইবেন। তপশীল সম্পত্তির পরিচয়ঃ জেলা-নদীয়া,থানা- চাকদহ, মৌজা- ৯৫ নং জঙ্গল, এল.আর খতিয়ান ১৭৩৬, ও ৪৩৬/১, ও ১৭৫৬ ও আর. এস ও এল.আর দাগ ২৬০,জমির পরিমান- ৩. ৩ শতক জমি, আর.এস ও এল.আর দাগ ২৬১, জমির পরিমান- ০৮ শতক জমি একুনে দুইটি দাগে মোট ১১ শতক জমি।

তৈবুল হক,
জঙ্গলগ্রাম, চাকদহ নদীয়া।

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

ইন দি কোর্ট অফ লার্নেড এ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জজ প্রথম আদালত, সদর হুগলী, চুঁচুড়া

রেফা: ম্যাট্রিমনিয়াল সুট নং-২২৮/২৪

শ্রী সৌরভ সোম ...দরখাস্তকারী
বনাম
শ্রীমতি সুকন্যা সোম (প্রামানীক)..অপর পক্ষ

দরখাস্তকারী **শ্রী সৌরভ সোম,** পিতা- স্বপন সোম, সাকিম- ২৮১ মাঝের রাস্তা, পোঃ- বুড়োশিবতলা, থানা- চুঁচুড়া, পিন- ৭১২১০৫, আপনি অপর পক্ষ **শ্রীমতি সুকন্যা সোম (প্রামানীক),** স্বামী- সৌরভ সোম, পিতা- সুকুমার প্রামানীক সাং- এ/ ৪ গভঃ কোয়াটার জি.টি রোড, বৈদ্যবাটি, থানা- শ্রীরামপুর, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২২২২, আপনার বিরুদ্ধে উপরোক্ত দরখাস্তকারী **সৌরভ সোম,** হিন্দু ম্যারেজ আইনের সেকশন ৯ ধারা মতে মোকর্দ্দমা দাখিল করিয়াছেন। আপনাকে জানানো যাইতেছে যে অত্র বিজ্ঞপ্তির তারিখ হইতে আগামী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উপরিউক্ত আদালতে স্বয়ং বা উকিল বাবুর মারফৎ হাজির হইয়া বক্তব্য দাখিল করিবেন। অন্যথায় দরখাস্তকারী পক্ষের আর্জির প্রার্থনা মোতাবেক একতরফা ডিক্রী হইবে।

বাদীপক্ষের উকিল বাবু
স্বা/- শ্রী সুব্রত ভট্টাচার্য্য
উকিল বাবুর সহি

আদালতের আদেশানুসারে
শ্রী চরন সিং (সেরেস্তাদার)
এ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জজ প্রথম আদালত,
সদর হুগলী, চুঁচুড়া

কুয়াশার চাদরে মুখ লুকালো হাওড়া, দৃশ্যমানতা শূন্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার সকালে ঘন কুয়াশায় অদৃশ্য হাওড়া ব্রিজ, ‘ভ্যানিশ’ রাস্তাঘাট, কুয়াশার সাদা চাদরে ঢাকা পড়ল হাওড়া শহর। কথায় বলে মাঘের শীত বাঘের গায়ে। যদিও মাঘ পড়তে এখনও বেশ কয়েকদিন বাকি। আর তার আগেই সোমবার সকাল থেকেই ঘন কুয়াশায় ঢাকা পড়ল শহর হাওড়া। কুয়াশার জেরে দৃশ্যমানতাও কমে। ঘন কুয়াশার জেরে সমস্যার মধ্যে পড়ে যান চলাচল। দুর্ঘটনা এড়াতে সকাল থেকেই শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলিতে যান নিয়ন্ত্রণ করতে দেখা যায় কলকাতা ট্রাফিক পুলিশদের। হাওড়া ব্রিজ, হাওড়ার বিভিন্ন রাস্তায় যানবাহন ধীর গতিতে চলছে। সোমবার সকালে শীতের হাত থেকে বাঁচতে শরীরে উষ্ণতা পেতে আগুন জ্বালিয়ে তার পাশে বসে থাকতেও দেখা যায় অনেককেই। ট্রেনের লাইনে কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা কমে, ফলে ট্রেন চলাচল করতেও সমস্যা পড়তে হয় চালককে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকার কারণেই এই কুয়াশার দাপট বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস।

এদিকে, লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে শুরু করেছে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। শীতের আমেজ উধাও হয়েছে মহানগর থেকে। আগামী দুই থেকে তিনদিনের মধ্যে তাপমাত্রা আরও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়াবিদরা জানাচ্ছেন, সপ্তাহভর শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। শীতের আমেজ প্রায় সম্পূর্ণই উধাও হয়ে যেতে পারে। সোমবার সকালে শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ প্রায় ৬৬ শতাংশ। আগামী দু’তিন দিনের মধ্যে গাঙ্গেয় অঞ্চল-সহ গোটা রাজ্যেই দিন ও রাতের তাপমাত্রা আরও দুই থেকে তিন ডিগ্রি বৃদ্ধি পাবে বলে পূর্বাভাস।

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

১)শ্রীমতী পূর্ণিমা দে স্বামী শ্রী অর্জুন দে সাকিম অশোকতলা, বারদ্বারী, চুঁচুড়া, হুগলী, **২)শ্রীমতী ডলি দে** স্বামী শ্রী শৈলেন দে সাকিম ষণ্ডেশ্বরতলা, চুঁচুড়া, হুগলী মহাশয়াগণ বিগত ইং 19/05/1992 তারিখে ডি.এস.আর, সদর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-0115/1992 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে **শ্রী সজল নন্দী** পিতা ৺যোগেশ চন্দ্র নন্দী সাকিম ঘুটিয়াবাজার, চুঁচুড়া, হুগলী মহাশয়কে .১১৮ সহশ্রাংশ সম্পত্তির ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে **শ্রী সজল নন্দী** ও নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির ওয়ারিশানগণ বিগত ইং 03/07/1992 তারিখে ডি.এস.আর, সদর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-5305/1992 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী জীবন দাস,** পিতা ৺নারায়ণ চন্দ্র দাস, সাকিম পেয়ারা বাগান, চুঁচুড়া, হুগলী মহাশয়কে ২ কাঠা ২৪ বর্গফুট সম্পত্তি, বিক্রয় করেন। অতঃপর উক্ত **শ্রী জীবন দাস** মহাশয় উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন না করিয়াই বিগত ইং 12/03/1993 তারিখে ডি.এস.আর, সদর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-1909/1993 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী কৃষ্ণা কুরী** স্বামী শ্রী স্বপন কুমার কুরী সাকিম পাঠক বাগান, চুঁচুড়া, হুগলী মহাশয়াকে উক্ত ২ কাঠা ২৪ বর্গফুট সম্পত্তি পুনরায় বিক্রয় করিয়া দেন। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা হুগলী, ১৯ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ১৪৫৬ নং খতিয়ানে, ১৪৮/৭০৮ নং দাগে ভিটি জমি আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রীমতী কৃষ্ণা কুরী** স্বামী শ্রী স্বপন কুমার কুরী উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

আমমোক্তার নামা

শ্রী মৃনাল কান্তি দাস পিতা গৌরাঙ্গ চন্দ্র দাস সাকিম বৈকুন্ঠপুর, সেনপুকুর পাড়, ত্রিবেনী, মগরা, হুগলী-৭১২৫০৩, মহাশয় বিগত ইং 25/02/2022 তারিখে ডি.এস.আর-১, সদর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত 2775/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী জয়দীপ দাস** পিতা শ্রী রতন দাস সাকিম ৫৬/ডি, এস.পি. মুখার্জ্জী রোড, বৈকুন্ঠপুর, ত্রিবেনী, মগরা, হুগলী-৭১২৫০৩, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি ক)বিগত ইং 22/03/2024 তারিখে ডি.এস.আর-১, সদর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত 2709/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী সুব্রত অধিকারী** পিতা শ্রী মনোরঞ্জন অধিকারী, সাকিম বি.টি.পি.এস. টাউনশিপ, কোয়ার্টার নং এফ১/১০, ত্রিবেনী, মগরা, হুগলী-৭১২৫০৩ মহাশয়কে ১ কাঠা ১২ ছটাক ৫ বর্গফুট এবং খ)বিগত ইং 18/04/2024 তারিখে ডি.এস.আর-১, সদর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত 3497/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী সুজিত পাল** পিতা শ্রী তপন কুমার পাল ও **শ্রী পরিতোষ দাস** পিতা ৺প্রানবল্লভ দাস, উভয়ের সাকিম এস.এন. মজুমদার রোড, কোঁচাটী, ত্রিবেনী, মগরা, হুগলী-৭১২৫০৩ মহাশয়কে ১ কাঠা ০৮ ছটাক সম্পত্তি, একুনে দুইটি পৃথক কোবালা দলিল মূলে বিক্রয় করেন। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা ত্রিবেনী বৈকুন্ঠপুর, ৩৬ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৫০২২ নং খতিয়ানে, সাবেক ১৩৩ তথা হাল এল.আর. ১৪৭ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ২.৮৫২ একর মধ্যে ০.৯৩৪ একর আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি তন্মধ্যে ক)১ কাঠা ১২ ছটাক ০৫ বর্গফুট বা কমবেশী ০.০২৯ একর এবং খ)১ কাঠা ০৮ ছটাক বা কমবেশী ০.০২৫ একর, একুনে দুইটি পৃথক কোবালা দলিল মূলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাগণ **ক)শ্রী সুব্রত অধিকারী** পিতা শ্রী মনোরঞ্জন অধিকারী, **খ) শ্রী সুজিত পাল** পিতা শ্রী তপন কুমার পাল ও **গ)শ্রী পরিতোষ দাস** পিতা ৺প্রানবল্লভ দাস, উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

বাবুঘাটে গঙ্গাসাগর মেলায় সাধুর সেবায় মগ্ন সেবায়িত।

বিশ্ব বাণিজ্যে ভারতের ক্রমবর্ধমান পদক্ষেপ, নোভা রিয়েলটাইম সলিউশনের অধিবেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: নোভা রিয়েলটাইম সলিউশন এলএলপি ৪ঠা জানুয়ারি ‘ইন্ডিয়াস রাইজ ইন গ্লোবাল ট্রেড- একটি দৃষ্টিকোণ’এর উপর একটি গোল টেবিল ইন্টারেক্টিভ সেশনের আয়োজন করে।

সেশনটি পরিচালনা করেন প্রখ্যাত মিডিয়া পেশাদার ঋত্বিক মুখোপাধ্যায়। প্যানেলিস্টদের মধ্যে সুশীল পোদ্দার, প্রেসিডেন্ট, সিডব্লিউবিটিএ, দেবরাজ দাশগুপ্ত, গ্লোবাল হেলথকেয়ার লিডার, স্যান্ডোজ এজি), গগন সচদেব, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, বডিলাইন স্পোর্টস, অভিক গুপ্ত, সিনিয়র ম্যানেজার, এনএসই, শ্রী বালাজির প্রতিষ্ঠাতা মানব পাল এবং শ্যাম আগরওয়াল, পার্টনার, আরজি আগরওয়াল অ্যান্ড কোম্পানি উপস্থিত ছিলেন। প্যানেলিস্ট এবং অংশগ্রহণকারীরা বিষয়টিতে তাঁদের নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গি ভাগ করে নেন। কিন্তু সকলেই একমত যে আগামী দশকটি ভারত এবং ভারতীয়দের হবে এবং তারা বিশ্ব বাণিজ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। সেশনের কিউরেটর সুনীল গোয়েঙ্কা বলেন, ‘ভারতের হৃদস্পন্দন এখন সারা বিশ্বে অনুভূত হচ্ছে। এই অধিবেশন বিশ্ব বাণিজ্যে ভারতের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা এবং সম্ভাবনা বোঝার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে।’

চাঁদনিতে লাইনে ঝাঁপ, ফের ব্যাহত মেট্রো

নিজস্ব প্রতিবেদন: সপ্তাহের প্রথম দিনেই মেট্রো পরিষেবা ব্যাহত। চাঁদনিতে লাইনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা। সোমবার বেলা ১২ টা ১৭ মিনিটে চাঁদনি চক মেট্রো স্টেশনে থমকে যায় মেট্রো পরিষেবা। আটকে পড়েন হাজার হাজার যাত্রী। দিনের ব্যস্ত সময়ে চরম ভোগান্তি পোহাতে হয় যাত্রীদের। প্রায় দু’ঘণ্টা পর ২ টো ২৪ মিনিটে পরিষেবা স্বাভাবিক হয়। মেট্রো রেল সূত্রে খবর, সোমবার বেলা ১২টা ১৭ মিনিটে চাঁদনি চক মেট্রো স্টেশনে ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দেন একজন। ওই ব্যক্তিকে দীর্ঘক্ষণ লাইন থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা চলে। আর এই ঘটনার জেরে প্রায় দু’ঘণ্টা ব্যাহত হয় মেট্রো চলাচল। বিভিন্ন স্টেশনে মেট্রোর মধ্যে আটকে যান যাত্রীরা। দক্ষিণেশ্বরগামী ট্রেন ময়দানে গিয়ে খালি করে দেওয়া হয়। কবি সুভাষগামী মেট্রো গিরিশ পার্কে গিয়ে খালি হয়ে যায়। অন্যদিকে, ঘটনার জেরে তৃতীয় লাইনে বিদ্যুৎসংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। সঠিক সময়ে গন্তব্যে পৌঁছতে পারেননি অনেকেই। এদিনের ঘটনার পর গিরিশ পার্ক থেকে ময়দান পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে। সেইসময় দক্ষিণেশ্বর থেকে গিরিশ পার্ক ও ময়দান থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত মেট্রো চলাচল করে। এই বিষয়ে মেট্রোর মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক রাকেশ কুমার জানান, ‘চাঁদনি চক স্টেশনে একজন লাইনে ঝাঁপ দিয়েছেন। দক্ষিণশ্বরগামী মেট্রোর সামনে এই ঘটনা ঘটেছে। যার কারণে কিছুক্ষণের জন্য কবি সুভাষ থেকে ময়দান এবং দক্ষিণেশ্বর থেকে গিরিশ পার্কের মধ্যে মেট্রো চলাচল করে।’ এদিকে দীর্ঘক্ষণ মেট্রো পরিষেবা ব্যাহত হওয়ায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন যাত্রীরা। যাত্রীদের অভিযোগ, মেট্রোর তরফে ঘোষণা করে প্রথমে ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়ার কারণ সম্পর্কে জানানো হয়নি।

মুখ্যমন্ত্রীর বিরক্তি প্রকাশের পরই কলকাতার রাস্তায় বাড়ল বেসরকারি বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত বৃহস্পতিবার নবান্নে কলকাতায় বাসের সংখ্যা কম নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এরপরই সোমবার সকাল থেকে তৎপর হয় রাজ্য পরিবহন দফতর। পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল প্রথমে আমতলা ডিপো জোকা এবং এদিন সকালেই ঠাকুরপুকুর ৩এ-ডিপো ও সবশেষে শিলপাড়া ডিপোতে ভিজিটও করেন। কথা বলেন আমজনতার সঙ্গে।

এদিকে পরিবহণ দপ্তর সূত্রে খবর, ৫৫০ বাস দিয়ে ৩৩০০ ট্রিপ চলছিল কলকাতা শহর ও শহরতলিতে। বাস বাড়িয়ে, ট্রিপ বাড়িয়ে তা হবে ৪১৯৮টি। এদিন থেকেই রাস্তায় বেশি বাস নামছে। নিউটাউন এলাকায় বাসের ট্রিপ বাড়িয়ে ১৫৬ করা হচ্ছে। যা আগে ছিল ১০৮। বিশেষ নজর রাসবিহারী, গড়িয়াহাট, কালীঘাট, আলিপুর, এক্সাইড অঞ্চলে। এখানেই স্পেশ্যাল ট্রিপ থাকতে চলেছে ২৪টি। এই বাস বৃদ্ধির তালিকায় রয়েছে বেশ কয়েকটি রুট। যার মধ্যে পড়ছে হাতিশালা-হাওড়া ইবি-১৩ রুটও। সেখানে তিনটি বাস থেকে বেড়ে ৫টি। সাপুরজি-হাওড়া এসি ১২ ৮টি বাস থেকে বেড়ে ১২টি। উল্টোডাঙা-ইকোস্পেস এসি ৩০এস ১টি বাস থেকে বেড়ে হচ্ছে ৩টি। নিউটাউন-হাওড়া এস-১২ ১৫টি বাস থেকে বেড়ে হচ্ছে ১৮টি। হাইল্যান্ড উইলোজ-হাওড়া এস-১২ই রুটে ৬টি বাস থেকে বেড়ে হচ্ছে ৮টি। উল্টোডাঙ্গা-ইকোস্পেস এস ৩০ রুটে ১২ থেকে বেড়ে বাস হবে ১৫টি। দমদম স্টেশন-করুণাময়ী এসি ৩৮-রুটেও বাস বাড়িয়ে ৬ থেকে করা হচ্ছে ৮টি। পাশাপাশি এ পরিকল্পনাও রয়েছে যে ধাপে ধাপে আগামী কয়েক দিনে ৫১টি বাস বৃদ্ধি করে ৬৯ করা হচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তি তালুকের জন্য। একইসঙ্গে রাজ্যের পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী এও জানান, এদিনের সব রিপোর্ট জমা দেওয়া হবে পরিবহণ দপ্তরেও।

‘মৎস্যজীবীদের লাঠিপেটা করেছে বাংলাদেশ’

প্রথম পাতার পর

সতর্ক থাকার প্রস্তাব দেন মমতা।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, ওই বাংলাদেশি ট্রলারের অনেকেই অসুস্থ ছিলেন। এ দেশে তাঁদের ভাল করে চিকিৎসা করানো হয়। তাঁদের খুব যত্ন করে রাখা হয় এবং পরে ফেরত দেওয়া হয়। মমতা বলেন, ‘আমি চাই, দু’দেশই মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ থাক। কিন্তু ওদের ট্রলারটি আটকে থাকায় আমরা সম্পূর্ণ সাহায্য করলাম। অসুস্থদের চিকিৎসা করিয়ে ভাল ভাবে রাখা হয়, যাতে দেশের বা বাংলার কোনও বদনাম না হয়। আমরা পুরো সাহায্য করেছি।’

বাংলাদেশ থেকে ফেরা ৯৫ জন মৎস্যজীবীকে সোমবার ১০ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। নিজেই প্রত্যেকের হাতে সেই সহায়তা তুলে দেন। এ ছাড়াও এক মৎস্যজীবী ধরা পড়ার ভয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যু হয়। সোমবার ওই মৃত মৎস্যজীবীর পরিবারের হাতে ২ লক্ষ টাকার আর্থিক সাহায্য তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘চোখে জল এসে যাওয়ার মতো। আমরা দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র। একে অপরকে ভালবাসি। কিন্তু পরিস্থিতির শিকার হয়েছেন আমাদের মৎস্যজীবীরা।’

মুখ্যমন্ত্রী জানান, ‘জল ধরো, জল ভরো’ প্রকল্পের আওতায় পাঁচ লক্ষেরও বেশি পুকুর কাটা হয়েছে। সেখানে মাছের চারা চাষ হচ্ছে। ফলে মাছের উৎপাদন এবং মৎস্যজীবীদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে বলে গঙ্গাসাগর থেকে জানান মমতা।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৭ই জানুয়ারি, ২২শে পৌষ। মঙ্গল বার। অষ্টমী তিথি। জন্মে মীন রাশি। অষ্টোত্তরী শুক্র র মহাদশা। বিংশোত্তরী বুধের মহাদশা কাল। মৃতের একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : মধ্যম মানের দিন। দিনটা বুদ্ধিমত্তা ও সতর্কতার সঙ্গে চলতে হবে। প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদ বিতর্ক হলেও সন্ধ্যার পর শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অশুভ বিবাহের কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা, প্রবীণ নাগরিকের সম্মান প্রাপ্তি। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়।

বৃষ রাশি : শুভাশুভ মিশ্র অনুভূতি দিন। ভাবনা চিন্তা না করে, এক নারীর বুদ্ধিতে, আজকের দিনটি কাটাতে হবে, পিতা-মাতা বড় ভাই বোন, পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিকদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কাজ করতে হবে। মায়েদের নিম্নতল পেটের সমস্যা, গলব্লাডার সমস্য হবে, প্রস্টেড গ্ল্যান্ড নিয়ে যারা সমস্যায় রয়েছেন তাদের সুচিকিৎসার সম্ভাবনা। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র।

মিথুন রাশি : দিনটি বিজয় সূচক। আজ ডিস্ট্রীবিউটার বা এজেন্ট বাজারে যারা খুচরো ব্যবসায়ী তাদের লাভ প্রাপ্তি। যে কাজটা হওয়ার কথা ছিল, যদি তাড়াহুড়ো না করেন তাহলে তা হয়ে পড়বে। পরিবারে গৃহশত্রু থেকে সতর্কতা। আজকের মন্ত্র গঙ্গা মন্ত্র।

কর্কট রাশি : শুভাশুভ মিশ্র দিন। লেখক শিল্পী সাংবাদিক তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। গুপ্ত কথা কেন প্রকাশ্যে আলোচনা করছেন? ভাইদের মধ্যে, কনিষ্ঠ যে তার দ্বারা কিছু সমস্যার তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। জল ও তরল পদার্থ ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র। মন্ত্র ওম নমো শিবায়।

সিংহ রাশি : সতর্ক থাকতে হবে ভাই বন্ধু স্বজন থেকে কিছু দুশ্চিন্তা থাকবে। পরিবারে দাম্পত্য প্রেম-ভালোবাসায় তৃতীয় ব্যক্তির নাক গলানোর জন্য সমস্যা তৈরি হবে। সন্ধ্যার পর পুরাতন বান্ধব দ্বারা সমস্যা মুক্তি। মন্ত্র গণেশ দেব ভগবান।

কন্যা রাশি : যে ছলনা করছে তাকে আজ চিনতে পারবেন। পরিবারে বিবাদ বিতর্ক, বৃদ্ধি হবে। যাকে বিশ্বাস করে এগিয়েছেন তার ওপর ভরসা রাখুন, নিশ্চয়ই শুভ ফল পাবেন, প্রবীন নাগরিকদের পেট লিভার স্টমাক পীড়া দেখা দেবে। মন্ত্র মহাকালী মন্ত্র।

তুলা রাশি : পরিবারের ছোট ভ্রমণ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। আজ যে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছেন। সেখানে বিরূপ সমালোচনা হবে। ধৈর্য রাখবেন জয় আপনার নিশ্চিত। ঋণ বিষয় চিন্তা আজ দুশ্চিন্তায় পরিণত হবে। মন্ত্র গনেশ মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : প্রভাব শালী মানুষ আপনাকে স্বাগতম জানাবে। প্রেম শুভ পরিবারে বয়স্ক সদস্যের কারণে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। ব্যবসায় অস্থিরতা থাকবে। বিদ্যার্থীদের ধৈর্য ধরা উচিত প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ হবে। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

ধনু রাশি : সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি, বুদ্ধির দ্বারা ও এক মহিলার সহযোগিতায় শুভ হবে। ব্যাংকে গচ্ছিত সম্পদ থেকে আয় বৃদ্ধি। যারা বিদেশে কর্মরত তাদের শুভ সৌভাগ্য। কর্মের জন্য যারা চেষ্টা করছেন তাদের জন্য শুভ। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

মকর রাশি : আজ বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হবে। সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নারীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। যে প্রতিবেশীকে খুব ভালো ভেবে কিছু গুপ্ত কথা বলেছিলেন, আজ তার স্বরূপ ধরতে পারবেন। ছলনাময়ী নারী পুরুষ থেকে দূরে থাকুন। মন্ত্র শনিমন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : কেন আপনার বিরুদ্ধাচারণ করবে তা ভাবা উচিত। তার থেকে সতর্ক থাকা ভালো। সংকল্প গোপন করুন। ন বিষয়ে দুশ্চিন্তা। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন। কর্ম প্রার্থীর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি হবে। মন্ত্র। শনি মন্ত্র।

মীন রাশি : বিবাদ তর্ক আজ মিটে যাবে পরিবারে খুশির বাতা বরণ। যে বন্ধুর অপেক্ষায় ছিলেন আজ তার দ্বারা কোন উপকার সাধিত হবে। তবে ন বিষয়ে দুশ্চিন্তা। যারা কর্মের আবেদন করছেন তাদের জন্য আজ অত্যন্ত শুভ।

বিজ্ঞপ্তি

এদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রীমতী সোনালী দাস, স্বামী শ্রী শ্যামল দাস, সাং বাঁশদ্রোনী দীনেশ নগর, পোঃ বাঁশদ্রোনী, থানা রিজেন্টপার্ক, কলকাতা -৭০০০৭০, কলকাতা কর্পোরেশনের ১১৩ নং ওয়ার্ড ভুক্ত ১ (এক) কাঠা ১৩ (তের) ছটাক ৬ (ছয়) স্কোয়ার ফিট জমি তাহার নাম বরাবর নথীভুক্ত করিয়াছেন। যাহার মৌজা বাঁশদ্রোনী, জে.এল নং ৪৫, রেঃ সাঃ নং ৩৮১, খাতিয়ান নং ৩৯৬ এবং দাগ নং ১০৩২। ইহাতে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে প্রমান সহ যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় কোন আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

সোনালী দাস বাঁশদ্রোনী, দীনেশ নগর, পোঃ- বাঁশদ্রোনী, থানা-রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা- ৭০০০৭০, মো.নং-৯৩৩০২৯৩৪৯৭

সফিক আলি মিদ্দে, এ্যাডভোকেট
আলিপুর জাজেস কোর্ট,
কলকাতা-৭০০০২৭,
মো.নং-৮৯৮১২০১৭২১

বিজ্ঞপ্তি

জেলা-হুগলী,
মোকাম চন্দননগর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং-৯১/ ২০২৩ (সাকসেশান)

দরখাস্তকারিণী ঃ- শ্রীমতী অনীসা কুমারী ওরফে রানী গোস্বামী, স্বামী-মৃত সুনীল কুমার গোস্বামী ওরফে সুনীল গোস্বামী, দরখাস্তকারিণী নিজের পক্ষে এবং দুইটি নাবালক পুত্র যাহারা ১। নাবালক কৃষ গোস্বামী, ২। নাবালক ভিভান গোস্বামী উভয়ের পিতা- মৃত সুনীল কুমার গোস্বামী ওরফে সুনীল গোস্বামী এর পক্ষে বা তরফে দরখাস্তকারিনী (শ্রীমতী অনীসা কুমারী ওরফে রানী গোস্বামী) সকলের সাং-৫/ ৪৩২ আর বি এস রোড, চাঁপদানী, পোঃ- বৈদ্যবাটী, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২২২২।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত দরখাস্তকারিণীর স্বামী মৃত সুনীল কুমার গোস্বামী ওরফে সুনীল গোস্বামী, পিতা-গজেন্দ্র গোস্বামী, সাং-৫/৪৩২ আর বি এস রোড, চাঁপদানী, পোঃ- বৈদ্যবাটী, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২২২২ ঠিকানায় বিগত ইংরাজি ১৩/১২/২০২১ তারিখে পরলোক গমন করিয়াছেন। ডালহৌসি জুট কোম্পানী এ্যাট জি টি রোড, চাঁপদানী, পোঃ- বৈদ্যবাটী, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২২২২ কর্তৃক উক্ত দরখাস্তকারিনীর স্বামীর জীবদ্দশায় তাঁহার ত্যক্ত উক্ত জুটমিলের পি.এফ. বাবদ প্রায় ২০,৩৩০/- (কুড়ি হাজার তিন শত ত্রিশ) টাকা এবং গ্র্যাচুইটি বাবদ প্রায় ১২,৬৯২/- (বারো হাজার ছয়শত বিরানব্বই) টাকা সর্বমোট বাবদ প্রায় ৩৩,০২২/- (তেত্রিশ হাজার বাইশ) টাকা গচ্ছিত রহিয়াছে। যাহার টোকেন নং- ৭২৪ হইতেছে। তাহা সুদ সহ পাইবার জন্য উক্ত দরখাস্তকারিনী অত্র আদালতে সাকসেশান সার্টিফিকেট গ্রহণ করিবার মর্মে দরখাস্ত করিয়াছেন। ইহাতে কাহারোও কোনও আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে অত্র আদালতে হাজির হইয়া জানাইবেনয নচেৎ একতরফা শুনানি হইবে।

আদালতের আদেশানুসারে
দেও কুমার প্রসাদ — সৌমেন ঘোষাল
এ্যাডভোকেট — সেরেস্তাদার
চন্দননগর আদালত — ০৪/১২/২০২৪

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

PUBLIC NOTICE

The general public is hereby informed that my client namely PPP Real Estate Private Limited, a company within the meaning of the Companies Act, 2013 having its registered office at 13, Satya Narayan Temple Road, Howrah – 711 106 are intending to purchase the schedule property mentioned herein below from its owner viz., (1) Mr. Suresh Kumar Agarwal, son of Late Lakshmi Narayan Birhiwala residing at A009, BM Gloreietta, Nallurahalli, Borewell Road, Bangalore North, Karnataka – 560 066, (2) Mr. Pramod Kumar Agarwal, son of Late Nand Kishore Agarwal, residing at 13, Ground Floor, Samiyappa, First Street, Thirunagar Colony, Erode, Karungalpalayam, Tamil Nadu - 638 003, (3) Mr. Anoj Kumar Agarwal, son of Late Mahabir Prasad Agarwal, residing at 21, Khetra Mitra Lane, P.O. Salkia, P.S. Golabari, Howrah – 711 106, (4) Mr. Anurag Kumar Agarwal, son of Late Mahabir Prasad Agarwal, residing at 14, Watkins lane, B Block, 5th Floor, Howrah – 711 102, (5) Mr. Arun Kumar Agarwal, son of Late Mahabir Prasad Agarwal, residing at Or No – EM/41, Basanty Colony, Rourkela, Sundergarh, Orissa – 769 001, (6) Mr. Anil Kumar Agarwal, son of Late Mahabir Prasad Agarwal, residing at Or No – EM/41, Basanty Colony, Rourkela, Subdargarh, orissa – 769 001, (7) Mr. Arbind Kumar Agarwal, son of Late Mahabir Prasad Agarwal, residing at Or No – EM/41, Basanty Colony Rourkela, Subdergarh, Orissa – 769 001, (8) Mr. Rakesh Agarwal, son of Late Mahabir Prasad Agarwal, residing at A-401, Sejal Apartment, Opp. Corner Point, City Light, Surat City, SVR College, Surat, Gujarat – 395 007, (9) Mr. Ayush Mittal, son of Shanesh Kumar Mittal, residing at 52, Sashi Bushan Sarkar Lane, Golabari, Howrah, Bally Jagachha, Salkia, Howrah – 711 106, (10) Mr. Dhanesh Kumar Mittal, son of Mangeram Mittal, residing at 52, Sashi Bushan Sarkar Lane, Golabari, Howrah, Bally Jagachha, Salkia, Howrah – 711 1065, (11) Mrs. Sneha Mittal, daughter of Dhanesh Kumar Mittal, residing at 52, Sashi Bushan Sarkar Lane, Golabari, Howrah, Bally, Jagachha, Salkia, Howrah – 711 106.

If anybody is having any objection, claim, interest, dispute for the above intended sale transaction, he/she/they may contact the undersigned with the documentary proof substantiating his/her/their objections/claims/details of dispute/s within Fourteen (14) days from the date of this publication, failing which, my clients will proceed to complete the sale transaction with the above owner as if there are no third party claims/objections/disputes in respect of the Schedule Property and thereafter no claims/objections/disputes will be entertained.

SCHEDULE OF PROPERTY

All That Piece and Parcel of lans ad-measuring about 4 cottahs 20 sq.ft., comprised in L.R. Dag No. 24 and about 4 cottahs 15 sq. ft., comprised in L.R. Dag No. 25, total measuring about 8 cottahs and 35 sq. ft., along with 20 years old structure standing thereon measuring about 400 sq. ft., having cemented flooring, lying and situated at Holding No. 24 & 25, Salkia School Road, P.O. Salkia, Mouza – Golabari, P.S. – Golabari, District – Howrah, Pin – 711 106 and the said property is butted and bounded as under:

On the North: By premises no.26 and partly by premises no. 26/1, Salkia School Road.
On the South: By common passage leading to 21, Salkia School Road.
On the East: Partly by premises no.26 and partly by premises no. 26/1, Salkia School Road.
On the West: Howrah Road also known as Salkia School Road.

Sd/- Tamoghna Saha, Advocate
9, Old Post Office Street, 6th Floor, Kolkata: 700001
Contact: +91 9437705586, +91 8240661912

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা, ৭ জানুয়ারি ২০২৫, ২১ পৌষ, মঙ্গলবার

প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতিতে পার্থর বিরুদ্ধে হল চার্জগঠন

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও হল চার্জ গঠন। তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের তালিকা তুলে ধরে বিচারপতি প্রশ্ন করতেই, পুরোটাতে 'কাল্পনিক' বলে উড়িয়ে দেন পার্থ। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, চার্জ গঠনে পার্থর বিরুদ্ধে যে যে অভিযোগ উঠেছে তা হল তিনি তাঁর পরিবারের নামে থাকা সংস্থার ঠিকানা থেকে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছে। এর পাশাপাশি পার্থ ডামি সংস্থা তৈরি করেছেন দুর্নীতির টাকা সরানোর জন্য। একইসঙ্গে প্রভাব খাটিয়ে ভুয়ো ডাইরেক্টর নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়াও সংস্থাগুলির মাধ্যমে অনেক সম্পত্তি কেনা হয়। শুধু তাই নয়, অপরাধমূলক কাজের মাধ্যমে অনেক টাকা কামিয়েছেন পার্থ। এছাড়াও ডামি ডিরেক্টরদের পার্থ নির্দেশ দিয়েছিলেন অর্পিতার নির্দেশে কাজ করতে।

একাধিক সংস্থা তৈরি করেছিলেন বেনামে। তবে সংস্থাগুলির প্রত্যেকদিনের কাজ দেখতেন তিনি পার্থ নিজেই। এই চার্জশিটেই রয়েছে যে, 'অপা ইউটিলিটি সার্ভিস' সংস্থা যৌথভাবে তৈরি হয়। এরই পাশাপাশি পার্থ অগ্রিম যে টাকা দিয়েছিলেন নির্মাণ সংস্থায় ফ্ল্যাট কেনার জন্য তা আদৌ বুকিং হয়নি। কিন্তু টাকা সেইসব সংস্থার অ্যাকাউন্টে রয়ে গিয়েছে। সর্বোপরি টাকার বিনিময়ে চাকরি দিয়ে আর্থিক লেনদেনে যুক্ত পার্থ। এইসব অভিযোগ শোনার পর পার্থ এও বলেন, 'চার্জ গঠন করার নামে ম্যালাইন করা হচ্ছে। আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ ছাড়া চার্জ গঠন করা হচ্ছে।' এ কথা শুনেই বিচারক বলেন, 'আপনি যা বলছেন, তা তো আদালত অবমাননার সামিল। আপনি কীভাবে ভাবলেন যে প্রমাণ ছাড়া আদালত চার্জ গঠন করল? এমন ভাবার কোনও কারণ নেই।' সব শেষে পার্থ বলেন, 'আপনার উপর আস্থা রয়েছে।'

একইসঙ্গে চার্জ গঠনের তালিকায় রয়েছেন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যও। কোন কোন ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত তিনি, কীসের টাকা তাঁর পকেটে ঢুকেছে, সেই সব এদিন উল্লেখ করেন বিশেষ ইডি আদালতের বিচারক শুভেন্দু সাহা। এদিন বিচারক বলেন, প্রাথমিক বোর্ডের প্রধান হিসেবে দায়িত্বে থেকে তিনি কোটি কোটি টাকা কমিয়েছেন। একইসঙ্গে অন্যদের সঙ্গে নিয়ে ষড়যন্ত্রও করেছেন। উচ্চপদে থেকে চাকরি দিয়েছেন অবৈধভাবে। এর পাশাপাশি তাঁর সংযোজন, প্রাথমিক বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হিসেবে পদের অপব্যবহার করেছেন। তাপস মণ্ডলের সঙ্গে যুক্ত থেকে অবৈধভাবে চাকরি দিয়েছেন মোটা টাকার বিনিময়ে। কোভিডের সময়ে অনলাইন ক্লাসের নামে টাকা নেওয়া হয়েছে। টাকা গিয়েছে তাঁর ছেলের সংস্থায়। মানিকের স্ত্রীয়ের অ্যাকাউন্টেও গিয়েছে মোটা অঙ্কের টাকা। সঙ্গে বিচারক এও জানান, 'সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র আপনার সঙ্গে রোজ মোবাইলে যোগাযোগ রাখতেন। আপনার অফিসে যেতেন। চাকরি প্রার্থীদের নামের তালিকা দিতেন। আপনি আপনার পদের অপব্যবহার করে মানি লন্ডারিং করেছেন।'

পশ্চিমবঙ্গের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ জাতীয় নির্বাচন কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। রাজ্যে এখন মোট ভোটারের সংখ্যা ৭ কোটি ৬৩ লক্ষ ৯৬ হাজার ১৬৫। পুরুষ ভোটার ও মহিলা ভোটারের সংখ্যা প্রায় কাছাকাছি। রাজনৈতিক দলগুলির অভিযোগের ভিত্তিতে ২০২৫ সালের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে অনেকের নাম বাদ গিয়েছে বলেও জানানো হয়েছে নির্বাচন কমিশনের তরফে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, চূড়ান্ত তালিকা তৈরির সময় ভুয়ো ভোটারের উপর বাড়তি নজর রেখেছিল কমিশন। প্রসঙ্গত, নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, খসড়া তালিকায় ভোটারের সংখ্যা ছিল ৭ কোটি ৬০ লক্ষ ১৪ হাজার ৭১৬। সেই সংখ্যাই চূড়ান্ত তালিকায় বেড়ে হয়েছে ৭ কোটি ৬৩ লক্ষ ৯৬ হাজার ১৬৫। কমিশন জানিয়েছে, চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ৩ কোটি ৮৭ লক্ষ ৯৩ হাজার ৭৪৩। খসড়ায় সেই সংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৮৬ লক্ষ ১৪ হাজার ৩। পশ্চিমবঙ্গে ভোটারদের যে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, সেখানে মহিলা ভোটারের সংখ্যা ৩ কোটি ৭৬ লক্ষ ৬১১। খসড়ায় ছিল ৩ কোটি ৭৩ লক্ষ ৯৮ হাজার ৯২৭ জন। চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার সংখ্যা ১,৮১১। খসড়ায় সেই সংখ্যা ছিল ১,৭৮৬।

এর পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নতুন সংযোজন হয়েছে ১০ লক্ষ ৭৮ হাজার ১১৯ জনের নাম। চূড়ান্ত তালিকায় বিয়োজন হয়েছে ৬ লক্ষ ৯৬ হাজার ৬৭০ জনের নাম। তার মধ্যে মৃতের সংখ্যা ৪ লক্ষ ৯০২। একই ব্যক্তির নাম তালিকায় একাধিকবার রয়েছে, এমন সংখ্যা ৯ হাজার ১৩০। কমিশন জানিয়েছে, স্থান পরিবর্তন করেছেন ২ লক্ষ ৮৬ হাজার ৬৩৮ জন ভোটার। কমিশন এও জানিয়েছে, চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় লিঙ্গ অনুপাতের কোনও পরিবর্তন হয়নি। চূড়ান্ত তালিকায় লিঙ্গ অনুপাত ৯৬৯। খসড়াতেও সংখ্যা একই ছিল। ১৮-১৯ বছরের ভোটারের হার খসড়া তালিকায় ছিল ০.৯৬ শতাংশ। চূড়ান্ত তালিকায় সেটা বেড়ে হয়েছে ১.৭৪ শতাংশ। তবে এবার ভুয়ো ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার দিকে বাড়তি নজর দিয়েছিল কমিশন। রাজনৈতিক দলগুলির অভিযোগের পর এবার ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ গেল সাত লক্ষ জনের। নতুন ভোটারের সংখ্যা দশ লক্ষের বেশি। এদিকে কমিশনের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পরও আপডেট কর্মসূচি চালু থাকবে।

কেন্দ্রের রিপোর্টে শঙ্কা, ড্রপ আউটের সংখ্যা বাড়ছে বঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রের রিপোর্টে এক হতশ্রী শিক্ষার ছবি এবার ধরা পড়ল বাংলার। নবম, দশম শ্রেণিতে এক লাফে ড্রপ আউটের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২ শতাংশের বেশি। বাংলার থেকে কম ড্রপ আউট উত্তর প্রদেশ, রাজস্থানেও। রাজ্যে ৬ হাজারেরও বেশি স্কুল চলছে, মাত্র এক জন শিক্ষকের ভরসায়। বন্ধ হওয়ার মুখে সাড়ে হাজারেরও বেশি স্কুল। কারণ ওই স্কুলগুলোতে কোনও এনরোলমেন্ট নেই। শুধু তাই নয়, সম্প্রতি রাজ্য সর্বশিক্ষা মিশনের রিপোর্ট দেখা যাচ্ছে, তফসিলি জাতি ও জনজাতির ক্ষেত্রে স্কুলছুট বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে। তার উপরে মাধ্যমিক স্তরে রাজ্যের প্রায় সব স্কুলে কমবেশি এই চিত্র ফুটে ওঠায় চিন্তায় সরকার।

এই প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞদের ব্যাখ্যা, ১২ শতাংশ ড্রপ আউট মানে যদি ১০০ জন পড়ুয়া নবম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণিতে ওঠার কথা থাকে, সেখানে ক্লাস করছে ৮৮ জন। ১২ জন পড়ুয়া শিক্ষাব্যবস্থা থেকে ছিটকে যাচ্ছে। তাহলে তারা যাচ্ছে কোথায় প্রশ্ন উঠেছে তা নিয়েও। এই প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যারা স্কুল ছাড়ছে, সকলেই কাজের তাগিদে শিশু শ্রমিক হয়ে যাচ্ছে। কেউ বা পাড়ি দিচ্ছে ভিন রাজ্যে। এই প্রবণতার কারণ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা অবশ্য জানাচ্ছেন, অষ্টম শ্রেণির পর্যন্ত পাশ-ফেল নেই। একজন পড়ুয়া যখনই শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে ঢোকে, ক্লাস এইট পর্যন্ত উত্তীর্ণ হয়ে চলে যাবে। এদিকে নবম শ্রেণি থেকে উঠে যাচ্ছে মিড ডে মিল। পড়াশোনার জন্য বাড়ি থেকেও একটা মোটামুটি অঙ্কের খরচও হয়। এদিকে নবম-দশমে ড্রপ আউটের এই ভয়ানক হার সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নবম-দশম শ্রেণিতে মিড ডে মিল দেওয়া হয় না, এটা ঠিক। কিন্তু ট্যাবের টাকা দেওয়া হয়, সবুজ সাথীর সাইকেল দেওয়া হয়। শিক্ষক নিয়োগ না হলে সমস্যা বাড়ছে স্কুলগুলোতে। যেখানে প্রতি বছর শিক্ষক নিয়োগ হত, সেটাই ফিরিয়ে আনতে হবে বলে বিশেষজ্ঞরা বলছেন। বিশেষজ্ঞরা এ প্রশ্নও তুলেছেন, স্কুলে যদি শিক্ষকই না থাকে, তাহলে পড়ুয়ারা কেন যাবে তা নিয়েও।

এই প্রসঙ্গে এও বলতে হয়, করোনার পর সরকারি স্কুলগুলিতে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছিল স্কুলছুটের সংখ্যা। যার প্রভাব পড়ে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সংখ্যাতেও। স্কুলছুট কমাতে শিক্ষা দপ্তরের ভূমিকা নিয়ে এই সময় প্রশ্ন তুলেছে শিক্ষক সংগঠনগুলির একাংশ। প্রাথমিকভাবে স্কুল মনে করছে, সপ্তম শ্রেণিতে স্কুলছুটের হার ২-৩ শতাংশ। নবম থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত সেই সংখ্যা আরও বেড়ে যাচ্ছে। তা কোনওভাবেই নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। এই প্রসঙ্গে প্রধান শিক্ষক সংগঠনের সভাপতি চন্দন মাইতি জানান, 'আমরা দেখেছি, এই মুহূর্তে সারা বিশ্বে ২.৫ মিলিয়ন ড্রপ আউট রয়েছে। আমাদের দেশে মধ্যপ্রদেশ-সহ বিভিন্ন রাজ্যে স্কুল বন্ধ হচ্ছে। আমাদের রাজ্য ব্যতিক্রমী ছিল, কিন্তু এবার তাতেও ঢুকে গিয়েছে। কেন্দ্র দেখছে ১২ শতাংশ ড্রপ আউট, কিন্তু আমরা দেখছি, তার থেকেও বেশি ড্রপ আউট হয়। মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড নেওয়ার পরও পরীক্ষা দেয় না।

প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় চার্জগঠন, দোষ মানতে নারাজ সুজয়কৃষ্ণ

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় প্রথম হল চার্জ গঠন। সোমবার সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন দিয়েই সোমবার শুরু হয় সেই প্রক্রিয়া। সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র অসুস্থ থাকায় এর আগে বারবার পিছিয়ে গিয়েছে নিয়োগ মামলার চার্জ গঠন প্রক্রিয়া। সূত্রে খবর, এদিন আদালতে হাসপাতাল থেকে ভার্চুয়ালি হাজির ছিলেন তিনি।

আদালত সূত্রে খবর, এদিন বিচারক সুজয়কৃষ্ণকে প্রশ্ন করেন, কেমন আছেন তিনি। সঙ্গে এও জানতে চান সচেতন আছেন কি না তাও। উত্তরে সুজয়কৃষ্ণ জানান, তিনি বুঝতে পারছেন সবকিছুই। বিচারক আবারও ববলেন, 'আপনি কোর্টে এসে যে জজকে দেখেছেন, সেই জজ বলছি। এবার চিনতে পারছেন তো?' সে উত্তরে সম্মতি জানান সুজয়কৃষ্ণ। এরপরই বিচারক সুজয়কৃষ্ণকে বলেন, সুজয়কৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি বড়সড় দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই কাজটা করার জন্য মানিক ভট্টাচার্য, পার্থ, কুন্তল ঘোষদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বেআইনিভাবে চাকরিও পাইয়ে দিয়েছিলেন। একইসঙ্গে লিপস্ অ্যান্ড বাউন্ডসের বড় কর্মকর্তা ছিলেন। দুর্নীতির টাকা থেকে আয় লুকিয়ে রাখার কাজ করেছেন তিনি। সঙ্গে বিচারক এও জানান, 'আমার মনে হয়েছে আপনি বেআইনিভাবে রোজগারের কাজে যুক্ত ছিলেন। তাই আপনার বিরুদ্ধে পিএমএলএ আইনের ৪ নম্বর ধারায় চার্জ গঠন করা হচ্ছে।' এরই প্রেক্ষিতে সুজয়কৃষ্ণ বলেন, 'আমি টাকা নিয়েছি, কে বলল?' বিচারক বলেন, 'এজেন্সির তথ্যপ্রমাণ রয়েছে। আপনি কি দোষী?' এবারও 'কাকু' বলেন, 'আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ স্যার।' অসুস্থ হলেও দোষ কোনও অবস্থাতেই স্বীকার করেননি সুজয়কৃষ্ণ।

পাসপোর্ট জালিয়াতিকাণ্ডে জড়াল আরও চার পুলিশকর্মীর নাম

নিজস্ব প্রতিবেদন: পাসপোর্ট জালিয়াতিকাণ্ডে ইতিমধ্যেই ধরা পড়েছেন এক প্রাক্তন পুলিশকর্মী। এবার তদন্তকারীদের আতসকাচের তলায় কলকাতা পুলিশের আরও চার কর্মী। এতেই প্রশ্ন উঠেছে, পাসপোর্টকাণ্ডে সর্ষের মধ্যেই ভূত লুকিয়ে কি না। তবে এবার তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। এই চারজনের কাছ থেকে গোটা চক্রের আরও তথ্য পাওয়া যেতে পারে বলে তদন্তকারীরা মনে করছেন।লালবাজার সূত্রে খবর, পাসপোর্ট জালিয়াতিকাণ্ডে স্পেশ্যাল ইনভেস্টিগেশন টিমের আধিকারিকদের নজরে কলকাতা পুলিশের দুই আধিকারিক, এক কনস্টেবল এবং এক হোমগার্ড। দুই আধিকারিকের একজন থানায় কর্মরত, অন্যজন সিকিউরিটি কন্ট্রোল অফিসে কর্মরত। পুলিশ কনস্টেবলটি সিকিউরিটি কন্ট্রোল অফিসে কর্মরত। লালবাজার সূত্রে এ খবরও মিলছে, এই চারজনকে আপাতত বর্তমান দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। তাঁদের ভূমিকা খতিয়ে দেখছেন সিটের তদন্তকারীরা। তাঁদের ইঙ্গিত, এই চারজনের কাছ থেকে গোটা চক্রের আরও নতুন সূত্র পাওয়া যেতে পারে। দিন দুয়েক আগেই পাসপোর্ট জালিয়াতি কাণ্ডে এক প্রাক্তন পুলিশকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতের নাম আবদুল হাই। কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন সাব ইন্সপেক্টর তিনি। কলকাতা পুলিশের সিকিউরিটি কন্ট্রোলের অফিসেও কাজ করেছেন। সবমিলিয়ে পাসপোর্ট জালিয়াতিকাণ্ডে এখনও ৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পরিবহণ দপ্তরের গাফিলতিতেই মানুষের দুর্ভোগ, দাবি বেসরকারি বাস মালিকদের

শুভাশিস বিশ্বাস

শনি আর বরিবার ছুটির দিন ছিল কলকাতাবাসীর কাছে। এদিকে শীতের মরসুম। ফলে এই ছুটির দিনে অনেকেই ঘুরতেও বেরিয়েছিলেন শীতের দুপুর চুটিয়ে উপভোগ করবেন বলে। তবে এই দু'দিনের স্মৃতি মোটেই সুখকর নয় বলেই জানাচ্ছেন কলকাতাবাসীর একটা বড় অংশ। কারণ, কলকাতা পরিবহণের লাইফ-লাইন যে বেসরকারি বাস, তা অমিল ছিল কলকাতার রাস্তায়। ফলে পরিবার নিয়ে বের হওয়ার আনন্দ অনেকটাই মাটি হয়েছে। প্রচণ্ড ভিড়ে কষ্ট পেয়েছে কচিকাচারা।

এই প্রসঙ্গে অনেকেই বলতে পারেন, এই মুহূর্তে মেট্রোকে কলকাতার পরিবহনের লাইফলাইন বলে মনে করা হচ্ছে। সেই মেট্রোকেই তো ব্যবহার করতে পারতেন কলকাতাবাসী। সঙ্গে রয়েছে সরকারি বাসও। হ্যাঁ, কথাটা মোটেই ভুল নয় যে কলকাতায় পরিবহণের ক্ষেত্রে একটা বিরাট দায়িত্ব সামলায় এই মেট্রো। এদিকে শনি আর রবিবারে যাঁরা বেরিয়েছিলেন রাস্তায় তাঁদের বেশির ভাগেরই ডেস্টিনেশন ছিল চিড়িয়াখানা, ভিক্টোরিয়া, জাদুঘর, বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম, সায়েন্স সিটি, নিকো পার্ক থেকে ইকো পার্ক। একটু খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে এই তালিকায় জাদুঘর, ভিক্টোরিয়া আর বিড়লা তারামণ্ডল ছাড়া আর কোনও দ্রষ্টব্য স্থানে যেতে ব্যবহার করা যাবে না মেট্রো। এদিকে এই ছুটির দিনে ঢল নামে চিড়িয়াখানায়। সেখানে পৌঁছাতে হলে সব থেকে কাছের মেট্রো স্টেশন রবীন্দ্র সদন। এরপরও পড়ে থাকে বেশ বড় একটা দূরত্ব। এই দূরত্ব আমজনতা অতিক্রম করে বেসরকারি বাসের হাত ধরেই। সায়েন্স সিটি, ইকো পার্কে যাওয়ার-ই বা মেট্রো কোথায়? ফলে ভরসা সেই বেসরকারি বাসই। এরফলে পথে নেমে এই দু'দিন বেসরকারি বাসমালিকদের ওপর ক্ষোভ উগরে দিতে দেখা গেছে শহরবাসীকে। তবে বেসরকারি বাস সংগঠন জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডেকেটের সম্পাদক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য বলছেন অন্য কথা। তিনি স্পষ্ট জানান, 'সাধারণ মানুষের এই দুর্ভোগের জন্য দায়ী আমাদের রাজ্য সরকার। রাজ্য সরকার আর তার প্রশাসন যদি একটু সতর্ক হতো তাহলে এমন সমস্যায় পড়তে হয় না কলকাতাবাসীকে। কলকাতার বিভিন্ন গ্যারেজে পড়ে রয়েছে প্রায় সাতশোর কাছাকাছি বেসরকারি বাস। কারণ, গত ২০০৯-এর ৩১ জুলাই জাতীয় পরিবেশ আদালত এক নির্দেশ জারি করে, যেখানে বলা হয় ১৫ বছরের পার হয়ে যাওয়ার পর কোনও বেসরকারি বাণিজ্যিক যান চালানো যাবে না কলকাতায়। তবে এই ১৫ বছরের মধ্যে কলকাতায় থাবা বসায় করোনা মহামারি। সেটা ২০২০ সাল। তখন থেকে রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা মেনে লকডাউন এবং নানা ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করায় বহু বাস রাস্তায় নামতে পারেনি। প্রায় দু'বছর এমনই এক অবস্থা চলার পর ২০২২ থেকে ধীরে ধীরে ছন্দে ফেরে কলকাতা। রাস্তায় নামে বেসরকারি বাসও। এরপরই ২০২৪-এ জারি হয় পরিবহণ সংক্রান্ত ২০০৯ সালের সেই নির্দেশিকা। ফলে ২০২৪-এর মাঝামাঝি থেকে রাস্তায় ধীরে ধীরে কমতে থাকে বাস।' এদিকে বেসরকারি বাস সংগঠনের মালিকেরা রাজ্য সরকারের কাছে আর্জি জানান, এই নির্দেশিকায় দেওয়া হোক ছাড়। কারণ, একটি বাসের আয়ু যেখানে ১৫ বছর বলে ধার্য করা হয়েছে তার মধ্যে পাক্কা দু'টি বছর রাস্তায় চলেনি বেশির ভাগ বেসরকারি বাস। তবে এ ব্যাপারে সরকারের কাছ থেকে কোনও ধরনের উত্তর না পাওয়ায় উপায় না পেয়ে জাতীয় পরিবেশ আদালতের নির্দেশের পর কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন বাস মালিকরা। তাঁরা আদলতে যে আর্জি জানান তার সারমর্ম, পুরনো বাসের পারমিট নবীকরণ করার ক্ষেত্রে সেটির স্বাস্থ্যের খুঁটিনাটি বিষয় খতিয়ে দেখুক সরকার। একইসঙ্গে বাস ও অন্যান্য গাড়ির আয়ু নিয়ে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রকের সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণ এবং প্রস্তাবিত নতুন আইনের খসড়ার প্রসঙ্গও উল্লেখ করেন বাসমালিকেরা। ওই খসড়ায় সব রকম গাড়ির বিপুল মূল্য বৃদ্ধি এবং আধুনিক প্রযুক্তির কথা মাথায় রেখে সেগুলির গড় আয়ু বাড়িয়ে ২০ বছর করার কথাও বলা হয়। এরপরই কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হওয়া মামলায় বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায় রাজ্যের মুখ্যসচিবকে আগামী ৪ সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যের জারি করা বিজ্ঞপ্তি পুনর্বিবেচনা করার নির্দেশ দেন। একইসঙ্গে রাজ্যের পরিবহণ দপ্তরের মুখ্য সচিবকে নির্দেশ দেওয়া হয়, আগামী ৪ সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যের জারি করা বিজ্ঞপ্তি পুনর্বিবেচনা করার। কিন্তু সেই নির্দেশিকা আজও জারি করা হয়নি বলেই জানান জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের সম্পাদক। এই নির্দেশিকা জারি হয়ে গেলে যে বাসগুলো বিভিন্ন গ্যারেজে রয়েছে তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে রাস্তায় নামানো যেতেই পারতো। তাতে এমন দুর্ভোগে পড়তে হত না শহরবাসীকে।

এদিকে আবার গত বৃহস্পতিবার নবান্নে প্রশাসনিক সভায় গণপরিবহণের হাল নিয়ে 'সাইলেন্ট ডিপার্টমেন্ট' বলে উষ্মা প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধায়। প্রশ্নের মুখে পড়েন পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীও। মুখ্যমন্ত্রীর সেই বার্তার পরে সোমবার পরিবহণ সচিবকে নিয়ে কলকাতার গণ পরিবহণের হাল, হকিকৎ দেখতে পথেও নামেন পরিবহণ মন্ত্রী। কিন্তু তাতে বাস, মিনিবাসের সংখ্যা বাড়বে কিনা বা সাধারণ মানুষের সমস্যা মিটবে কি না, সে প্রশ্ন থাকছেই। তবে মুখ্যমন্ত্রীর এই পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানিয়েছেন বেসরকারি বাস সংগঠনের মালিকেরা। একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর এই পদক্ষেপে গণ পরিবহণের নিকষ আঁধারে এবার তাঁরা এক আশার আলোও যেন দেখতে পাচ্ছেন। তাঁদের একটাই কথা, মুখ্যমন্ত্রীর নজর যখন পড়েছে তখন দ্রুত এই সমস্যার সমাধান হবেই। বাঁচবে বেসরকারি বাস শিল্প, বাঁচবে কলকাতাবাসী।

রিভার সাইড রোডে নয়া ফেরি চকের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ব্যারাকপুর ধোবি ঘাট সংলগ্ন রিভার সাইড রোডে নয়া ফেরি চকের উদ্বোধন করলেন ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার জ্যোতি কাপুর। সোমবার বেলায় ফেরি চকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন স্থানীয় স্কুলের ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষক শিক্ষিকারা। ফেরি চক উদ্বোধন করে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সিইও জ্যোতি কাপুর বলেন, 'ব্যারাকপুর একটা ঐতিহাসিক শহর। সেই শহরকে ঘিরে রয়েছে অনেক অজানা স্মৃতি ও তথ্য। ফেরিঘাট দিয়ে পারাপার করা মানুষজন যাতে প্রাচীন শহরের অজানা ইতিহাস জানতে পারেন, সেদিকে নজর রেখেই এই ফেরি চকটি প্রতিস্থাপন করা হল। প্রসঙ্গত, এলাকাটি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের অধীনস্থ হওয়ায় ধোবি ঘাটে নতুন জেটি তৈরির কাজ অসমাপ্ত হয়ে পড়ে রয়েছে। এপ্রসঙ্গে উক্ত বোর্ডের সিইও জ্যোতি কাপুর বলেন, 'রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা চলছে। আশা করছি, খুব শীঘ্রই জেটি সংক্রান্ত সমস্যা মিটে যাবে।'

কলকাতায় অগ্নিকাণ্ডে মৃত বৃদ্ধা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রবিবার রাত ১টা। ৭/৩ কালীতলা রোড ঠিকানার দোতলা বাড়িতে ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড। বাড়ির মধ্যেই ঝলসে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম বেবি মণ্ডল (৬৫)। আহত হয়েছে দুই শিশুও।

এই ঘটনায় প্রতিবেশীরা জানান, ওই বৃদ্ধার বউমার চিৎকার শুনেই তাঁরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে দেখেন বাড়িটি জ্বলছে। প্রাথমিকভাবে প্রতিবেশিরা বাড়ি থেকে জল এনে সেই আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। বাড়ির ভিতরে আটকে পড়েন বেবি নামে ওই বৃদ্ধা। তবে আগুন এতোটাই বীভৎস আকার ধারণ করে যে আশপাশের প্রতিবেশিরা জল দিয়েও সে আগুন নিয়ন্ত্রণেও আনতে পারেননি। এদিকে খবর দেওয়া হয় দমকলেও। দুটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। কিন্তু আগুনের ভয়াবহতার কারণে প্রথমে সমস্যার মুখে পড়েন দমকলের কর্মীরা। এরপর আগুন কিছুটা নিয়ন্ত্রণ এলে দমকল কর্মীরা যখন বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করেন, তখন ওই বৃদ্ধাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। প্রায় ঘণ্টাখানেক পর ঘরের একটি কোণে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায় ওই বৃদ্ধাকে। হাসপাতাল নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতা বৃদ্ধার পারিবারিক সূত্রে খবর, ওই বৃদ্ধার ছেলে দুর্গাপুরে কর্মরত। মায়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে সোমবার সকালেই তিনি চলে আসেন। বৃদ্ধার পুত্রবধূ এবং নাতিকে প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়েছে। প্রতিবেশীদের অভিযোগ, দমকল এলেও ইঞ্জিন প্রথম এদিকে সঠিকভাবে কাজ করছিল না।। অনেকক্ষণ পর ইঞ্জিন চালু হয়। তবে কী কারণে আগুন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। দমকল আধিকারিকরা বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন।

সম্পাদকীয়

শুধুমাত্র পাশ-ফেল প্রথা তুলে দিয়ে স্কুলছুটের প্রবণতা ঠেকানো যায় না

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছে আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে পঞ্চম এবং অষ্টম শ্রেণিতে পাশ-ফেল প্রথা ফিরে আসার। বলা হয়েছে, কোনও পড়ুয়া পঞ্চম বা অষ্টম শ্রেণিতে অকৃতকার্য হলে সে দু'মাস পরে ফের পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাবে। এই সময়কালে তার উন্নতির প্রতি বিশেষ নজর দেবেন শিক্ষকরা। তার পরেও সে পাশ করতে না পারলে তাকে সেই শ্রেণিতেই রেখে দেওয়া হবে। কিন্তু কোনও শিক্ষার্থীকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত স্কুল থেকে বিতাড়িত করা যাবে না। এই সিদ্ধান্ত বাস্তবসম্মত। শিক্ষাবর্ষ-অন্তে যে মূল্যায়নের পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাকে শুধুমাত্র নম্বর তোলার প্রতিযোগিতা মনে করা অনুচিত। এই একটিমাত্র পরীক্ষা নিঃসন্দেহে তার সারা বছরের পরিশ্রমের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরতে পারে না। কিন্তু একটা আন্দাজ দিতে পারে, নিজেকে আরও কতটা প্রস্তুত করে তোলা প্রয়োজন আগামী দিনের জন্য। শিক্ষার্থীর কাছে ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এই মূল্যায়ন জরুরি। নতুন শ্রেণিতে ওঠার পথটি অনায়াসসাধ্য হয়ে গেলে, নিজেকে সংশোধনের সেই তাড়নাটি আসে না। ফলে, প্রস্তুতিটিও অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এবং যারা এত দিন অ-প্রস্তুত অবস্থাতেই অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উঠে এসেছে, তারা পরবর্তী পদক্ষেপে হোঁচট খায়। অন্য দিকে, পাশ-ফেল ফিরিয়ে আনার বিপক্ষে প্রায়ই শোনা যায়; এর ফলে গরিব ও প্রান্তিক পড়ুয়ারা আরও বেশি করে স্কুলছুট হয়ে পড়বে। উত্তরে বলা যায়, শুধুমাত্র পাশ-ফেল তুলে দিয়ে স্কুলছুটের প্রবণতা ঠেকানো যায় না। পশ্চিমবঙ্গে খাতায়-কলমে ২০২০ সাল থেকে পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে পাশ-ফেল চালু থাকলেও বাস্তবে সবাইকেই পাশ করিয়ে দেওয়ার নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও এ রাজ্যে স্কুলছুটের প্রবণতায় বিশেষ রাশ টানা যায়নি। পাশ-ফেলের বিপক্ষে আরও এক যুক্তি শোনা যায়; শিক্ষার্থীর মানসিক চাপবৃদ্ধির। চাপের কারণ, 'ফেল' শব্দটির মধ্যে লুকিয়ে থাকা এক ধরনের সামাজিক বিদ্রুপ। আধুনিক সমাজে সে বিদ্রুপ অবশ্যবর্জনীয়। কারণ, সকল শিশুর গ্রহণের ক্ষমতা সমান নয়। বরং এ ক্ষেত্রে জোর দেওয়া প্রয়োজন পঠনপাঠনে দুর্বল শিক্ষার্থীর প্রতি বিশেষ যত্নবান হওয়ার বিষয়টির উপর।

শব্দবাণ-১৫৫

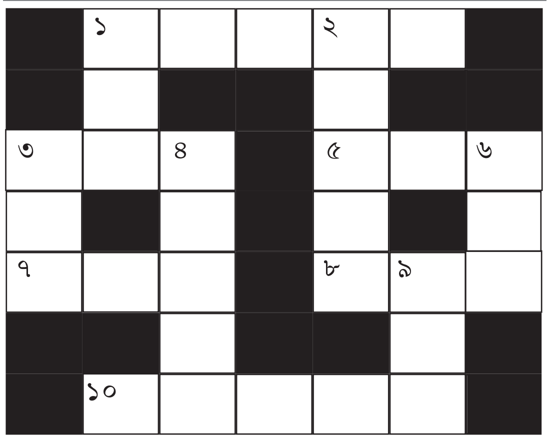

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. সরকার দ্বারা কোনো প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বগ্রহণ ৩. অভিন্নতা ৫. ছোটো বানর ৭. এক পাহাড়ি শহর ৮. রসযুক্ত, সরস ১০. ঘরের ভেতর ও বার।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. স্তম্ভিত ২. হাটের ঘর, চালা ৩. মা-বাবা নেই এমন ৪. নামে—, ঘটি ডোবে না ৬. পায়চারি ৯ .দশ-পদ্ম সংখ্যা।

সমাধান: শব্দবাণ-১৫৪

পাশাপাশি: ১. অভিমুখ ৩. পাইল ৪. উরগ ৬. রজনী ৯. কাগজ আর ১০. লঙ্কাধীশ।

উপর-নীচ: ১.অলক ২. খচ্চর ৩. পারাবার ৫. গলাবাজি ৭. জটিল ৮. আকাশ।

জন্মদিন

আজকের দিন

বিপাশা বসু

১৯৪৮ বিশিষ্ট সাংবাদিক ও লেখক শোভা দের জন্মদিন।
১৯৬৭ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রা ইরফান খানের জন্মদিন।
১৯৭৯ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী বিপাশা বসুর জন্মদিন।

২০২৪-এর চারটি আলোড়িত শব্দই ২০২৫-এ আরও ভয়ঙ্কর অন্ধকার হয়ে উঠবে!

স্বপনকুমার মণ্ডল

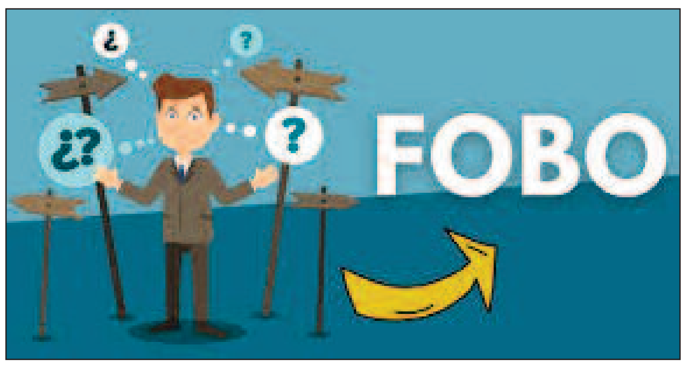

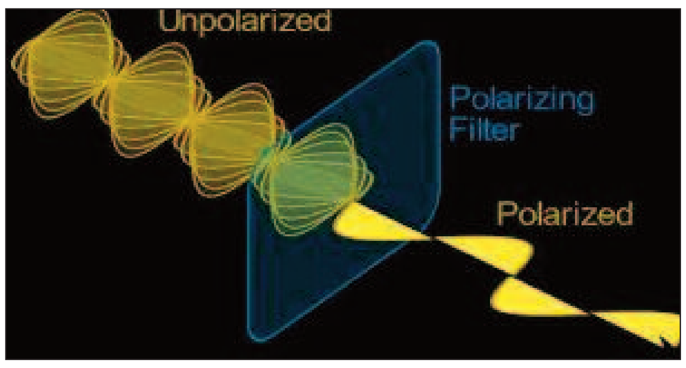

অর্থের ব্যঞ্জনাতেই শব্দের বহুমাত্রিক অভিজাত প্রকাশ। সেক্ষেত্রে একটি শব্দের অর্থের ব্যাপ্তি, বিস্তার ও গভীরতাই তার প্রকাশকে আকাশ করে তোলে। শব্দের অর্থধারণের ক্ষমতাতেই তার আবেদন জনমানসে নিবিড় হয়ে ওঠে। যথোপযুক্ত শব্দে প্রকাশের আয়োজনে যেমন যথার্থ শব্দের খোঁজ পড়ে, তেমনই নতুন নতুন শব্দ গড়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, সময়ের অনুবাদ বা মননের পরিচয়ে সেই শব্দের বিস্তার দেশ থেকে দেশান্তরে, কাল থেকে কালান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। আসলে প্রকাশের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত শব্দের গুরুত্ব অপরিসীম । সেখানে ভাবকে যথাযথ প্রকাশের ক্ষেত্রে উপযুক্ত শব্দের অভাবে নতুন করে শব্দ গড়ে তোলার আয়োজন চলে, পুরনো শব্দ নতুন করে আলোকিত হয়। সময়ের প্রেক্ষিতে মননের অভিঘাতে সেই শব্দগুলি লক্ষ্যভেদী বাণ হয়ে ওঠে, আমাদের মননকে কড়াঘাত করে, কিন্তু আহত করে না, বরং আলোকিত করে, জাগিয়ে তোলে দীপ্ত আলোড়ন। সময়ের প্রতিফলনে শব্দগুলির অব্যর্থ অনুবাদ তীব্র আবেদনক্ষম হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে একেকটি 'word' যেন একেকটি 'world' মনে হয়। ২০২৪-এ যে-কয়েকটি শব্দে আমাদের মননের অভিঘাতকে চিনিয়ে দিয়ে জনমানসে ঠাঁই নিয়েছে, সেগুলো আধুনিক জীবনের সংকটের পরিচয়ের সঙ্গে একাত্মতার সঙ্গে নিবিড় ভাবে জড়িয়ে রয়েছে। এ বছর এ রকম চারটি শব্দ মননচর্চায় সমধিক গুরুত্ব লাভ করেছে । সেগুলি হল 'ফোমো', 'ফোবো', 'ব্রেন রট' এবং 'পোলারাইজেশন'।

একুশ শতকের অনলাইন জীবনে স্বাভাবিক ভাবেই বাস্তব বিশ্ব (real world)-এর চেয়ে অবাস্তব বা অপার্থিব বিশ্ব (virtual world) মোহগ্রস্ত করে তোলে । বাস্তবের নিষ্ঠুর ও নির্মম জগতের চেয়ে কল্পনার স্বর্গের হাতছানিতে আশ্রয় থেকে প্রশ্রয় পাওয়ার রকমারি বর্ণরঙিন আয়োজনে চোখের দেখাতেই মনের খেলা শুরু হয়ে যাওয়ায় তার তীব্র আসক্তি আমাদের মন ও মননকে গ্রাস করে ফেলে । বাস্তব জগতের সামাজিক জীবনবিমুখ মানুষই সোস্যাল মিডিয়া বা সামাজিক মাধ্যমের কল্পনাশ্রিত জগতে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার ফেরে পড়ে অবিরত, অবারিত। নিজেকে মেলে ধরা, তুলে ধরা থেকে খুঁজে পাওয়ার অপার আনন্দ, নিরন্তর হাতছানি তাতে মেলে। সেক্ষেত্রে বিশেষ করে ফেসবুকের মতো জনপ্রিয় সোস্যাল মিডিয়ার হাতছানিই আজ মানুষের মননের ক্ষুধা-তৃষ্ণাকে আচ্ছন্ন করে চলেছে। তার আলোর উৎসবে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার বিচিত্র আয়োজন, অবিরত আমন্ত্রণ আপনাতেই তীব্র আসক্তি জাগিয়ে তোলে। লাইক,কমেন্ট ও শেয়ারের হাতছানিতে, কামনাবাসনার চাহিদা পূরণে অজান্তেই তীব্র প্রতিযোগিতায় সামিল করে তোলে। নিজেকে খুঁজে পাওয়ার আনন্দের মধ্যেই রিয়াল ওয়ার্ল্ড থেকে ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডের প্রতিযোগিতায় হীনমন্যতাবোধে পেরে উঠতে না পারা থেকে হারিয়ে যাওয়ার ভয় গ্রাস করে ফেলে । সেক্ষেত্রে ফেসবুকের আলোতেই অন্ধকার জেগে ওঠে। আলোর আমন্ত্রণের মধ্যেই আলেয়ার আতঙ্ক মনকে কুরে কুরে খায়। ফেসবুকে সাফল্যের প্রদর্শনী থেকে আনন্দের উদযাপনের আলোতে দর্শকের মনে ব্যর্থতাবোধের অন্ধকার নেমে আসায় তার মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার ভয় স্বাভাবিক ভাবেই আতঙ্কে পরিণত হয়। সোস্যাল মিডিয়ার জনপ্রিয়তার মধ্যেই এই হারিয়ে যাওয়া ভয়কে বোঝাতেই 'ফোমো' শব্দটি গড়ে উঠেছে। Fear of Missing Out' কথাটির সংক্ষিপ্ত রূপ হল 'ফোমো' ('FOMO')। ১৯৯৬-এ এই শব্দটি প্রথম চিহ্নিত করেন বাণিজ্য কৌশলী ড ডন হার্মেন এবং ২০০০-এ তাঁর গবেষণা পত্রে সেটি উল্লেখ করেন। শব্দটি প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন প্যাট্রিক জে ম্যাকগিনিস। ২০০৪-এ হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলে পড়ার সময় তিনি একটি ব্যঙ্গাত্মক নিবন্ধে 'ফোমো'র ব্যবহার করে নজর কেড়েছেন। ব্যক্তিগত জীবনের আধারেই তাঁর শব্দটির প্রতি গুরুত্ব আরোপে সময়ের প্রতিফলনকে মূর্ত করে তোলার প্রয়াস বর্তমান। সেক্ষেত্রে 'ইয়েলো'র ('You only live once') একের পর এক দুর্যোগে সবাইকে হারিয়ে নিঃসঙ্গ অস্তিত্ব থেকে তাঁর 'ফোমো'তে নিজের চারপাশে সবার আনন্দে উচ্ছল সুখ ও সাফল্যের জীবনের মধ্যে নিজেকে খুঁজে না পাওয়ায় হারিয়ে যাওয়ার ভয় জেগে ওঠে। ফেসবুকের দৌলতে সেই হারিয়ে যাওয়ার ভয় ক্রমশ বিস্তার লাভ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০০৪-এর জানুয়ারিতে মার্ক জুকারবার্গের 'ফেসবুক' -এর যাত্রা শুরু হয়েছিল। সেই ফেসবুকের আলোর প্রদর্শনী থেকে মনের অন্ধকারে আত্মগোপনের প্রয়াসে 'ফোমো'র ব্যঞ্জনা ক্রমশ জনমানসে নিবিড় হয়ে ওঠে । সেই থেকে কুড়ি বছর পর ২০২৪-এসে 'ফোমো'র গ্রহণযোগ্যতা আপনাতেই আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে । আবার তার চেয়েও আরও ভয়ঙ্কর শব্দের হদিশ দিয়েছেন প্যাট্রিক জে ম্যাকগিনিস । সেটিই হল 'ফোবো' ('Fear of Better Option')।

আধুনিক জীবনে চাহিদাপূরণের অফুরান হাতছানি । সেখানে অসংখ্য বাছাইয়ের সুযোগ, অনন্ত রকমারি আয়োজন। অথচ যথাযথ পথে না হাঁটলে জীবনে উত্তরণের সম্ভাবনা হাতছানি দিয়েও অদৃশ্যে মিলিয়ে যায় । সেক্ষেত্রে সুযোগ পাওয়ার চেয়ে সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সাফল্যের গন্তব্যে পৌঁছানো জরুরি । সুযোগ এলে তা যথাযথ ভাবে বাছাইয়ের অভাবে তা জীবনের দুর্যোগের কারণ হয়ে ওঠে । কেননা সুযোগ বারবার আসে না বা মেলেও না। সেখানে আধুনিক পরিসরে কর্মক্ষেত্রে বিচিত্র প্রকৃতির সুযোগ সুবিধা অফার হয়ে আসে। সেক্ষেত্রে মনস্থির করে বাছাইয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করাটাই দুরূহ । ভালোর ভালো'র প্রতীক্ষায় সময় পেরিয়ে যায়,অবশেষে তা না পেলে প্রথম দিকের সুযোগগুলো হাতছাড়া হওয়ায় জীবনটাই অকেজো হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, দোলাচল মনে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভুলে সুযোগ হারানোর ভয় আজীবন বয়ে বেড়াতে হয়। না পাওয়ার আফসোস থেকে পেয়ে হারানোর ভয় মনে আরও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। দুর্লভ কিছু পেয়েও সিদ্ধান্তহীনতায় হারানোর আফশোস অনিশ্চিত জীবনকে ভারী করে তোলে। চারিদিকে আলোর রোশনাইয়ে তখন হাতের মুঠো থেকে রকমারি 'বেটার অপশন'গুলি হারিয়ে চোখের সামনে গাঢ় অন্ধকার নেমে আসে, নিজেকে নিঃস্ব মনে হয়। সুযোগ হাতছাড়া হওয়াটাই তখন বড় হয়ে ওঠায় নতুন করে উজ্জীবিত হওয়ার মানসিকতা অকেজো হয়ে ওঠে । সেদিক থেকে ভালো থাকার বিজ্ঞাপনী পৃথিবীর সাফল্যের প্রদর্শনী প্রতিযোগিতায় 'ফোমো' যেমন হারিয়ে যাওয়ার ভয় আতঙ্কিত করে তোলে, 'ফোবো' তেমনই হেরে যাওয়ার বিভীষিকা জাগিয়ে দেয় । তবে 'ফোমো'র মতো 'ফোবো' জনপ্রিয়তা লাভ করেনি। অথচ তীব্র প্রতিযোগিতামুখর বর্তমান বিশ্বে প্রতিমুহূর্তে হেরে যাওয়ার চেতনায় শব্দটি স্বাভাবিক ভাবেই ২০২৪-এসে 'ফোমো'র সঙ্গেই চর্চিত হয়েছে। আলোর হাতছানিতে যে আলেয়ার ভয় জেগে থাকে।

অন্যদিকে সোস্যাল মিডিয়ায় স্রেফ অভ্যাসের বশে উদ্দেশ্যহীন ভাবে দীর্ঘ সময় সময় অতিবাহিত করাই হল 'ব্রেন রট' (Brain Rot) । অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস ২০২৪-এর 'ওয়ার্ড অব দ্য ইয়ার' হিসেবে শব্দটিকে নির্বাচিত করেছে। ব্যক্তিমানসে সোস্যাল মিডিয়ায় ভয়ঙ্কর প্রভাব কীভাবে তার মন ও মননকে শিকার করে তোলে তার পরিচয় শব্দটির মধ্যে প্রকট হয়ে ওঠে। বিশেষত অনলাইনে অত্যধিক নিম্নমানের কনটেন্ট দেখার ফলে ব্যক্তির মানসিক ও বৌদ্ধিক অবক্ষয় দেখা দেয়,স্থবিরতা গ্রাস করে । ঘন্টার পর ঘন্টা অনলাইনে হাবিজাবি দেখার ফলে মানসিক অবক্ষয়ের শিকার অনিবার্য হয়ে ওঠে। অতিরিক্ত অনলাইন নির্ভর জীবনে এই 'ঘিলু পচে যাওয়া' 'ব্রেন রট' স্মার্ট ফোনের ভয়ঙ্কর প্রভাব জনমানসে অভিশাপ হয়ে উঠেছে। জানা যায় ১৮৫৪-তে ইংল্যান্ডের সাহিত্যিক থরো-র লেখায় শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয়। সেটিই বর্তমানে একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ বছরের মুড বা মেজাজকে বোঝানোর জন্য বিশেষজ্ঞদের বেছে নেওয়া ছয়টি শব্দের মধ্যে জনতার ভোটে 'ব্রেন রট' শব্দটি স্বাভাবিক ভাবেই নির্বাচিত হয়েছে। অন্যদিকে আমেরিকার অভিধান প্রকাশনা কোম্পানি মেরিয়াম-ওয়েবস্টার ২০২৪-এর 'ওয়ার্ড অব দ্য ইয়ার'- এর এক নম্বর শব্দ হিসেবে 'পোলারাইজেশন' শব্দটিকে বেছে নিয়েছে। সভ্যতাগর্বী আধুনিকতায় বৈষম্যপীড়িত মানুষের বর্ণ-ধর্ম-সমাজ,জাতি-গোষ্ঠী থেকে অর্থনীতি- রাজনীতি প্রভৃতি সর্বত্র 'পোলারাইজেশন' তথা মেরুকরণের বিভেদকামী শক্তির তীব্র প্রতাপ জনজীবনকে অস্তিত্ব সংকটে ফেলে দিয়েছে। সেক্ষেত্রে ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও অধিকারের দ্বন্দ্বে মেরুকরণের ভয়ঙ্কর প্রবণতা আজ সারা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। সামাজিক জীবনে সেই বিভেদকামী শক্তির বিস্তার যেভাবে উর্ধ্বমুখী হয়ে উঠেছে, তার ভয়াবহ প্রতিফলন সোস্যাল মিডিয়ার দিকে তাকালেই বোঝা যায়।মেরুকরণের শিকারে একে অপরকে আক্রমণে সোশ্যাল মিডিয়াও যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। আসলে মেরুকরণের ফলে হিংসা পারস্পরিক প্রতিহিংসায় জন্ম দিচ্ছে, বিদ্বেষের লাগামহীন বিস্তারে হিংসার বিষাক্ত পরিবেশে তীব্র মানবিক মূল্যবোধই আজ বিপন্ন হচ্ছে। সেখানে 'পোলারাইজেশন' শব্দটির আবেদন স্বাভাবিক ভাবেই আধুনিকোত্তর তীব্র দ্বন্দ্বমুখর বিশ্বে বহুধাবিভক্ত জনমানসের পরিচয়ে অব্যর্থ শব্দবাণে লক্ষ্যভেদী হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে ২০২৪-এর চারটি আলোড়িত শব্দই ২০২৫-এ আরও ভয়ঙ্কর অন্ধকার হয়ে উঠবে, তা বলাই বাহুল্য।

লেখক: অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

ঐতিহ্যবহুল সরকারি বিদ্যালয়ের জন্মদিন

শুভজিৎ বসাক

প্রতিটি প্রতিষ্ঠিত মানুষ যত বার্ধক্যের দিকে পা বাড়াতে থাকে তার বিদ্যালয় বা স্কুল জীবনের স্মৃতিমেদুর অধ্যায়গুলো তাকে আরও সেইসব অতীতের দিনগুলোতে ফেরত নিয়ে যায়। সেরকমই আমার জীবনে অনেকটা জুড়ে রয়েছে উত্তর কলকাতার শ্যামপুকুরে অবস্থিত শতাব্দী প্রাচীন শৈলেন্দ্র সরকার গভর্মেন্ট স্পনসর্ড বিদ্যালয় যা আজ চারিদিকে ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে ওঠা কনভেন্ট স্কুলগুলির রমরমার মধ্যে আজও অতীতের মতই নিজস্ব ঐতিহ্য বজায় রেখেছে।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্যারিচরণ সরকার মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শৈলেন্দ্র সরকার ১৯২০ সালের ৫ই জানুয়ারী এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ বছরেই বিদ্যালয়টি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে। বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠালগ্নে সরস্বতী ইস্টিটিউশন নামেই পরিচিত ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'সরস্বতী' উপাধিটি বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসাবে শৈলেন্দ্র সরকার মহাশয় বিদ্যালয়ের নামকরণে ব্যবহার করেছিলেন। উত্তর কলকাতার রাজবল্লভ স্ট্রীটের ভাড়া বাড়িতে বিদ্যালয়ের পঠনপাঠন সেই সময় শুরু হলেও ৬২৬, শ্যামপুকুর স্ট্রীটের নিজস্ব বাড়িতে তা স্থানান্তরিত হয়। প্রথমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা স্বীকৃত এই বিদ্যালয় ১৯৫২ সালে মধ্যশিক্ষা পর্যদের স্বীকৃতি পায়।

পরবর্তীকালে প্রকৃত শিক্ষক মনস্ক জ্যোতির্বিকাশ মিত্র মহাশয় তাঁর মনীষা স্পর্শে বিদ্যালয়টি ক্রমেই প্রথম শ্রেণীর বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ইতিমধ্যে, ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক শৈলেন্দ্র সরকার মহাশয়ের নামে বিদ্যালয়টি 'শৈলেন্দ্র সরকার বিদ্যালয়'-এ রূপান্তরিত হয়। ১৯৭৬ সালে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাক্রম শুরু হলে বাংলার প্রথম উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং ১৯৭৯ সালে বিদ্যালয়টি 'সরকার পোষিত (গভর্মেন্ট স্পন্সর্ড)' হিসাবে স্বীকৃতপ্রাপ্ত হয়।

আজ নিজের সন্তানদের ইংলিশ মাধ্যম স্কুলে ছোট থেকে ভর্তি করে ভবিষ্যতে সমাজে উপযোগী করার এক চল নিম্ন থেকে উচ্চবিত্ত শ্রেণীর সমস্ত মানুষের মধ্যে চালু হয়েছে। এদিকে সরকারি বা সরকার পোষিত স্কুলগুলিতে উপযুক্ত মেধার অভাব দেখা দিয়েছে। একইসাথে অভাব শিক্ষাকর্মী ও শিক্ষকের। অথচ অদূর অতীতের পর্যালোচনা করলে পশ্চিমবঙ্গে প্রসিদ্ধ স্কুলগুলোর মধ্যে শৈলেন্দ্র সরকার বিদ্যালয় অন্যতম হয়ে থাকবে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাসের মত প্রতিটি পাঠ্য বিভাগে অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলীর শিক্ষাদান আজ আমাদের মত অনেক শিক্ষার্থীদের সামাজিক পরিসরে এগিয়ে চলার রাস্তা দেখিয়েছে যা অনস্বীকার্য। শৈশব থেকেই আমাদের শুধুমাত্র লেখাপড়া শেখানো নয়, নিয়মানুবর্তিতা শৃঙ্খলাপরায়ণতা, বিজ্ঞান ও পরিবেশ চেতনায় এবং খেলাধূলার মাধ্যমে পরিপূর্ণ মানুষ গড়ার লক্ষ্যে বিশেষ দৃষ্টিদান করা হয়েছে। একটা সময়ে এই স্কুলের প্রাক্তনীরা দেশের প্রশাসনিক ও সাংবিধানিক প্রধান হিসাবে যেমন উঠে এসেছেন একইসাথে চিকিৎসা, অর্থনীতি, নাট্য পরিসরের মত বিভিন্ন জায়গায় নিজেদের দক্ষতার প্রতি সুনাম বজায় রাখতে পেরেছেন যা আজও গর্বিত করে স্কুলের ঐতিহ্যকে। অতএব জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর্যায়ে ভাষা মূল অন্তরায়- এমন ভুল ধারণা শৈলেন্দ্র সরকার বিদ্যালয় তার ১০৪তম প্রতিষ্ঠালগ্নের মুহূর্তে এসে দাঁড়িয়ে পুরোপুরি নস্যাৎ করে যা বলার অপেক্ষা রাখে না।।

মৃত তৃণমূল নেতার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, বিস্ফোরক মন্তব্য চৈতালি সরকারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: চেয়ারম্যান হবেন বাবলা! এমনটা জানতে পেরেছিলাম। তার আগে ওকে গুলিতে ঝাঁঝরা করলো দুষ্কৃতীরা। সোমবার রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের সামনেই ফের বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন মৃত তৃণমূল নেতার স্ত্রী চৈতালি সরকার। তাঁর অভিযোগ, বাবলার রাজনীতিতে যেভাবে উত্থান শুরু হয়েছিল, তাতে কিছু মানুষ হিংসা করছিল। ক্ষমতা, লোকবল, অর্থ হারানোর ভয়ে ওকে চক্রান্ত করে গুলিতে ঝাঁঝরা করা হল। চোখের সামনে বহুজনকে দেখতে পাচ্ছি, মানুষও বুঝতে পারছে, বাবলাকে খুনের পিছনে কে জড়িত থাকতে পারে। শুধু চুপ করে আছি, পুলিশের প্রকৃত তদন্তের জন্য। বড়মাথা কতক্ষণে ধরা পড়ছে এটাই দেখছি। আমি তো মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যাব। তাঁকে অনেক কিছু বলার আছে।

এদিন কলকাতা থেকে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে মালদায় আসেন রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতন্ত্রের রাষ্ট্রমন্ত্রী তথা তৃণমূলের মহিলা সেলের সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। সকাল সাড়ে দশটায় মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য কনভয় নিয়ে সরাসরি মৃত তৃণমূল নেতা বাবলা সরকারের সুকান্তপল্লি এলাকার বাড়িতে যান। দেখা করেন চৈতালি সরকার এবং তার পরিবারের সঙ্গে এদিন বাবলা সরকারের শ্রাদ্ধের কাজ

চলছিল। রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের সামনে সাংবাদিকদের কাছে খোলামেলা আলোচনায় চৈতালি সরকার সাফ বলেন, রাজনীতিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকবে। তা বলে এরকম পর্যায়ে পৌঁছানো প্রতিদ্বন্দ্বিতা কখনোই মেনে নেওয়া যায় না। বাবলা চেয়ারম্যান হবেন আমি জানতাম। সেটা দলের না পুরসভার অবশ্যই স্পষ্ট করেননি চৈতালিদেবী। তাঁর বক্তব্য, নতুন পদ পাওয়ার আনন্দে ছিল বাবলা। কার্নিভালে ৩১ জানুয়ারি মঞ্চে নাচানাচিও করেছিল। কিন্তু কিছু মানুষের হিংসা আর সহ্য হল না। এদিকে মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এদিন সাংবাদিকদের সামনে বলেন, দুষ্কৃতীদের কেউ টাকা দিয়েছিল। কারা টাকা দিয়ে ইন্ধন জুগিয়েছে তাদেরকে সামনে নিয়ে আসতে হবে। পুলিশ অবশ্য তদন্ত করছে। ইতিমধ্যেই ৫ জন গ্রেপ্তার হয়েছে। আরও দুই অভিযুক্তের সন্ধানে পুলিশ পুরস্কার ঘোষণা করেছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রতিটি মুহূর্তে বাবলা সরকার খুনের রিপোর্ট রাজ্য পুলিশ ও প্রশাসনের কাছে সংগ্রহ করছে। উনি যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এদিন আরও বলেন, ইংরেজবাজার শহর জুড়ে শুনেছি নাকি সিসি ক্যামেরা পুলিশের নজরদারি রয়েছে। সেই নজরদারির ফাঁক ফোকরে দুষ্কৃতীরা কিভাবে এত বড় অপরাধ সংগঠিত করল সেটাও পুলিশকে খুঁজে বার করতে হবে। তবে বাবলার নিরাপত্তা সরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী আগেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বিষয়টি জানতেন না। কেন এবং কিভাবে বাবলা সরকারের দেহরক্ষী সরানো হয়েছিল সেটা নিয়েও তদন্ত করছে মুখ্যমন্ত্রী। মূল অপরাধীরা ধরা পড়বে এবং শাস্তি পাবে।

জেলা পুলিশের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হতে চলেছেন রবি হাঁসদা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হতে চলেছেন রবি হাঁসদা। সোমবার বর্ধমান টাউন হলে প্রশাসনের উদ্যোগে একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এমনই ঘোষণা করেন জেলা পুলিশ সুপার সায়ক দাস। এদিন পুলিশ অফিসে তাকে ডেকে পাঠানো হয়। সম্ভবত সোমবার পুলিশ বিভাগে যোগদান করতে চলেছে সন্তোষ ট্রফির হিরো রবি হাঁসদা। পুলিশ বিভাগে চাকরিতে যোগদানের কথা রয়েছে তাঁর।

রবি হাঁসদা জানিয়েছেন, তিনি ভারতীয় দলের জার্সি গায়ে খেলার স্বপ্ন দেখছেন। আর সেই লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে চান।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ জানিয়েছেন, এখন বিভিন্ন ক্লাব তাকে সংবর্ধনা দেবে। তবে সংবর্ধনার স্রোতে ভেসে না গিয়ে নিজের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন রবি হাঁসদাকে।

SBI এসবিআই এগ্রিকালচার কমার্শিয়াল ব্রাঞ্চ রুদ্রনগর (০৬৪৮১)
পোস্ট- রুদ্রনগর এবং থানা- সাগর জেলা: ২৪ পরগনা (দঃ) পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩৩৭৩ ই-মেল: sbi.06481@sbi.co.in

সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

শ্রী শম্ভু মন্ডল, যিনি এসবিআই এসিবি রুদ্রনগর শাখা থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তিনি সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি সোনার/বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেননি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) (১৪.০১.২০২৫) **বিকেল ৫টার** আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, নিলামের দিন, অর্থাৎ (১৫.০১.২০২৫) বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রাঙ্গণে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময়ে এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং ব্যাখ্যা ছাড়াই নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা : শ্রী শম্ভু মন্ডল

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারাট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	১৫.০১.২০২৫	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	১৮ সি	গ্রস ওজন ৭.৪০০ নিট ওজন ৫.৫৫০	২টি বাউটি উল্কুত্ত পিন
২.	১৫.০১.২০২৫	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	১৮ সি	গ্রস ওজন ১২.৬০০ নিট ওজন ৯.৪৫০	২টি দুল এবং ৪টি রিং
৩.	১৫.০১.২০২৫	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	১৮ সি	গ্রস ওজন ২৭.৯০০ নিট ওজন ২০.৯২৫	৩টি চেন

তারিখ: ০৭.০১.২০২৫ **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান: রুদ্রনগর **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

লকডাউনের মামলায় নবদ্বীপে হাজিরা দিতে পৌঁছলেন অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: ২০২০ সালের লকডাউনে একটি মামলায় নবদ্বীপে হাজিরা দিতে এলেন প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং। ২০২০ সালে করোনার সময় অর্জুন সিং সহ বেশ কয়েকজনের নামে মামলা দায়ের হয়েছিল মাস্ক না পরে মিছিলে জমায়েত হওয়ার জন্য। এরপরই নবদ্বীপ থানায় মামলা দায়ের হয় বিজেপি নেতা অর্জুন সিং সহ বেশ কয়েকজন বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে। সেই মামলায় অর্জুন সিংহের নামে ওয়ারেন্ট বেরিয়েছিল। সেই মামলারই হাজিরা দিতে নবদ্বীপ আদালতে আসলেন অর্জুন সিং। হাজিরা শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রাক্তন সাংসদ জানান, ২০২০ সালে কবে কেস হয়েছে আমি নিজেই জানিনা। কোনও কিছু নোটিস না দিয়েই ওয়ারেন্ট বের করে দিয়েছে। তাই নবদ্বীপ আদালতে জামিন নিতে আসতে হয়েছে। অর্জুন সিং বলেন, এটা নিয়ে পুরো বাংলায় আমার নামে ১৭৪ টা মামলা আছে। তাই ঘুরে ঘুরে যেতে হয় এসব করতে। রাজ্য সরকারের সমালোচনা করে বলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর কোনো কাজ নেই একটাই কাজ। যারা বিরোধী রাজনীতি করে তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করে দেওয়া।

অর্জুন সিং ক্ষোভের সঙ্গে অভিযোগ করেন, কেস দিলে নোটিস তো করবে, সে নোটিসও তিনি পাননি অথচ ওয়ারেন্ট বের করে দিয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বাংলাদেশি ও জঙ্গি ধরা পড়া নিয়ে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং জানান, গোটা বাংলা জঙ্গিদেরই জায়গা হয়ে গিয়েছে। ভালো মানুষের থেকে বেশি জঙ্গি ঢুকে পড়েছে বাংলায়। তিনি বলেন, দেড়শো থেকে দু'কোটি অনুপ্রবেশকারী ঢুকে বসে আছে। তার মধ্যে বেশিরভাগ জঙ্গি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সব সময় বিএসএফের বিরুদ্ধে গালাগালি করেন মামলা করে দেন, তাই বিএসএফের বহু অফিসার বদলি থাকে। যে রাজ্য সরকারের করা মামলায় বদলি হওয়ার পরেও বারবার এখানে আসতে হয়। তাই বিভিন্ন সময় বিএসএফ পিছু হটতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে বাংলাদেশের ইউনিস সরকারের সমালোচনায়ও মুখর ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। নবদ্বীপ আদালতের পর তিনি চলে যান মায়াপুর ইসকনে সেখানে চন্দ্রোদয় মন্দিরে রাধা মাধব সহ পঞ্চতত্ত্ব এবং নৃসিংহদেবকে দর্শন করেন এবং মায়াপুরে তার জন্য প্রসাদেরও ব্যবস্থা করা হয়।

তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যর বাড়ি লক্ষ্য করে বোমা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কুলপি: ভোররাতে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোড়ার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কুলপি থানার দক্ষিণ গাজীপুর পঞ্চায়েত এলাকায়। সোমবার এই ঘটনার পর থেকেই আতঙ্কিত ছামনাবুনি গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্য সাহারুল পাইক ও তাঁর পরিবারের লোকজনেরা। ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে সরব হয়েছেন দলের বুথ সভাপতিও। বোমাবাজির খবর পেয়ে সাতসকালে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কুলপি থানার পুলিশ। দুষ্কৃতীদের খোঁজ চালানো হচ্ছে এলাকায়। এই ঘটনায় তৃণমূলের অন্দরের গোষ্ঠী কোন্দলকে দায়ী করেছেন পঞ্চায়েত সদস্য সাহারুল পাইক। তিনি বলেন, 'ফজরের নামাজের জন্য বাড়ির বাইরে বেরিয়েছিলাম। সেই সময় আমাকে লক্ষ্য করে বোমা ছোড়ে দুষ্কৃতীরা। বাড়ি লক্ষ্য করেও একের পর এক বোমা ছোড়ে। আমি পঞ্চায়েত ভোটের সময় কংগ্রেসের প্রতীকে জয়ী হয়েছিলাম। পরে তৃণমূলে যোগ দিই। সবাই মিলেমিশে একসঙ্গে তৃণমূলেই কাজ করছি। তবুও দলের একাংশ বিরোধী রয়েছে। তাদের মদতেই দুষ্কৃতীরা এইসব বোমাবাজি, আসামাজিক কাণ্ড ঘটাচ্ছে। তৃণমূলের স্থানীয় বুথের সভাপতি কুতুবদ্দিন পাইক বলেন, 'এই এলাকায় বোমাবাজি নতুন কিছু নয়। বিরোধীরা পঞ্চায়েত হাতে পাওয়ার জন্য আমাদের দলের পঞ্চায়েত সদস্যদের খুনের পরিকল্পনা রয়েছে। এর আগেও দৌলতপুরের সদস্যকে খুন করা হয়েছে। এই বিষয়ে বিজেপির মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি নবেন্দু সুন্দর নস্কর বলেন, 'কুলপির দক্ষিণ গাজীপুর পঞ্চায়েত এলাকা দীর্ঘদিন ধরেই উত্তপ্ত। ওই এলাকা থেকে প্রায়ই বোমা, বন্দুক উদ্ধার হয়। তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আর তারই জেরে আর লাগাম ছাড়া সন্ত্রাসে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন সাধারণ বাসিন্দারা। প্রসঙ্গ উল্লেখ্য, গত ডিসেম্বর মাসের ৮ তারিখ সন্ধে নাগাদ পাশের দৌলতপুর গ্রামের দলের পঞ্চায়েত সদস্য নুরুদ্দিন হালদারকে কুপিয়ে খুন করা হয়েছিল।

দ্য প্রোগ্রেসিভ এন্টারপ্রাইজ (ইন্ডিয়া)
রেজিস্টার্ড অফিস : ২, ব্র্যাবর্ন রোড, কলকাতা : ৭০০০০১

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, দ্য প্রোগ্রেসিভ এন্টারপ্রাইজ (ইন্ডিয়া), (সংস্থা) ০২ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে এক সভায় সংস্থার অংশীদারগণ কর্তৃক অনুমোদিত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী সংস্থার পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে পরিবর্তন বিষয়ে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ৩৬৬ ধারা এবং তৎসহ ২০১৪ সালের কোম্পানি (অথরাইজড টু রেজিস্টার্ড) রুলস এর রুল ৩(২) সংস্থান অধীনে সংস্থা কোম্পানি রেজিস্ট্রার, কলকাতা সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রক্রিয়াধীন। যেকোনও ব্যক্তির প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা থাকলে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সাত (৭) দিনের মধ্যে সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর ৫, আইএমটি মানেসর, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন : কোড : ১২২০৫০, ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি উল্লিখিত সংস্থার রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পাঠাতে পারেন।

দ্য প্রোগ্রেসিভ এন্টারপ্রাইজ (ইন্ডিয়া)
তারিখ : ৬ জানুয়ারি ২০২৫ **অঙ্কিত ছাজলানি**
স্থান : কলকাতা **অংশীদার**

ফর্ম জি
পবিত্র এনক্লেভ প্রাইভেট লিমিটেড-শেয়ার/সিকিউরিটিজ বিনিয়োগ পরিচালনকারী আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান
৩২/৭, শাহাপুর কলোনি, নিউ আলিপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৫৩
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

ক্রম	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	প্যান এবং সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	পবিত্র এনক্লেভ প্রা. লি. PAN - AAECP2300H & CIN : U45400WB2007PTC115273
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	৩২/৭, সাহাপুর কলোনি, নিউ আলিপুর, কলকাতা -৭০০০৫৩
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	প্রযোজ্য নয়
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	কোনো স্থায়ী সম্পদ নেই
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	প্রযোজ্য নয়
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	প্রযোজ্য নয়
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	প্রযোজ্য নয়
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী	বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে : cirp.pavitraenclave@gmail.com
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২) (এইচ) অধীনে	বিস্তারিত পাওয়া যাবে ইমেল পাঠিয়ে : cirp.pavitraenclave@gmail.com
১০	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	২২.০১.২০২৫
১১	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	০১.০২.২০২৫
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	০৬.০২.২০২৫
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	১৫.০২.২০২৫
১৪.	মেমোর‍্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	২০.০২.২০২৫
১৫	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	২০.০৩.২০২৫
১৬	ইওআই দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	cirp.pavitraenclave@gmail.com

অভিত কুমার সিং (আরপি)
IBBI/IPA-001/IP-P02380/2021-22/13564
২৮৯ জিটি রোড, বিষ্ণু বাটিকা, ব্লক ৪, ফ্ল্যাট ১এ, বেলুড়, হাওড়া - ৭১১২০২
তারিখ : ০৬.০১.২০২৫ পবিত্র এনক্লেভ প্রাইভেট লিমিটেড'এর পক্ষে
স্থান : কলকাতা ফোন : ৯৬৮১৯৯৯৬৭৫

কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল নং - ২
৪২সি জওহরলাল নেহরু রোড, ৮ম তল,
জীবন সুধা বিল্ডিং, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
কেস নং : আরসি নং ১৯-২০১৮ সালের
ওএ/৯০৪/২০১১ থেকে
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বনাম মেসার্স মন্তেশ্বর ফুড প্রসেসিং প্রা. লি. এবং অন্যান্য
বিক্রয় নোটিশ

০২.০১.২০২৫ তারিখের আদেশ নং ৫৩ অনুসরণে **মহামান্য রিকভারি অফিসার, ডিআরটি-২, কলকাতা,** নীচের উল্লেখিত স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন আছে এবং যা আছে"** ভিত্তিতে :

সম্পত্তিসমূহ	সংরক্ষিত মূল্য
ক) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক জমি সম্পত্তি পরিমাণ এরিয়া ০১.০৫ একর, অবস্থিত প্লট নং ৩২৮৮, এলআর খতিয়ান নং ৪৩৩৬, জেএল নং ৭১, আরএস খতিয়ান নং ৪১৬, মৌজা : কুসুমগ্রাম, এস আর ও মন্তেশ্বর। খ) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক জমি সম্পত্তি পরিমাণ এরিয়া ০১.৪৯ একর, অবস্থিত প্লট নং ৩২৫৯, এলআর খতিয়ান নং ৪০৫১, জেএল নং ৭১, আরএস খতিয়ান নং ১৬৬১, মৌজা : কুসুমগ্রাম, এস আর ও মন্তেশ্বর।	সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্য **৭১,৫৬,৮০০ টাকা** (একাত্তর লাখ ছাপ্পান্ন হাজার আটশো টাকা) ইএমডি, সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ, **৭,১৫,৬৮০** টাকা (সাত লাখ পনেরো হাজার ছয়শো আশি টাকা)।

ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে। ই-নিলামে অংশ নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতিতে সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ পরিমাণের জন্য ইচ্ছুক ক্রেতাদের একটি বায়না জমা করতে হবে যা সফল দরদাতার ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য করা হবে এবং অন্যান্য দরদাতাদের কাছে ফেরত দেওয়া হবে। সফল দরদাতাকে ইএমডি সামঞ্জস্য করার পর বিক্রয় আয়ের ২৫ শতাংশ জমা করতে হবে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে বিক্রয় প্রক্রিয়া ই-নিলামের সমাপ্তি অর্থাৎ পরবর্তী তারিখের মধ্যে বিকেল ৩টের মধ্যে দাখিল না করলে বায়না জমা বাজেয়াপ্ত হবে। নিলাম বিক্রির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে ক্রেতাকে বিক্রয়ের আয়ের ৭৫ শতাংশ অবশিষ্ট জমা দিতে হবে। যে রিজার্ভ মূল্যের নিচে সম্পত্তি(গুলি) বিক্রি করা হবে না সেটি রিজার্ভ মূল্য হিসাবে সম্পত্তির বিপরীতে নির্দেশিত হয়। রিকভারি অফিসার, ডিআরটি ২, কলকাতার অনুকূলে ডিডি আকারে ইএমডি এবং পরবর্তী আদায় দিতে হবে।

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে স্থগিতকরণের কোনও আদেশের অনুপস্থিতিতে, উল্লিখিত সম্পত্তি অনলাইন নিলামের (ই-নিলাম) মাধ্যমে বিক্রি করা হবে **১১.০২.২০২৫ তারিখে দুপুর ১টা থেকে ২টোর মধ্যে ৩ মিনিটের অসীমায়িত এক্সটেনশন সহ** ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম সম্ভাব্য দরদাতাকে https://drt.auctiontiger.net থেকে বিক্রয় ঘোষণা এবং বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি ডাউনলোড করতে হবেছ-মেসার্স ই-প্রোকিওরমেন্ট টেকনোলজিস লি. (অকশন টাইগার), ঠিকানা - বি-৭০৪, ওয়াল স্ট্রিট, ২ ওরিয়েন্ট ক্লাবের বিপরীতে, আমেদাবাদ ৩৮০০০৬, গুজরাত যোগাযোগ শ্রী রাম শর্মা, মোবাইল ৮০০০০২৩২৯৭, ইমেল আইডি - support@auctiontiger.net এবং ramprasad@auctiontiger.net এবং তাদের নাম নথিভুক্ত করতে পারেন নিলামে অংশগ্রহণের জন্য বায়না জমা ডিমান্ড ড্রাফটের আকারে রিকভারি অফিসার, ডিআরটি ২ কলকাতা, কলকাতায় প্রদেয় হিসেবে দাখিল করে যাতে সংশ্লিষ্ট টাইব্যুনালের নিকট তা পৌঁছয় ২৮.০১.২০২৫ তারিখ বিকেল ৪টের মধ্যে। অংশগ্রহণকারী/আগ্রহী ক্রেতাকে অবশ্যই নিম্নোক্ত নথি/নথিতথ্য দাখিল করতে হবে নাম নথিভুক্তির জন্য কারণ কেবল নথিভুক্ত অংশগ্রহণকারী আগ্রহী ক্রেতাই ই-নিলামে লগ ইন এবং অংশগ্রহণের জন্য (দ্রষ্টব্য : ট্রাইবুনাল নথির কোনও সফট কপি গ্রহণ করবে না)

১. টেন্ডার এবং টেন্ডার ঘোষণার ফর্ম
২. প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত কপি।
৩. স্ব-প্রত্যয়িত বৈধ আবাসিক প্রমাণ।
৪. স্ব-প্রত্যয়িত বৈধ ই-মেইল আইডি এবং মোবাইল নম্বর।

তবে নিলামের সময় নেট ওয়ার্কের মাধ্যমে কোন ত্রুটির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দায়ী থাকবে না। ব্যবহারকারীর আইডি এবং পাসওয়ার্ড সরাসরি নিবন্ধিত অংশগ্রহণকারীদের/ইচ্ছুক ক্রেতাদের কাছে আরও নির্দেশাবলী সহ পাঠানো হবে, যদি থাকে, লগইন করার জন্য এবং অনলাইনের মাধ্যমে নিলামে অংশগ্রহণ করার জন্য। অন্যান্য শর্তাবলী ০২.০১.২০২৫ তারিখে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা জারি করা বিক্রয়ের ঘোষণা অনুসারে একই থাকবে।

আগ্রহী ক্রেতাগণকে বা তাদের প্রতিনিধিগণ **শ্রী বিক্রমাদিত্য সামন্ত, অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএআরবি বর্ধমান মোবাইল - ৯৯০৩০৩৭৭২৩** সঙ্গে যোগাযোগ করে বিস্তারিত এবং পর্যবেক্ষণ বিষয়ে জানতে পারবেন।

দ্রষ্টব্য : আগ্রহী ক্রেতাগণকে বাধ্যতামূলকভাবে টেন্ডারের নথিতথ্য ফর্ম ট্রাইবুনাল সমীপে ২৮.০১.২০২৫ তারিখের মধ্যে দাখিল করতে হবে।

স্বা/-
রিকভারি অফিসার
তারিখ : ২ জানুয়ারি ২০২৫ ডিআরটি - ২, কলকাতা

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD
পরিশিষ্ট ৪ [সংযুক্তি-III]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

নদীয়া নোয়াপাড়া শাখা
মনমোহিনী রোড, গ্রাম ও পোস্ট - নোয়াপাড়া, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১ ২৫৫

যেহেতু:
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ ও ৯ এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের** অনুমোদিত অফিসার **০৭.১০.২০২৪ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ** জারি করে **(১) মেসার্স বিশ্বাস টেক্সটাইল (ঋণগ্রহীতা), স্বত্বাধিকারী- শ্রী তাপস কুমার বিশ্বাস,** গ্রাম - নওপাড়া, নূতন তারাপুর, বাজারামারী মাসুন্দা, রানাঘাট, নদীয়া পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪১ ২০১, **(২) শ্রী তাপস কুমার বিশ্বাস (স্বত্বাধিকারী তথা বন্ধকদাতা),** পিতা- শ্যাম সুন্দর বিশ্বাস, গ্রাম- নূতন তারাপুর, পশ্চিম নোয়াপাড়া, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১ ২৫৫, **(৩) শ্রীমতী চম্পা বিশ্বাস (জামিনদার),** স্বামী- তাপস কুমার বিশ্বাস, গ্রাম- নূতন তারাপুর, পশ্চিম নোয়াপাড়া, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১ ২৫৫, **(৪) শ্রী অভয় মন্ডল (জামিনদার),** পিতা- দীনবন্ধু মন্ডল, গ্রাম- তারাপুর, রানাঘাট, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১ ৪০২, **(৫) শ্রী সুদীপ বিশ্বাস (জামিনদার),** গ্রাম- নূতন তারাপুর, নোয়াপাড়া, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১ ২৫৫, **(৬) শ্রী শৈলেন বিশ্বাস (জামিনদার),** পিতা- নরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, গ্রাম- নূতন তারাপুর, নোয়াপাড়া, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪১ ২৫৫, **আমাদের নদীয়া নোয়াপাড়া শাখার সাথে,** -কে উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত **৮৬,৮৬,৫১৯.০০ টাকা** (ছিয়াশি লক্ষ ছিয়াশি হাজার পাঁচশো ঊনিশ টাকা মাত্র) পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানায়।

ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা ও সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ ও ৯ এর সঙ্গে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল নিয়েছেন **৬ জানুয়ারি, ২০২৫** তারিখে ।

বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা উক্ত সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে **৮৬,৮৬,৫১৯.০০ টাকা** (ছিয়াশি লক্ষ ছিয়াশি হাজার পাঁচশো ঊনিশ টাকা মাত্র) ০৭.১০.২০২৪ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নদীয়া নোয়াপাড়া শাখার** চার্জ সাপেক্ষে হবে।

"আমরা সারফেইসি আইনের ধারা ১৩(৮) এর বিধান এবং সেখানে প্রণীত বিধিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যার অধীনে সিকিউরিটিজগুলির উপর আপনার মুক্ত করার অধিকারের সাথে সম্পর্কিত।"

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তির ঠিকানা: গ্রাম - নূতন তারাপুর, পোস্ট - নোয়াপাড়া, থানা- রানাঘাট, জেলা- নদীয়া, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১ ২৫৫।

সম্পত্তি ১ : জমির বিবরণ : মৌজা - পশ্চিম নোয়াপাড়া, জেএল নং ১৩০, প্লট নং এলআর এবং আরএস ৩৩৪, নোয়াপাড়া মাসুন্দা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, খতিয়ান নং এলআর -১৩৫৭, এডিএসআরও- রানাঘাট-১, টাইটেল/ উপহার দলিল নং আই/ ৬৩০৫ তারিখ- ১৩.০৯.২০১৯ এবং সংশোধিত টাইটেল / উপহার দলিল নং আই/৩৫০ তারিখ- ০১.১১.২০১৯, জমির পরিমান ১৩.২০ ডেসিমেল (ডিড অনুযায়ী), জমির প্রকৃতি - ভিটি। **উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তর- শ্রী আনন্দ ঘোষ এর প্লট, দক্ষিণ- ২৫ ফুট চওড়া মেটাল রোড, পূর্ব- মাধবী ঘোষ এর প্লট, পশ্চিম- শ্রী অর্জুন ঘোষ এর প্লট দ্বারা।

সম্পত্তি ২: জমি ও বিল্ডিং : আরসিসি ফ্রেমযুক্ত কাঠামোর আবাসিক ভবন সহ একতলা লোড বিয়ারিং। পুরাতন ভবনের এলাকা, গ্রাউন্ড ফ্লোর ৬৬০ এবং নতুন ভবন ১১৬১.২৩ বর্গফুট। ল্যান্ডমার্ক - নূতন তারাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাছে, মৌজা , পশ্চিম নোয়াপাড়া, জেএল নং ১৩০, জমির মোট পরিমান ১২ ডেসিমেল যার মধ্যে রয়েছে-

ক) প্লট নং এলআর এবং আরএস ৬১, খতিয়ান নং এলআর ১৯৮২ তে **জমির পরিমাপ ৭ ডেসিমেল** নোয়াপাড়া মাসুন্দা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, এডিএসআরও - রানাঘাট - ১, ২০২০ সালের ২১.০৭.২০২০ তারিখের টাইটেল/উপহার দলিল নং আই/৩১১৮ জমির প্রকৃতি- বাড়ি। **উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত :** উত্তর- শ্রী নারায়ণ চন্দ্র বিশ্বাস এর প্লট, দক্ষিণ- গোস্ট বিহারী মণ্ডল এর প্লট, পূর্ব- দাশুরথী বিশ্বাস এর প্লট, পশ্চিম- ১০ ফুট প্রশস্ত রাস্তা দ্বারা।

খ) প্লট নং এলআর এবং আরএস ৬২ খতিয়ান নং এলআর ১৯৮২ তে **জমির পরিমাপ ৫ ডেসিমেল** ৫ নং নোয়াপাড়া মাসুন্দা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীনে, এডিএসআরও - রানাঘাট - ১, ২০০২ সালের ২৬.১২.২০০১ তারিখের টাইটেল/ উপহার দলিল নং আই/১৯৬০, জমির প্রকৃতি - বাড়ি। **উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত :** উত্তর- পঞ্চায়েত রোড, দক্ষিণ- অশোক বিশ্বাসের প্লট, পূর্ব- হরপ্রসাদ এর প্লট, পশ্চিম- সুনীল বিশ্বাসের প্লট দ্বারা।

তারিখ: ০৬.০১.২০২৫ অনুমোদিত অফিসার
স্থান: নদীয়া নোয়াপাড়া ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

অভয়নগর চড়কপোতা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
রেজি. নং-১ (এন), তাং-১৪.০৫.১৯৫৩
গ্রাম-অভয়নগর,পো:-বারুইপাড়া,ব্লক- তেহট্ট-২নং,থানা-পলাশীপাড়া, জেলা-নদীয়া।

স্মারক নং-০২ /AC / এ.আর.ও তারিখ- ০৬.০১.২০২৫
খসড়া নির্বাচক তালিকা (Draft Electoral Roll) সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা **অভয়নগর চড়কপোতা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি**:-এর সমস্ত সদস্য সদস্যাদের জানাচ্ছি যে সমিতির পরিচালকমণ্ডলী নির্বাচনের জন্য অত্র বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে সমিতির খসড়া নির্বাচক তালিকা (জীবিত ও মৃত সদস্য/সদস্যাদের নিয়ে তৈরি) অদ্য ইংরেজি ০৬-০১-২০২৫ তারিখে সংযোজিত হয়ে প্রকাশিত হল (সমিতির নোটিশ বোর্ডে) যা অত্র বিজ্ঞপ্তির অংশ বলে গণ্য হবে। উক্ত নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত কোন সংযোজন, সংশোধন কিংবা বিয়োজন বিষয়ে কোনও সদস্য/সদস্যার কোনও বক্তব্য থাকলে তা লিখিতভাবে আগামী ইং **০৯-০১-২০২৫ ও ১০-০১-২০২৫** তারিখে সমিতির অফিসে সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৩ টার মধ্যে জমা দিতে পারবেন। উক্ত বক্তব্যের উপর আগামী ইং **১৮.০১.২০২৫** তারিখে বেলা ২ টা থেকে বিকাল ৪ টার মধ্যে অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার দ্বারা সমিতির কার্যালয়ে শুনানি হবে। উক্ত শুনানির সময় আবেদন কারীকে তাহার বক্তব্যের সপক্ষে লিখিত মুদ্রিত প্রমানাদি দাখিল করতে হবে। শুনানি অন্তে চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা (Final Electoral Roll) আগামী ইং **১৮.০১.২০২৫** তারিখে সমিতির নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হবে।

বিদ্র: অনিবার্য কারণবশতঃ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।

স্বা/- পঙ্কজ কুমার রায়
অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
অভয়নগর চড়কপোতা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি:

অভয়নগর চড়কপোতা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
রেজি. নং-১ (এন), তাং-১৪.০৫.১৯৫৩
গ্রাম-অভয়নগর,পো:-বারুইপাড়া,ব্লক- তেহট্ট-২নং,থানা-পলাশীপাড়া, জেলা-নদীয়া।

স্মারক নং-০২ /AC / এ.আর.ও তারিখ- ০৬.০১.২০২৫
খসড়া নির্বাচক তালিকা (Draft Electoral Roll) সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা **অভয়নগর চড়কপোতা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি**:-এর সমস্ত সদস্য সদস্যাদের জানাচ্ছি যে সমিতির পরিচালকমণ্ডলী নির্বাচনের জন্য অত্র বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে সমিতির খসড়া নির্বাচক তালিকা (জীবিত ও মৃত সদস্য/সদস্যাদের নিয়ে তৈরি) অদ্য ইংরেজি ০৬-০১-২০২৫ তারিখে সংযোজিত হয়ে প্রকাশিত হল (সমিতির নোটিশ বোর্ডে) যা অত্র বিজ্ঞপ্তির অংশ বলে গণ্য হবে। উক্ত নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত কোন সংযোজন, সংশোধন কিংবা বিয়োজন বিষয়ে কোনও সদস্য/সদস্যার কোনও বক্তব্য থাকলে তা লিখিতভাবে আগামী ইং **০৯-০১-২০২৫ ও ১০-০১-২০২৫** তারিখে সমিতির অফিসে সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৩ টার মধ্যে জমা দিতে পারবেন। উক্ত বক্তব্যের উপর আগামী ইং **১৮.০১.২০২৫** তারিখে বেলা ২ টা থেকে বিকাল ৪ টার মধ্যে অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার দ্বারা সমিতির কার্যালয়ে শুনানি হবে। উক্ত শুনানির সময় আবেদন কারীকে তাহার বক্তব্যের সপক্ষে লিখিত মুদ্রিত প্রমানাদি দাখিল করতে হবে। শুনানি অন্তে চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা (Final Electoral Roll) আগামী ইং **১৮.০১.২০২৫** তারিখে সমিতির নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হবে।

বিদ্র: অনিবার্য কারণবশতঃ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।

স্বা/- পঙ্কজ কুমার রায়
অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
অভয়নগর চড়কপোতা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি:

সাহেবনগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
রেজি. নং-৩০৫, তাং-২৯.০৫.১৯৪০
গ্রাম+পো:-সাহেবনগর, ব্লক-তেহট্ট-২নং, থানা-পলাশীপাড়া, জেলা-নদীয়া।

স্মারক নং-০২/SAHEB / এ.আর.ও তারিখ-০৬-০১-২০২৫
খসড়া নির্বাচক তালিকা (Draft Electoral Roll) সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা **সাহেবনগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি**:-এর সমস্ত সদস্য সদস্যাদের জানাচ্ছি যে সমিতির পরিচালকমণ্ডলী নির্বাচনের জন্য অত্র বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে সমিতির খসড়া নির্বাচক তালিকা (জীবিত ও মৃত সদস্য/সদস্যাদের নিয়ে তৈরি) অদ্য ইংরেজি ০৬-০১-২০২৫ তারিখে সংযোজিত হয়ে প্রকাশিত হল (সমিতির নোটিশ বোর্ডে) যা অত্র বিজ্ঞপ্তির অংশ বলে গণ্য হবে। উক্ত নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত কোন সংযোজন, সংশোধন কিংবা বিয়োজন বিষয়ে কোনও সদস্য/সদস্যার কোনও বক্তব্য থাকলে তা লিখিতভাবে আগামী ইং **০৯-০১-২০২৫ ও ১০-০১-২০২৫** তারিখে সমিতির অফিসে সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৩ টার মধ্যে জমা দিতে পারবেন। উক্ত বক্তব্যের উপর আগামী ইং **১৭.০১.২০২৫** তারিখে সকাল ১০ টা থেকে বেলা ১২ টার মধ্যে অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার দ্বারা সমিতির কার্যালয়ে শুনানি হবে। উক্ত শুনানির সময় আবেদন কারীকে তাহার বক্তব্যের সপক্ষে লিখিত মুদ্রিত প্রমানাদি দাখিল করতে হবে। শুনানি অন্তে চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা (Final Electoral Roll) আগামী ইং **১৭.০১.২০২৫** তারিখে সমিতির নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হবে।

বিদ্র: অনিবার্য কারণবশতঃ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের তারিখ পরিবর্তন হতে পারে।

স্বা/- পঙ্কজ কুমার রায়
অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
সাহেবনগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি:

Maharaja Manindra Chandra B.Ed College
(for D.El.Ed.Course)
Vill.- Sagarpara, P.S.-Jalangi, Dist.-Murshidabad, PIN-742306.
Email-Id:- maharajamanindrachandrabed15@gmail.com
Mob.No.-8001362158, 9732577224(Office)

Situation Vacant

Applications are Invited for the following post: **(1)H.O.D-01, (2)Foundation Course-02,(3) Language(English-01,) (4) Mathematics-01, (5) Science -01,(6) Social Science-01,(7) Fine Arts/Performing Arts-01, (8) Health & Physical Education-01.**

Note:- The qualification and Experience for the above posts should be as per NCTE norms. Salary & Pay Scale as per NCTE & State Govt. Norms.
(Please submit your resume & Testimonials within 7 days to the above address or through **Email-maharajamanindrachandrabed15@gmail.com)**

Sd/- Dilip Kumar Biswas
Secretary
Maharaja Manindra Chandra B.Ed College

এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড
রেজি. অফিস : 'বৈভব' ৪এফ, ৪, লি রোড, কলকাতা : ৭০০০২০
CIN NO: L74300WB1983PLC036342
ফোন : ০৩৩-২২৯০-৭৪০০/৭৪০১/৭৪০২
ই-মেল : smifcap@gmail.com, cs.smifs@gmail.com ওয়েবসাইট : www.smifscap.com

বিকল্প শেয়ারের জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশক বিজ্ঞপ্তির বয়ান
নোটিশ

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, অঞ্জনী পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট লিমিটেডের নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে শেয়ার সার্টিফিকেট(গুলি) স্থানান্তরিত/হারিয়ে গিয়েছে বলে জানানো হয়েছে। অঞ্জনী পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট লিমিটেড সংশ্লিষ্ট দাবিদার(গণ) কে বিকল্প শেয়ার সার্টিফিকেট(গুলি) ইস্যুর প্রক্রিয়াধীন। সংশ্লিষ্ট বিকল্প ইস্যুর ক্ষেত্রে কোনও আপত্তি(সমূহ), যদি কিছু থাকে,এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে # ৬-৩-৫৫৩, ইউনিট নং ই৩ এবং ই৪, ৫মতল, কুয়েনা স্কোয়ার, অফিস : তাজ ডেকান রোড, এরামঞ্জিল, হায়দরাবাদ-৫০০০৮২ বা ইমেল আইডি : secretarial@anjanicement.com ঠিকানায় জানাতে পারেন।

শেয়ারহোল্ডারের নাম	ফোলিও নং	শেয়ার সার্টিফিকেট নং	শেয়ার সংখ্যা	ডিসটিংটিভ নং	
				হইতে	পর্যন্ত
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৯৯৩৫	১০০	৫৯৯৩৪০১	৫৯৯৩৫০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৯৯৩৪	১০০	৫৯৯৩৩০১	৫৯৯৩৪০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৯৯১১	১০০	৫৯৯১০০১	৫৯৯১১০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৯৯১০	১০০	৫৯৯০৯০১	৫৯৯১০০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৯৯০৯	১০০	৫৯৯০৮০১	৫৯৯০৯০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৯৯০৮	১০০	৫৯৯০৭০১	৫৯৯০৮০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৯৯০৭	১০০	৫৯৯০৬০১	৫৯৯০৭০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৯৯০৬	১০০	৫৯৯০৫০১	৫৯৯০৬০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৯৮৬৭	১০০	৫৯৮৬৬০১	৫৯৮৬৭০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৯৮৬৬	১০০	৫৯৮৬৫০১	৫৯৮৬৬০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৯৮৪২	১০০	৫৯৮৪১০১	৫৯৮৪২০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৯৭৯৫	১০০	৫৯৭৯৪০১	৫৯৭৯৫০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৯৭৯৪	১০০	৫৯৭৯৩০১	৫৯৭৯৪০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৯৭৯৩	১০০	৫৯৭৯২০১	৫৯৭৯৩০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৯৭৯২	১০০	৫৯৭৯১০১	৫৯৭৯২০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৯৭৯১	১০০	৫৯৭৯০০১	৫৯৭৯১০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৯৭৯০	১০০	৫৯৭৮৯০১	৫৯৭৯০০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৯৭৮৯	১০০	৫৯৭৮৮০১	৫৯৭৮৯০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৯৭৮৮	১০০	৫৯৭৮৭০১	৫৯৭৮৮০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৯৭৮৭	১০০	৫৯৭৮৬০১	৫৯৭৮৭০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৯৭৮৬	১০০	৫৯৭৮৫০১	৫৯৭৮৬০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৯৭৮৫	১০০	৫৯৭৮৪০১	৫৯৭৮৫০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৯৭৮৪	১০০	৫৯৭৮৩০১	৫৯৭৮৪০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৯৭৮৩	১০০	৫৯৭৮২০১	৫৯৭৮৩০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৯৭৮২	১০০	৫৯৭৮১০১	৫৯৭৮২০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৯৭৮১	১০০	৫৯৭৮০০১	৫৯৭৮১০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৯৭৮০	১০০	৫৯৭৭৯০১	৫৯৭৮০০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৯৭৭৯	১০০	৫৯৭৭৮০১	৫৯৭৭৯০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৯৭৭৮	১০০	৫৯৭৭৭০১	৫৯৭৭৮০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৯৭৭৭	১০০	৫৯৭৭৬০১	৫৯৭৭৭০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৯৭৭৬	১০০	৫৯৭৭৫০১	৫৯৭৭৬০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৯৭২৩	১০০	৫৯৭২২০১	৫৯৭২৩০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৯৭২১	১০০	৫৯৭২০০১	৫৯৭২১০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৯৭২০	১০০	৫৯৭১৯০১	৫৯৭২০০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৯৭১৭	১০০	৫৯৭১৬০১	৫৯৭১৭০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৯৭১৬	১০০	৫৯৭১৫০১	৫৯৭১৬০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৯৭০৯	১০০	৫৯৭০৮০১	৫৯৭০৯০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৯৬৬৪	১০০	৫৯৬৬৩০১	৫৯৬৬৪০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৯৬৫০	১০০	৫৯৬৪৯০১	৫৯৬৫০০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৯৫৪৯	১০০	৫৯৫৪৮০১	৫৯৫৪৯০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৯৫৪৭	১০০	৫৯৫৪৬০১	৫৯৫৪৭০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৯৫৪৫	১০০	৫৯৫৪৪০১	৫৯৫৪৫০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৯৫৪৩	১০০	৫৯৫৪২০১	৫৯৫৪৩০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৯৫৪১	১০০	৫৯৫৪০০১	৫৯৫৪১০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৯৫৩৯	১০০	৫৯৫৩৮০১	৫৯৫৩৯০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৯৫৩৭	১০০	৫৯৫৩৬০১	৫৯৫৩৭০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৯৫৩৫	১০০	৫৯৫৩৪০১	৫৯৫৩৫০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৯৫৩৩	১০০	৫৯৫৩২০১	৫৯৫৩৩০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৯৫৩১	১০০	৫৯৫৩০০১	৫৯৫৩১০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৯৪৮৮	১০০	৫৯৪৮৭০১	৫৯৪৮৮০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৯৪৮৬	১০০	৫৯৪৮৫০১	৫৯৪৮৬০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৯৪৪০	১০০	৫৯৪৩৯০১	৫৯৪৪০০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৯২৫৬	১০০	৫৯২৫৫০১	৫৯২৫৬০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৯০৪৩	১০০	৫৯০৪২০১	৫৯০৪৩০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৯০৪২	১০০	৫৯০৪১০১	৫৯০৪২০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৯০৪১	১০০	৫৯০৪০০১	৫৯০৪১০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৯০৩৮	১০০	৫৯০৩৭০১	৫৯০৩৮০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৯০০৯	১০০	৫৯০০৮০১	৫৯০০৯০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮৭৭৭	১০০	৫৮৭৭৬০১	৫৮৭৭৭০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮৭৭৬	১০০	৫৮৭৭৫০১	৫৮৭৭৬০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮৭৭৫	১০০	৫৮৭৭৪০১	৫৮৭৭৫০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮৭৭৪	১০০	৫৮৭৭৩০১	৫৮৭৭৪০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮৭৭৩	১০০	৫৮৭৭২০১	৫৮৭৭৩০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮৭৭২	১০০	৫৮৭৭১০১	৫৮৭৭২০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮৭৭১	১০০	৫৮৭৭০০১	৫৮৭৭১০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮৭৭০	১০০	৫৮৭৬৯০১	৫৮৭৭০০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮৭৬৯	১০০	৫৮৭৬৮০১	৫৮৭৬৯০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮৭৬৮	১০০	৫৮৭৬৭০১	৫৮৭৬৮০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮৭৫৮	১০০	৫৮৭৫৭০১	৫৮৭৫৮০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮৬২০	১০০	৫৮৬১৯০১	৫৮৬২০০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮৬১২	১০০	৫৮৬১১০১	৫৮৬১২০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮৫৬৪	১০০	৫৮৫৬৩০১	৫৮৫৬৪০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮২৮৯	১০০	৫৮২৮৮০১	৫৮২৮৯০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮২৮৮	১০০	৫৮২৮৭০১	৫৮২৮৮০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮২৮৭	১০০	৫৮২৮৬০১	৫৮২৮৭০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮২৮৬	১০০	৫৮২৮৫০১	৫৮২৮৬০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮২৮৫	১০০	৫৮২৮৪০১	৫৮২৮৫০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮২৮৪	১০০	৫৮২৮৩০১	৫৮২৮৪০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮২৮৩	১০০	৫৮২৮২০১	৫৮২৮৩০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮২৮২	১০০	৫৮২৮১০১	৫৮২৮২০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮২৮১	১০০	৫৮২৮০০১	৫৮২৮১০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮২৮০	১০০	৫৮২৭৯০১	৫৮২৮০০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮২৭৯	১০০	৫৮২৭৮০১	৫৮২৭৯০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮২৭৮	১০০	৫৮২৭৭০১	৫৮২৭৮০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮২৭৭	১০০	৫৮২৭৬০১	৫৮২৭৭০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮২৭৬	১০০	৫৮২৭৫০১	৫৮২৭৬০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮২৭৫	১০০	৫৮২৭৪০১	৫৮২৭৫০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮২৭৪	১০০	৫৮২৭৩০১	৫৮২৭৪০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮২৭৩	১০০	৫৮২৭২০১	৫৮২৭৩০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮২৭২	১০০	৫৮২৭১০১	৫৮২৭২০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮২৭১	১০০	৫৮২৭০০১	৫৮২৭১০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮২৭০	১০০	৫৮২৬৯০১	৫৮২৭০০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮২৬৯	১০০	৫৮২৬৮০১	৫৮২৬৯০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮২৬৮	১০০	৫৮২৬৭০১	৫৮২৬৮০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮২৬৭	১০০	৫৮২৬৬০১	৫৮২৬৭০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮২৬৬	১০০	৫৮২৬৫০১	৫৮২৬৬০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮২৬৫	১০০	৫৮২৬৪০১	৫৮২৬৫০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮২৬৪	১০০	৫৮২৬৩০১	৫৮২৬৪০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮২৬৩	১০০	৫৮২৬২০১	৫৮২৬৩০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮২৬২	১০০	৫৮২৬১০১	৫৮২৬২০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮২৬১	১০০	৫৮২৬০০১	৫৮২৬১০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮২৬০	১০০	৫৮২৫৯০১	৫৮২৬০০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮২৫৯	১০০	৫৮২৫৮০১	৫৮২৫৯০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮২৫৮	১০০	৫৮২৫৭০১	৫৮২৫৮০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮২৫৭	১০০	৫৮২৫৬০১	৫৮২৫৭০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮২৫৬	১০০	৫৮২৫৫০১	৫৮২৫৬০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮২৫৫	১০০	৫৮২৫৪০১	৫৮২৫৫০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮২৫৪	১০০	৫৮২৫৩০১	৫৮২৫৪০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮২৫৩	১০০	৫৮২৫২০১	৫৮২৫৩০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮২৫২	১০০	৫৮২৫১০১	৫৮২৫২০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮২৫১	১০০	৫৮২৫০০১	৫৮২৫১০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮২৫০	১০০	৫৮২৪৯০১	৫৮২৫০০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮২৪৯	১০০	৫৮২৪৮০১	৫৮২৪৯০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮২৪৮	১০০	৫৮২৪৭০১	৫৮২৪৮০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮২৪৭	১০০	৫৮২৪৬০১	৫৮২৪৭০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮২৪৬	১০০	৫৮২৪৫০১	৫৮২৪৬০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮২৪৫	১০০	৫৮২৪৪০১	৫৮২৪৫০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮২৪৪	১০০	৫৮২৪৩০১	৫৮২৪৪০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮২৪৩	১০০	৫৮২৪২০১	৫৮২৪৩০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮২৪২	১০০	৫৮২৪১০১	৫৮২৪২০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮২৪১	১০০	৫৮২৪০০১	৫৮২৪১০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮২৪০	১০০	৫৮২৩৯০১	৫৮২৪০০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮২৩৯	১০০	৫৮২৩৮০১	৫৮২৩৯০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮২৩৮	১০০	৫৮২৩৭০১	৫৮২৩৮০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮২৩৭	১০০	৫৮২৩৬০১	৫৮২৩৭০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮২৩৬	১০০	৫৮২৩৫০১	৫৮২৩৬০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮২৩৫	১০০	৫৮২৩৪০১	৫৮২৩৫০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮২৩৪	১০০	৫৮২৩৩০১	৫৮২৩৪০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮২৩৩	১০০	৫৮২৩২০১	৫৮২৩৩০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮২৩২	১০০	৫৮২৩১০১	৫৮২৩২০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮২৩১	১০০	৫৮২৩০০১	৫৮২৩১০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৮২৩০	১০০	৫৮২২৯০১	৫৮২৩০০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৬৬৬২	১০০	৫৬৬৬১০১	৫৬৬৬২০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৬৬৬১	১০০	৫৬৬৬০০১	৫৬৬৬১০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৬৬২৭	১০০	৫৬৬২৬০১	৫৬৬২৭০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৬৬২৬	১০০	৫৬৬২৫০১	৫৬৬২৬০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৬৬২৫	১০০	৫৬৬২৪০১	৫৬৬২৫০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৬৬২৪	১০০	৫৬৬২৩০১	৫৬৬২৪০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৬৬০৩	১০০	৫৬৬০২০১	৫৬৬০৩০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৬৬০২	১০০	৫৬৬০১০১	৫৬৬০২০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৬৫৬৯	১০০	৫৬৫৬৮০১	৫৬৫৬৯০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৬৫৬৬	১০০	৫৬৫৬৫০১	৫৬৫৬৬০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৬৫৬৫	১০০	৫৬৫৬৪০১	৫৬৫৬৫০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৬৫৬৪	১০০	৫৬৫৬৩০১	৫৬৫৬৪০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৬৫৬৩	১০০	৫৬৫৬২০১	৫৬৫৬৩০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৬৫৬২	১০০	৫৬৫৬১০১	৫৬৫৬২০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৬৫৬১	১০০	৫৬৫৬০০১	৫৬৫৬১০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৬৫৬০	১০০	৫৬৫৫৯০১	৫৬৫৬০০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৬৫৫৯	১০০	৫৬৫৫৮০১	৫৬৫৫৯০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৬৫৫৮	১০০	৫৬৫৫৭০১	৫৬৫৫৮০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৬৫৪৬	১০০	৫৬৫৪৫০১	৫৬৫৪৬০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৬৩৪৬	১০০	৫৬৩৪৫০১	৫৬৩৪৬০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৬৩৪৫	১০০	৫৬৩৪৪০১	৫৬৩৪৫০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৬৩৪৪	১০০	৫৬৩৪৩০১	৫৬৩৪৪০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৬৩৪৩	১০০	৫৬৩৪২০১	৫৬৩৪৩০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৬৩৪২	১০০	৫৬৩৪১০১	৫৬৩৪২০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৬৩৪১	১০০	৫৬৩৪০০১	৫৬৩৪১০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৬৩৪০	১০০	৫৬৩৩৯০১	৫৬৩৪০০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৬৩৩৯	১০০	৫৬৩৩৮০১	৫৬৩৩৯০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৬৩৩৮	১০০	৫৬৩৩৭০১	৫৬৩৩৮০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৬৩৩৭	১০০	৫৬৩৩৬০১	৫৬৩৩৭০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৬৩৩৬	১০০	৫৬৩৩৫০১	৫৬৩৩৬০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৬৩৩৫	১০০	৫৬৩৩৪০১	৫৬৩৩৫০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৬৩৩৪	১০০	৫৬৩৩৩০১	৫৬৩৩৪০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৬৩৩৩	১০০	৫৬৩৩২০১	৫৬৩৩৩০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৬৩৩২	১০০	৫৬৩৩১০১	৫৬৩৩২০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৬৩৩১	১০০	৫৬৩৩০০১	৫৬৩৩১০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৬৩৩০	১০০	৫৬৩২৯০১	৫৬৩৩০০০
এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড	০০২০৬২২	৫৬৩০৪	১০০	৫৬৩০৩০১	৫৬৩০৪০০

সাধারণকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উল্লিখিত শেয়ারগুলির কোনওরূপ লেনদেন না করতে।
স্থান : কলকাতা শেয়ারহোল্ডারের নাম : এসএমআইএফএস ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড
তারিখ : ০৬.০১.২০২৫

খাগড়াগর কাণ্ডে ধৃত তারিকুল ইসলামকে হেপাজতে নিল রাজ্য পুলিশের এসটিএফ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বহরমপুর: খাগড়াগর কাণ্ডে ধৃত তারিকুল ইসলামকে হেপাজতে নিল রাজ্য পুলিশের এসটিএফ। এদিন আসাম ও রাজ্য পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স তারিকুল ইসলামকে নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার জন্য আবেদন করে। শেষ পর্যন্ত আদালতের নির্দেশে তারিকুল ইসলামকে তেরো দিনের জন্য রাজ্য পুলিশের টাস্ক ফোর্স নিজেদের হেপাজতে পেল। তবে আসাম পুলিশের টাস্ক ফোর্সের কর্তা তারিকুলের সঙ্গে বহরমপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে দেখা করে। পরে তারিকুলকে বহরমপুর জেলা আদালতে তোলা হয়।

২০১৪ সালের ২ অক্টোবর খাগড়াগর কাণ্ডে গ্রেপ্তার হয় তারিকুল ইসলাম। তারিকুল ইসলামকে রাখা হয়েছিল বহরমপুরে কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে। তারিকুলের সঙ্গে আনসারুল্লা বাংলা টিমের প্রধানের যোগাযোগ ছিল। নওদা থেকে ধৃত আব্বাস শেখ ও আমিরুল ইসলামের মগজ ধোলাইয়ের পিছনেও তারিকুলের ভূমিকা রয়েছে বলে দাবি গোয়েন্দাদের।

আনসারুল্লা বাংলা টিমের বেশ কয়েকজন এখন আসাম পুলিশের হেপাজতে রয়েছে। তারমধ্যে রয়েছে সাদ শেখ ও তার মাসতুতো ভাই। আসাম পুলিশের এসটিএফ দাবি জানিয়েছে, তারিকুলকে তাদের মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করলে তদন্তের আরও গভীরে পৌঁছনো যাবে। সেইমতো তারা তারিকুলকে নিজেদের হেপাজতে নিতে আবেদন জানায়। কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে গিয়ে তার সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথাও বলে। একইদিনে রাজ্য পুলিশের টাস্ক ফোর্সও তারিকুলকে তাদের হেপাজতের আবেদন জানায়। রাজ্য পুলিশের হাতে রয়েছে নওদা থেকে জঙ্গি সন্দেহে ধৃত আরও দু'জন। এদিন বহরমপুর জেলা আদালতের বিচারক তারিকুলকে রাজ্য পুলিশের এসটিএফের হেপাজতের নির্দেশ দেন।

বাংলার বাড়ি প্রাপকদের সংবর্ধনা উপপ্রধানের

নিজস্ব প্রতিবেদন, শাসন: 'বাংলার বাড়ি' প্রাপকদের ফুল মিষ্টি দিয়ে সংবর্ধনা ও জনসংযোগ উপপ্রধানের। সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ বাড়ির জন্য কেউ টাকা চাইতে এলে দেবেন না, জানিয়ে দিলেন উপভোক্তাদের। বারাসাত ২ নম্বর ব্লকের দাতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আবদুল হাই এর এই অভিনব উদ্যোগে খুশি এলাকার ৯১ জন ঘর প্রাপক ও এলাকার মানুষ।

কেন্দ্রীয় সরকার টাকা আটকে রেখেছে। অথচ বাংলার দরিদ্র মানুষের পাকা বাড়ির স্বপ্ন 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পের মাধ্যমে পূরণ করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজনৈতিক রং না দেখেই দেওয়া হয়েছে ঘরের টাকা। বাংলার বাড়ি নিয়ে সিপিআই (এম), আইএসএফ, বিজেপি নেতারা বিরোধিতা, কুৎসা, তছরুপের অভিযোগ তুলেছিল। এবার তাদের কর্মী সমর্থকদের অ্যাকাউন্টেই ঢুকেছে আবাসের প্রথম কিস্তির টাকা। ব্যতিক্রম নয় দাঁতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতও। সেইজন্য পঞ্চায়েত ও অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে

এবং উপপ্রধানের উদ্যোগে দেওয়া হল ফুলের তোড়া, মিষ্টির প্যাকেট।

বারাসাত দু'নম্বর ব্লকের পকদাহ এলাকায় প্রায় ৯১ জন বাংলার আবাস যোজনা ঘরের প্রথম কিস্তি টাকা ঢুকেছে। তার মধ্যে ১১ জন বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মী সমর্থক। কোন রং না দেখে যাদের বাংলার আবাসের টাকা ঢুকেছে তাদের প্রত্যেকের বাড়িতে গিয়ে দেওয়া হচ্ছে সংবর্ধনা ফুলের তোড়া ও মিষ্টির প্যাকেট। সিপিআইএম সমর্থক মহম্মদ আব্দুল জলিল ও আইএসএফ সমর্থক মোহাম্মদ নাজমুল আলমের দাবি একাধিকবার আবাসের জন্য তারা আবেদন করেছিলাম ত্রিপলের ঘরে থেকেও তাদের নাম বারবার বাদ দেওয়া হয়েছিল। এবারে তাদের ঘরের লিস্টে নাম এবং প্রথম কিস্তির টাকা অ্যাকাউন্টে দেওয়া হয়েছে। উপপ্রধান আবদুল হাই বলেন, দিদিকে ফোন করেও বাড়ির জন্য আবেদন করে অনেকে বাড়ি পেয়েছেন। তিনি স্বচ্ছতা পছন্দ করেন। আমরাও আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতে দিদির নির্দেশ মেনে স্বচ্ছতা সঙ্গে কাজ করেছি বলেই বিরোধীরাও ঘর পেয়েছেন।

দুবরাজপুর নেপাল মজুমদার ভবনে শুরু হল চার দিনব্যাপী বিজয়িনী নাট্য সমারোহ। সেজুতি পরিচালিত এই নাট্য উৎসবের সূচনা করেন পদ্মশ্রী লোকশিল্পী রতন কাহার। সেজুতি নাট্যদলের কর্ণধার সুমনা চক্রবর্তী বলেন, চতুর্থ বর্ষের এই নাট্য উৎসবে মোট বারোটি নাট্য দল অংশগ্রহণ করেছে। এই উৎসবে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দুবরাজপুর পুরসভার চেয়ারম্যান পীযূষ পাণ্ডে, দুবরাজপুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রমের শীর্ষ সেবক স্বামী সত্য শিবানন্দ মহারাজ প্রমুখ।

উত্তরপাড়া পুরসভার উদ্যোগে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য মক টেস্টের ব্যবস্থা

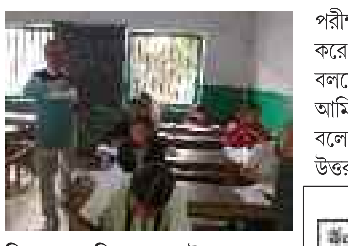

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: উত্তরপাড়া পুরসভার উদ্যোগে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য মক টেস্টের ব্যবস্থা। এই মক টেস্ট পরীক্ষা উত্তরপাড়া হিন্দমোটরের বেশ কিছু স্কুলে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করে। সোমবার দুপুর বারোটা থেকে পরীক্ষার্থীরা মক টেস্ট পরীক্ষা দিতে স্কুলগুলিতে আসে তারা বেশি উৎসাহ নিয়ে মক টেস্ট পরীক্ষা দিতে শুরু করে। উত্তরপাড়া পুরসভার উদ্যোগে পরীক্ষার্থীদের হাতে কলম তুলে দিলেন উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব তিনি পরীক্ষার্থীদের উৎসাহ দিলেন বললেন, ভালো করে পরীক্ষা দাও। উত্তরপাড়ার একটি স্কুলে তিনি গিয়েছিলেন তার সঙ্গে দেখা গেল উত্তরপাড়া পুরসভা সিআইসি উৎপলাদিত্য ব্যানার্জি ও কাউন্সিলর অর্ণব রায়, এছাড়া মাখলা দেবিশ্বরী স্কুলে পুরসভার সিআইসি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। এইসঙ্গে শিক্ষক শিক্ষিকারা অন্যান্য স্কুলের পরীক্ষার্থীদের হাতে কলম তুলে দিলেন। এই প্রসঙ্গে পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব বলেন, এটা খুব ভালো জিনিস। বড় পরীক্ষা দেওয়ার আগে তারা যাতে আরো স্বাভাবিক হয় কোনও অসুবিধা না হয়। সেই জন্যই পরীক্ষার ব্যবস্থা করা আমরা আগে স্কুলগুলির শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে আলোচনা করে নিয়েছিলাম। উত্তরপাড়া অমরেন্দ্র বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক সুশান্ত বাবু বললেন পুরসভার উদ্যোগ খুব ভালো লেগেছে। পরীক্ষার্থীদের খুব ভালো হবে। আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পরিচালন সমিতির সভাপতি উৎপলাদিত্য ব্যানার্জি বলেন, এর ফলে পরীক্ষার্থীদের খুব উপকার হবে নার্ভাস ব্যাপারটা থাকবে না। উত্তরপাড়া খেলাধুলা ও পড়াশোনায় খুব ভালো ফল করে।

জোড়া খুনের যাবজ্জীবন সাজা ঘোষণা বারাসাত আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: নিজের স্ত্রী ও মেয়েকে কাঠের মুগুর দিয়ে খুন করার অভিযোগে সোমবার বারাসাত আদালত শেখর দেবনাথকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও দশ হাজার টাকা জরিমানা করল। ২০১৮ সালের ১৮ মার্চ এই জোড়া খুনের ঘটনা ঘটে হাবড়া থানার মছলন্দপুর এলাকায়। নিজের স্ত্রী মিঠু দেবনাথ ও মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী মেয়েকে পূজা দেবনাথ কাঠের মুগুর দিয়ে মাথায় মেরে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দেয় শেখর। স্ত্রী বাজারে গেলে প্রথমে মেয়ে পরে বাজার থেকে ফিরলে স্ত্রীকে মুগুর দিয়ে মেরে মৃত্যু নিশ্চিত করতে গলায় ফাঁস লাগিয়ে খুন করে। তারপর থেকে হাবরা থানার পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত শুরু করে। গত শনিবার ৩০২ ও ২০১ ধারায় বারাসাত আদালত শেখর দেবনাথকে দোষী সাব্যস্ত করে এদিন তার যাবজ্জীবনের সাজা ঘোষণা করে বিচারক। আদালত সূত্রে জানা গেছে মদ্যপ শেখর অভাবে ও দেনাতে তার নিজের স্ত্রী ও মেয়েকে খুন করেছিলো।

ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া BOI Bank of India Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস, ৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর - ২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান
পিন - ৭১৩২১২, ইমেল - zo.bardhaman@bankofindia.com

দায়বদ্ধ স্বর্ণারত্ন/অলংকার/মুদ্রা সাধারণ নিলামে বিক্রির নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, নিম্নোক্ত স্বর্ণ ঋণগ্রহীতাগণ, তাদের আইনি উত্তরাধিকারীগণ, ব্যক্তিগণ স্বর্ণালংকার ব্যবসায়ে যুক্ত/গহনা/মুদ্রা এবং সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে ব্যাঙ্ক কর্তৃক একাধিকবার নোটিশ/এবং লিখিত তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায় দেননি।

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ তাদের স্বর্ণ ঋণ অ্যাকাউন্টে (সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত যাবতীয় সুদ, শুল্ক চার্জ এবং ব্যয় সহ) **২৭.০১.২০২৫ সকাল ১০টা থেকে ২৮.০১.২০২৫ তারিখের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া আদায় দিতে ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্কের শাখা প্রেমিসেসে দায়বদ্ধ স্বর্ণালংকার/রত্ন/মুদ্রা সমুদয় সাধারণ নিলামে** বিক্রয়ের ব্যবস্থা করবে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উক্ত ঋণগ্রহীতাগণের অসুবিধা বা ক্ষতির বিষয়ে ব্যাঙ্ক কোনও দায় বহন করবে না এবং কোনও অভিযোগ বা প্রতিনিধিত্ব ঋণগ্রহীতাদের তরফে গ্রাহ্য হবে না। **যে সকল আগ্রহী ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট নিলামে অংশ নিতে উৎসুক তাদের ৫০০০ টাকা (পাঁচ হাজার টাকা) ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের নিকট সংশ্লিষ্ট তারিখ এবং সময়ের পূর্বে** দাখিল করতে হবে বায়না জমা হিসেবে। যে সকল ব্যক্তি চূড়ান্ত ডাকে অংশ নেবেন তাদের ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ব্যাঙ্কের নিকট সম্পূর্ণ মূল্য দাখিল করতে হবে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্কের নিকট দাখিল করা বায়না জমা বাজেয়াপ্ত হবে। ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট ডাকের পরিমাণ অপর্যাপ্ত বিবেচনায় নিলাম বাতিল করার অধিকার রাখে। ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই উক্ত নিলামের সূচি, তারিখ, সময় বা স্থান পরিবর্তনের বা বাতিলের অধিকার রাখে।

অ্যাকাউন্ট নং এবং শাখা	ঋণগ্রহীতার নাম	ঠিকানা	সোনার মোট ওজন
৪৩৮৯৭৭৬১০০০০৩৫৮ এবং উখরা শাখা	পিন্টু গরাই	পাঁচ কালীতলা, উখরা, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ	৩.৩৯ গ্রাম
৪৩০৩৭৭৬১০০০২৫৬১ এবং কালারা শাখা	সন্দীপ কুমার ঘোষ	গ্রাম - আরাসুল, পো- জামালপুর, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১৩৪০৮	১১.০০ গ্রাম
৪১৮৩৭৭৬১০০০০১০১ এবং ঝালদা শাখা	বিপুল ভদ্র	নমোপাড়া, ঝালদা, ওয়ার্ড নং ৬, পুরুলিয়া	১১.৭৩০ গ্রাম

তারিখ : ০৭.০১.২০২৫
স্থান : দুর্গাপুর

অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
উল্লাস গেট নং ১, বর্ধমান - ৭১৩১০৪, ইমেল ঃ sbi.14817@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ অভিজিৎ চক্রবর্তী, ইমেল আইডি ঃ sbi.14817@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯৬৭৪৪৫৮৮৮৮

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
[রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ০৭.০২.২০২৫
সময় ঃ ২৪০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ : ৩১.০১.২০২৫, সময় : সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত

সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার** কর্তৃক **কার্যকরী দখলীকৃত** এবং তা বিক্রয় করা হবে '**যেখানে যেমন আছে**', '**যেখানে যা আছে**' এবং '**যেখানে যেমন অবস্থায় আছে**' ভিত্তিতে ০৭.০২.২০২৫ তারিখে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩টার মধ্যে।

ক্রম নং ০১ — [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬)]

সংশ্লিষ্ট **৪৫,৪৮,৬১৭.০০ টাকা (০৮.০৬.২০২৩ অনুযায়ী)** পরবর্তী সুদ, অন্যান্য ব্যয় এবং শুল্ক জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া **মেসার্স অন্নপূর্ণা ভান্ডার ১) স্বত্বা - শ্রী দেবানন্দ সিংঘ,** পিতা প্রয়াত বিজয় কুমার সিংঘ **২) শ্রী বিবেকানন্দ সিং** পিতা দেবানন্দ সিংঘ **৩) শ্রী দেবানন্দ সিংঘ (সহ-আবেদনকারী তথা বন্ধকদাতা), ৪) শ্রীমতী বন্দনা সিং (ব্যক্তিগত জামিনদাতা)** স্বামী দেবানন্দ সিং-এর কাছ থেকে আদায় সম্পর্কিত।

সংরক্ষিত মূল্য ঃ
২২.৬৮ লাখ টাকা এবং বায়না জমা ২,২৬,৮০০.০০ টাকা
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ২০,০০০.০০ টাকা
(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ এরিয়া ১ ১/২ , ডেসিমেল (দলিল নং ১-৬৪১৩/১৯৯৯ এরিয়া ১ ডেসিমেল এবং দলিল নং ১-৮৪০৩/২০০৯, এরিয়া **০.৫০ ডেসিমেল,** মোট এরিয়া ১ ১/২ , ডেসিমেল।) মৌজা : সাঁইথিয়া, জেএল নং ৯৫, আরএস প্লট নং ৯৩৯, এলআর প্লট নং ২৩০৭(ঐ), খতিয়ান নং ১৫৪(ঐ),এলআর খতিয়ান নং ১৯৩৯(ঐ), হোল্ডিং নং ৫৯ , সাঁইথিয়া পুরসভার ওয়ার্ড নং ১১ অধীন, পশ্চিমবঙ্গ।
সম্পত্তি শ্রী দেবানন্দ সিংহ, পিতা প্রয়াত বিজয় কুমার সিংহ, মহল্লা- ছত্রী পাড়া, থানা এবং পো : সাঁইথিয়া, পিন : ৭৩১২৩৪, জেলা : বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ।

সম্পত্তি কার্যকরী দখলীকৃত

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://ebkray.in এবং/বা https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে।

তারিখ ঃ ০৭.০১.২০২৫
স্থান ঃ বর্ধমান

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি শাখা, বর্ধমান

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

কৃষ্ণনগর প্রধান শাখা
কৃষ্ণনগর, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১১০১
ই-মেইল আইডি: k813@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) -এর অনুবিধি দেখুন]
২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এমফোর্সমেন্ট) রুলস ৮(৬) -এর অনুবিধির সঙ্গে পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/এবং জামিনদার(গণ) -কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা **১৪.০২.২০২৫** তারিখে বিক্রি করা হবে "**যেখানে যেমন আছে**", "**যা আছে তা আছে**" এবং "**সেখানে যা কিছু আছে**" ভিত্তিতে বকেয়া রাশি পুনরুদ্ধারের জন্য যা নিচে উল্লিখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে, নিম্নে বর্ণিত ঋণগ্রহীতা(গণ) -এর কাছ থেকে, যা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সুরক্ষিত ঋণদাতা**-এর প্রাপ্য।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/জামিনদারের নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	ক) ১. ঋণগ্রহীতা / স্বত্বাধিকারী : **শ্রী বিশ্বনাথ ঘোষ,** পিতা- মন্টু ঘোষ, বি.কে. মোদক লেন (নগেন্দ্র নগর ১ম লেন), হোল্ডিং নং ৪৯, ওয়ার্ড নং ২৩, কৃষ্ণনগর পৌরসভার অধীনে, পোস্ট- কৃষ্ণনগর, থানা - কোতোয়ালি, জেলা - নদীয়া, পিন- ৭৪১১০১, পশ্চিমবঙ্গ ২. জামিনদার/ বন্ধকদাতা: **মিস দুর্গা ঘোষ,** বি.কে. মোদক লেন (নগেন্দ্র নগর ১ম লেন), হোল্ডিং নং ৪৯, ওয়ার্ড নং ২৩, কৃষ্ণনগর পৌরসভার অধীনে, পোস্ট- কৃষ্ণনগর, থানা - কোতোয়ালি, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১১০১, পশ্চিমবঙ্গ খ) কৃষ্ণনগর প্রধান শাখা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ এবং তদস্থিত ভবন অবস্থিত মৌজা : কৃষ্ণনগর, হোল্ডিং নং ৪৯, বি কে মোদক লেন (নগেন্দ্র নগর ফার্স্ট লেন), ওয়ার্ড নং ২৩, কৃষ্ণনগর পুরসভা অধীন, থানা: কোতোয়ালি, জেলা : নদিয়া, জেএল নং ৯২, এলআর খতিয়ান নং ৩১৮৭০, প্লট নং এলআর ৮১০, জমির এরিয়া ১.৯৯ ডেসিমেল, জমির ক্যাটাগরি : বাড়ি, স্বত্ব দলিল নং ৬৪১৭/২০০৮, নথিভুক্ত অফিস এডিএসআর -কৃষ্ণনগর, বুক নং ১, ভল্যুম নং ২৮, পৃষ্ঠা ২৩ থেকে৩, তারিখ ২৩.০৭.২০০৮, **শ্রীমতী দুর্গা ঘোষ -এর নামে। চৌহদ্দি :** উত্তরে : দুর্গা ঘোষের সম্পত্তি; দক্ষিণে : গৌর হালদারের সম্পত্তি; পূর্বে : দশরথ হালদারের সম্পত্তি ; পশ্চিমে : সড়ক।	**২৫,৬১,৯৬০.০০ টাকা** (পঁচিশ লক্ষ একষট্টি হাজার নয়শো ষাট টাকা মাত্র) (বিবি + এমওআই = ১৯,৩৫,৪৪৩.০০ টাকা + ৬,২৬,৫১৭.০০ টাকা) ০৬.০১.২০২৫ অনুযায়ী বকেয়া তদুপরি আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ।	**ক) ২১,৬৩,০০০.০০ টাকা** (একুশ লক্ষ তেষট্টি হাজার টাকা মাত্র) **খ) ২,১৬,৩০০.০০ টাকা** (দুই লক্ষ ষোল হাজার তিনশো টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30017936298** **ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**
২.	**ক) ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা: শ্রী সমীর ঘোষ,** পিতা- মন্টু ঘোষ, বি.কে. মোদক লেন (নগেন্দ্র নগর ১ম লেন), হোল্ডিং নং ৪৯, ওয়ার্ড নং ২৩, কৃষ্ণনগর পৌরসভার অধীনে, পোস্ট- কৃষ্ণনগর, থানা - কোতোয়ালি, জেলা - নদীয়া, পিন -৭৪১১০১, পশ্চিমবঙ্গ **খ) কৃষ্ণনগর প্রধান শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং দোতলা ভবন, মৌজা : কৃষ্ণনগর, বি কে মোদক লেন (নগেন্দ্র নগর ফার্স্ট লেন), চালতা পুকুরের নিকট, হোল্ডিং নং ৫০, ওয়ার্ড নং ২৩, কৃষ্ণনগর পুরসভা অধীন, থানা : কোতোয়ালি, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪১১০১, জেএল নং ৯২, এলআর খতিয়ান নং ৪৪৬৭২, প্লট নং ৮১৭, জমির এরিয়া ১.৫০ ডেসিমেল, জমির ক্যাটাগরি -বাড়ি,। স্বত্ব দলিল নং ৮৩৭১/২০১৬, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর -কৃষ্ণনগর, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৩০২-২০১৬, পৃষ্ঠা ১৫৮৬৮০ থেকে ১৫৮৭০৯, তারিখ ০৬.১০.২০১৬, **সমীর ঘোষের নামে। চৌহদ্দি:** উত্তরে : ভবেশ দে এর সম্পত্তি; দক্ষিণে : শ্যামল দে এর সম্পত্তি; পূর্বে : ৮ ফুট চওড়া কংক্রিট রোড; পশ্চিমে: শ্রী হরি হালদারের সম্পত্তি।	**২২,৭৪,৭৭০.৩৯ টাকা** (বাইশ লক্ষ চুয়াত্তর হাজার সাতশো সত্তর টাকা উনচল্লিশ পয়সা মাত্র) (বিবি + এমওআই = ১৫,৫৮,৩৪৯.০০ টাকা + ৭,১৬,৪২১.৩৯ টাকা) ০৬.০১.২০২৫ অনুযায়ী বকেয়া তদুপরি আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ।	**ক) ১৬,৪২,০০০.০০ টাকা** (ষোল লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) **খ) ১,৬৪,২০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ চৌষট্টি হাজার দুইশত টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30154090202** **ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ১৪.০২.২০২৫; সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **(https://baanknet.com)** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, **অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, হেল্পডেস্ক নং : ৮২৯১২ ২০২২০।**
দরদাতাদের (https://baanknet.com) ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ০৬.০১.২০২৫
স্থান : কৃষ্ণনগর

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে, এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা

L&T Finance

বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রির জন্য পাবলিক অকশন

সিকিউরিটিজাইসেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেট্স অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, 2002 [54 OF 2002]-এর অধীনে এল&টি ফাইনানাস লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক এবং উক্ত আইনের প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে নিম্নলিখিত সম্পত্তির অকশন করা হচ্ছে "**যেখানে যেমন ভিত্তিতে**" এবং "**যেখানে যেমন অবস্থায় আছে**" এমন অবস্থায় "**পাবলিক অকশন**" করা হচ্ছে যাতে এর বকেয়া অর্থ এবং পরবর্তী সুদ, চার্জেস এবং মূল্য ইত্যাদি পুনরুদ্ধার করা যায়।

ঋণগ্রহণকারী এবং উপ-ঋণগ্রহণকারীর নাম	সুরক্ষিত সম্পত্তির ঠিকানা	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর (গুলি)	শারীরিক দখল নেওয়া	আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট 10% বা আরপি-এর বেশি (টাকায়)	সর্বমোট বকেয়া আছে 21/10/2024 অনুসারে	রক্ষিত মূল্য (টাকায়)	ইনস্পেকশনের তারিখ	অকশনের তারিখ এবং সময়
1) সুধাকর শর্মা 2) সুরেন্দর কুমার শর্মা 3) সেন্ট্রোনিক ইনফোটেক (ইহার মালিক সুধাকর শর্মা মাধ্যমে)	অনুসূচি -ক্র সমস্ত খণ্ড ও অংশ সম্পত্তির ঠিকানা : বৈদ্যবাটী পৌরসভার সীমার মধ্যেই পৌরসভা ওয়ার্ড নং 15, রক্ষাকালী মন্দিরের নিকটে, বৈদ্যবাটী, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ 712222 অধীনে বর্তমানে পৌরসভা হোল্ডিং নং 63/এ(29), চতুষ্পতি লেন হিসাবে জ্ঞাত ও নাম্বার যুক্ত হুগলী জেলাতে থানা শ্রীরামপুর অধীনে মৌজা বৈদ্যবাটী জে.এল.নং 5, আর.এস. নং 907, তৌজা নং 144'তে আর.এস. খতিয়ান নং 340, এল.আর. খতিয়ান নং 19072/1 অন্তর্গত আর.এস. দাগ নং 2382'র অংশ গঠন করা উহাতে দণ্ডায়মান ইঁটের দেওয়াল টালির ছাউনিযুক্ত ইমারতের সঙ্গে একত্রে 2 কাঠা ও 14 ছটাক পরিমাপের জমি এবং নিম্নরূপে সীমানাবদ্ধ :– চতুর্সীমানা: পূর্ব – 8 ফুট চওড়া রাস্তা; পশ্চিম – একতলা ইমারত; উত্তর – দোতলা ইমারত; পশ্চিম – একতলা ইমারত এবং আংশিক 2 তলা ইমারত	KOLHL17000017 KOLHL20000152 KOLHL20000166 KOLHL17000534	05.09.2024	টাঃ 5,72,454.70	টাঃ 1,11,06,207.20	টাঃ 57,24,547	আগাম অ্যাপয়েন্টমেন্ট সহ সমস্ত কাজের দিন সকাল 10টা থেকে বিকেল 5টা 30 পর্যন্ত	24.01.2025 থেকে বেলা 12টা থেকে দুপুর 2টো পর্যন্ত

পাবলিক অকশনের নিয়ম এবং শর্তাবলি

1. ই-অকশন সেল পরিচালিত হবে অনলাইনে অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা উক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে https://sarfaesi.auctiontiger.net/EPROC/ - এ SARFAESI অহিনের বর্ধানের অধ নে সাহায্যের সাথে এবং পাবলিক ই-অকশনের মোডে।
2. পাবলিক ই-অকশনটি পরিচালিত হবে উপরে উল্লেখিত তারিখ এবং সময় অনুসারে, যখন উপরে উল্লেখিত সম্পত্তিটি বিক্রি হবে "**যেখানে যেমন ভিত্তিতে**" এবং "**যেখানে যেমন অবস্থায় আছে**" এমন অবস্থায় ।
3. পাবলিক ই-অকশনে অংশগ্রহণে, আগ্রহী ক্রেতা / দরদাতাদের উক্ত সুরক্ষিত সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্যের ফেরতযোগ্য আর্নেস্ট মানি ডিপোজিটের 10% পেমেন্টের বিস্তারিত বিবরণের কপি জমা করতে হবে, সেই সঙ্গে প্যানকার্ডের কপি, কোম্পানির হলে বোর্ড রিসোলিউশন্স এবং ঠিকানার প্রমাণপত্র **23.01.2025**-এর মধ্যে জমা করতে হবে।
4. সমস্ত অন্যান্য ইএমডি দরদাতা যাঁরা পাবলিক ই-অকশনে সাফল্য লাভ করবেন না তাঁরা এল অ্যান্ড টি ফাইনান্স-এর থেকে 7 দিনের মধ্যে টাকা ফেরত পাবেন পাবলিক ই-অকশন বন্ধ হওয়ার পরে। ইএমডি কোনও সুদ প্রদান করবে না।
5. সাফল্যমন্ডিত ক্রেতা / দরদাতাকে 25% ডিপোজিট টাকা জমা দিতে হবে (ইএমডি সহ) তাঁর প্রাপ্ত অফার পাওয়ার জন্য ডি.ডি. / পি.ও. "এল&টি ফাইনান্স লিমিটেডে"-এর নামে যা প্রদান করতে হবে মুম্বাইতে যা **24.01.2025** -তারিখের 18:00 ঘণ্টার মধ্যে বা আগে, ই-অকশন-এর দিন বা পরবর্তী কাজের দিনে যা হল **24.01.2025**, যার ডিপোজিট প্রাপ্তি নির্দিষ্ট করবে এল&টি ফাইনান্স লিমিটড, বিক্রি ব্যর্থ হলে তা ব্যর্থ বলে গণ্য করা হবে এবং সাফল্যমন্ডিত দরদাতার ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। ব্যালেন্স অ্যামাউন্ট যা হল ক্রয় মূল্যের 75% প্রদান করতে হবে ক্রেতাকে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-কে স্থাবর সম্পত্তির বিক্রির নিশ্চিতকরণের পনেরো দিনের আগে বা বর্তমান আইন অনুসারে বর্ধিত সময়কালে।
6. সম্পত্তির পরিদর্শন বা অধিক বিবরণের জন্যে, সম্ভাব্য দরদাতাগণ অনুমোদিত আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন, অর্থাৎ "**নাম – আশীষ সাহা, যোগাযোগের নং 9800868054, এল অ্যাণ্ড টি ফিন্যান্স লিমিটেড, 15 তল, পিএস সৃজন টেক পার্ক, প্লট 52, ব্লক ডিএন, সল্টলেক, সেক্টর 5, কোলকাতা 700091 পশ্চিমবঙ্গ এবং সন্তোষ তিওয়ারি, যোগাযোগ নং 9920490126, এল অ্যাণ্ড টি ফিন্যান্স লিঃ – কার্যালয় : 6ষ্ঠ তল, বৃন্দাবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের নিকটে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বই – 400 098.** ই-অকশনের যেকোন পর্যায়ে, অনুমোদিত আধিকারিক বিড/অফার গ্রহণ/প্রত্যাখ্যান/কিছুটা পরিবর্তন/বাতিল বা ই-অকশন স্থগিত করতে পারেন উহার কোনও কারণ আরোপ করা ছাড়াই এবং কোনও আগাম বিজ্ঞপ্তি দেওয়া ছাড়াই।
7. সফল ক্রেতা বা নিলামকারী বহন করবেন যে-কোনও বিধিবদ্ধ বকেয়া, ট্যাক্সেস, প্রদানযোগ্য ফীজ, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন ফীজ ইত্যাদি যা তাঁকে প্রদান করতে হবে সম্পত্তি পাওয়ার জন্য বা তাঁর নামে নিষ্কৃত করার জন্য প্রযোজ্য আইন অনুসারে।
8. ঋণগ্রহণকারী বা গ্যারেন্টার্স, যাঁরা উক্ত বকেয়ার জন্য দায়বদ্ধ, তাঁরা এই সেল নোটিশকে একটা নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি বলে গ্রহণ করবেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-এর অনুসারে রুলস 8 (6)-এর অধীনে, উপরে উল্লেখিত পাবলিক ই-অকশনটি ধারণ করার ক্ষেত্রে।
9. ঋণগ্রহণকারী(গণ) / উপ-ঋণগ্রহণকারী(গণ) / গ্যারেন্টার(গণ) / মর্টগেজার বা বন্ধকদাতাদের আহ্বান জানানো হচ্ছে সমগ্র বকেয়া লোন বা ঋণ অ্যামাউন্টটি প্রদান করতে উপরে উল্লেখিত ই-অকশনের তারিখের আগে তা না হলে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড এই সম্পত্তি বিক্রি করার অধিকারী হবেন এসএআরএফএইএসআই-এর আইন, 2002-এর নির্ধারিত বিধান অনুসারে।
10. ঋণগ্রহণকারী(গণ) / উপ-ঋণগ্রহণকারী(গণ) / গ্যারেন্টার(গণ) / মর্টগেজার(গণ) / জনগণক এতৎদ্বারা সংযত থাকতে বলা হচ্ছে বিক্রি, সেল, লীজ থেকে, অন্যথায় নোটিশ বা ঘোষণায় যে সুরক্ষিত সম্পত্তির উল্লেখ করা হয়েছে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যাতীত।

তারিখ: 07.01.2025
স্থান: কলকাতা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - চুঁচুড়া
পো. এবং গ্রাম - বেঙ্গাই, জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, হুগলি - ৭১২৬১১
ই-মেল bengai@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট IV-A
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন রুল ৮(৬)]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত "**যেখানে যে অবস্থায় আছে**", "**যেখানে যা আছে**" **এবং** "**যেখানে যেমন আছে**" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১৪.০২.২০২৫ তারিখ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে** নিম্নে বর্ণিত প্রতিটি অ্যাকাউন্ট অধীনে বকেয়া ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জামিনদত্ত ঋণদাতা কর্তৃক আদায়ের জন্য।

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১	ক) **মেসার্স অর্ঘ্য মুখার্জি (ঋণগ্রহীতা)** পিতা চঞ্চল মুখার্জি, গ্রাম রাজাগ্রাম পো - রঘুবাটি, থানা - গোঘাট, জেলা - হুগলি, ৭১২৬১৪ **চঞ্চল মুখার্জি (জামিনদাতা)** পিতা শ্রী সন্তোষ মুখার্জি, গ্রাম - রাজাগ্রাম, পো - রঘুবাটি, থানা - গোঘাট, জেলা - হুগলি, ৭১২৬১৪ খ) শাখা - বেঙ্গাই	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন পরিমাণ ০৪ শতক কমবেশি অবস্থিত মৌজা : রাজাগ্রাম, জেএল নং ৫৫, এলআর খতিয়ান নং ১১৮১, এলআর দাগ নং ১০০৭, রঘুবাটী গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : গোঘাট,জেলা : হুগলি, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর গোঘাট, উল্লেখ্য দলিল নং ৫০৯১-২০১৮ সালের, তারিখ ২৪.০৮.২০১৮, বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬০৯-২০১৮, পৃষ্ঠা ৯৯০৭৮ থেকে ৯৯০৯৫, অর্ঘ্য মুখার্জির নামে।	**৪,৮৬,১৪২ টাকা (চার লাখ ছিয়াশি হাজার একশ বিয়াল্লিশ টাকা)** (উপরোক্ত অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ) ০৬.০১.২০২৫ অনুযায়ী এবং ০৭.০১.২০২৫ থেকে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) **১১,৯৮,০০০ টাকা (এগার লাখ আটানব্বই হাজার টাকা)** খ) **১,১৯,৮০০ টাকা (এক লাখ উনিশ হাজার আটশ টাকা)** গ) **১০,০০০ টাকা (দশ হাজার টাকা)** ঘ) IDIB50518066202 ঙ) আমাদের জ্ঞাত নয় চ) প্রতিকী দখল

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৪.০২.২০২৫, সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি.-এর ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন ৮২৯১২২০২২০। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাস জানতে অনুগ্রহ করে মেল করুন support.ebkray@psballiance.com
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর ৮২৯১২২০২২০-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/-এর উদ্দেশ্যেও

যোগাযোগের ব্যক্তি : ১. রণধীর কুমার, অনুমোদিত অফিসার (মো - ৭২৭৭০৬৪০০০)/২. অরূপ নস্কর, শাখা ম্যানেজার (মো - ৯৮০৪৩২০৪২৪)

তারিখ : ০৬.০১.২০২৫
স্থান : বেঙ্গাই

স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

বাভুমার কাঁধেই ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি: উচ্চতা মাত্র পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি। দলের প্রায় সব সতীর্থই তাঁর থেকে লম্বা। উইকেট পতনের পর ছ'ফুট ন'ইঞ্চির মার্কো জানসেনের সঙ্গে হাত মেলাতে গেলে সমস্যা হয় বইকি! সতীর্থেরা তার জন্য পিছনে লাগতেও ছাড়েন না। বিরলকেশ মস্তকে হাত বুলিয়েও দেন কেউ কেউ। তবে যতই মজা করুন, প্রত্যেকেই অধিনায়কের জন্য জীবন দিয়ে দেবেন। এটাই দক্ষিণ আফ্রিকা দলে টেম্বা বাভুমার জনপ্রিয়তা। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকার ওঠার পিছনে যদি সবচেয়ে বেশি কারও অবদান থেকে থাকে, তা হলে সেটা বাভুমারই।

আলাদা করে নজরে আসার মতো কোনও বৈশিষ্টই নেই তাঁর কাছে। খাটো উচ্চতার কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল। বাভুমার না আছে জনপ্রিয়তা, না আছে বাহারি ব্যাটিং, না আছে সমাজমাধ্যমে ছবির মেলা। আছে শুধু ক্রিকেটের প্রতি অগাধ ভালবাসা। বাভুমাকে কেউ যদি এসে বলেন সারা দিন ব্যাটিং করে যেতে, তিনি সানন্দে সেটাই করে দেবেন। কেউ যদি বলেন শুধু ক্রিকেট নিয়ে ভাবতে, তিনি সেটাই করবেন। আসলে ক্রিকেট ছাড়া আর কিছুই বোঝেন না বাভুমা।

এই দক্ষিণ আফ্রিকা দলে কোনও তারকা ক্রিকেটার নেই। আলি বাখার, জন্টি রোডস, ল্যান্স ক্লুজনার, ডেল স্টেনের দেশে টেস্ট খেলার লোক এখন আর পাওয়া যায় না। গত বছরের শুরুর দিকে যখন নিউ জি ল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় সারির দল পাঠিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা, অনেকেই ভ্রু কুঁচকেছিলেন। দ্বিতীয় সারির দল পাঠানোর কারণটা আরও অবাক করার মতো। দেশের প্রথম সারির সব ক্রিকেটার ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি লিগ খেলার জন্য চুক্তিবদ্ধ ছিলেন। নিউ জলিল্যান্ড সিরিজপের সঙ্গে একই সময়ে পড়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা টি২০ লিগ। ফলে ফ্র্যাঞ্চাইজগুলি কেউই ভাল ক্রিকেটারদের ছাড়তে রাজি হয়নি। এমন একজনকে দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক করেছিল, যাঁর দেশের হয়ে সেটাই ছিল প্রথম ম্যাচ! স্বাভাবিক ভাবেই কিউয়ি দেশে গিয়ে গো-হারা হারে দক্ষিণ আফ্রিকা। তার পরেও সেই দেশই কিনা টেস্ট বিশ্বকাপের ফাইনালে!

নিন্দকেরা বাভুমাকে 'কোটার ক্যাপ্টেন' বলতেন। এখনও হয়তো কেউ কেউ বলেন। কারণ অধিনায়ক হিসাবে তাঁর জায়গা কিছু দিন আগেও টলমলে হয়ে গিয়েছিল। ২০২৩-এর এক দিনের বিশ্বকাপে বাভুমা ব্যাট হাতে চূড়ান্ত ব্যর্থ হন। দল সেমিফাইনালে উঠলেও বাভুমার অবদান সে ভাবে ছিলই না। স্বাভাবিক ভাবেই যাবতীয় সমালোচনার শিকার হতে হয় তাঁকে। বলা হয়, অধিনায়ক বলেই দলে জায়গা পেয়ে গিয়েছেন তিনি। পাল্টা বাভুমা বলেছিলেন, হারের দোষ তাঁর একার নয়। তার জন্যও সমালোচিত হতে হয়েছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ক্রিকেট মূলত শ্বেতাঙ্গদেরই খেলা। তবে নির্বাসন কাটিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরার পর সে দেশের প্রথম একাদশে নির্দিষ্ট সংখ্যক কৃষ্ণাঙ্গকে খেলাতেই হয়। তবে বেশির ভাগ কৃষ্ণাঙ্গই বোলার। মাখায়া এনতিনি, ভার্নন ফিল্যান্ডার থেকে আজকের কাগিসো রাবাডা বা লুনগি এনগিডি, প্রত্যেকেই কৃষ্ণাঙ্গ। তার মাঝেই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন বাভুমা। বোলার নন, তিনি আদ্যোপান্ত ব্যাটার। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ ক্রিকেটার হিসাবে শতরান, প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ অধিনায়ক; দু'টি নজিরই তাঁর। মাত্র ৯টি টেস্টে দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তার মধ্যে জিতেছেন সাতটিতেই। চোট না থাকলে আরও অনেক বেশি টেস্টে দেশকে নেতৃত্ব দিতে পারতেন।

কেপ টাউনে লাঙ্গা এলাকা থেকে উঠে এসেছেন বাভুমা। লাঙ্গায় মূলত কৃষ্ণাঙ্গদেরই বসবাস। উনিশ শতকের শুরুর দিকে ব্রিটিশেরা লাঙ্গায় এসে থাকতে শুরু করে। অন্য অনেক জিনিসের পাশাপাশি লাঙ্গায় আমদানি হয় ক্রিকেটের। সেখানকার কৃষ্ণাঙ্গ জনজাতির মধ্যে দ্রুতই জনপ্রিয় হয়ে খেলাটি। তবে বেশির ভাগেরই পছন্দ ছিল বোলিং। ধীরে ধীরে লাঙ্গা থেকে একের পর এক বোলার উঠে আসতে থাকে। কিন্তু ব্যাটার উঠে আসছিল না। সেই অভাব মিটিয়েছেন বাভুমা।

নেপথ্যে রয়েছেন তাঁর দুই কাকা। ছোট থেকেই বাভুমাকে ক্রিকেট শেখাতেন তাঁরা। মাত্র চার বছর বয়সেই ব্যাট হাতে ধরতে শিখে গিয়েছিলেন বাভুমা। ওই বয়সেই ক্লান্তিহীন ভাবে সারা দিন ব্যাটিং করতে পারতেন। দুই কাকা হাঁপিয়ে পড়তেন। ছোট্ট বাভুমার মধ্যে ক্লান্তির কোনও ছাপ দেখা যেত না। লড়াই করার জেদটা তখন থেকেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

২০১৪ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাভুমার অভিষেক। প্রথম টেস্টে মাত্র ১০ এবং ১৫ রান করেছিলেন। পরের টেস্টে অর্ধশতরান করেন। ২০১৫-১৬ মরসুমে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শতরান করে দলে নিজের জায়গা পাকা করে ফেলেন বাভুমা। তবে তখন থেকেই একটা তকমা তাঁর নামের পাশে সেঁটে গিয়েছে। তিনি ভাল খেলেন, কিন্তু তারকা হওয়ার জন্য যে মশলা দরকার সেটা তাঁর মধ্যে নেই। আজও এই তকমা বয়ে বেড়াতে হয়। বাভুমা ক্রিজে নামবেন, ধরে খেলবেন, আস্তে আস্তে রান করবেন; এটাই যেন পরিচিত দৃশ্য। তিনি বিরাট কোহলির মতো কভার ড্রাইভ মারতে পারেন না, রোহিত শর্মার মতো পুল করতে পারেন না, জো রুটের মতো র্যা ম্প শট মারতে পারেন না। কিন্তু দলের দরকার হলেই তিনি খেলে দেন।

শ্রীলঙ্কা সিরিজে র কথাই ধরা যাক। চোট পেয়ে তার আগে বাংলাদেশ সিরিজ থেকে বাভুমা ছিটকে যাওয়ার পর অনেকেই সিঁদুরে মেঘ দেখেছিলেন। শ্রীলঙ্কা সিরিজে ফিরে একার কাঁধে দলকে টানেন বাভুমা। চার ইনিংসে তিনটি অর্ধশতরান এবং একটি শতরান। একটি ম্যাচে প্রায় দেড় ফুট লাফিয়ে বাভুমার আপার কাট মারার দৃশ্য ভাইরাল হয়েছে। অধিনায়ক হয়ে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন তিনি। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে বড় রান পাননি। দ্বিতীয় টেস্টে আবার শতরান। ১০০ পেরনোর পর লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে তাঁর উচ্ছ্বাসের দৃশ্যও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রথম টেস্টে যে ভাবে হারের মুখ থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা জিতেছে, তার প্রশংসা করেছেন প্রত্যেকে।

বেহালায় হয়ে গেল ২ দিনের লেজেন্ডস ক্রিকেট

নিজস্ব প্রতিনিধি: অনেকেই খেলা ছেড়েছেন। অনেকেই এখনও সময় পেলেই ঝালিয়ে নেন ব্যাট-বল। এবার ক্রিকেট মাঠে প্রাক্তন তারকাদের ফেরানোর উদ্যোগ নিল মা তারা গ্রুপ। নিজেদের পকেটের টাকা দিয়েই মা তারা গ্রুপের সদস্যরা সুযোগ করে দিল চল্লিশোর্ধদের মধ্যে ক্রিকেট উন্মাদনা ফিরিয়ে আনার। বেহালা কালীতলা আগ্রাসী মাঠে ২ দিন ধরে হয়ে গেল ১২ দলের নকআউট অল বেঙ্গল লেজেন্ডস ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। লার্নিংজ দল, যারা দু-তিনবছর ধরে কর্পোরেট ক্রিকেটে ডিউস বলে খেলছে, তারা এই টুর্নামেন্টে মধ্যে দিয়ে তারা টেনিস বল ক্রিকেটেও আত্মপ্রকাশ করল। টুর্নামেন্টেই তারা বুঝিয়ে দিয়েছে ডিউসের পাশাপাশি টেনিস বলেও কতটা দক্ষ। এ'বছর আরও কয়েকটা টুর্নামেন্টে লার্নিংজ টিম খেলবে। এই টেনিস বলের এই টুর্নামেন্টে দর্শকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। স্পনসরের ছয়লাপে জাঁকজমক নয়, রাজনীতিবিদদের সাহায্যও নয়, অতীত দিনের দিকপালদের মাঠে ফেরাতে নিজেরাই সাধ্যমতো ফান্ড জোগাড় করেছেন বলে জানান অন্যতম সদস্য তমাল পাল। তিনি জানান, এবার পুরনো দিনের তারকাদের খেলা দেখার জন্য মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। আগামীদিনে আরও বড় করে টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে চান তাঁরা।

গম্ভীরের উল্টো সুর খোয়াজাদের মুখে

নিজস্ব প্রতিনিধি: সিডনি টেস্টে হারলেও পিচের প্রশংসা করেছিলেন গৌতম গম্ভীর। জানিয়েছিলেন, এ রকম পিচই দরকার টেস্ট ক্রিকেটের জন্য। তবে উল্টো সুর শোনা গেল উসমান খোয়াজা এবং স্টিভ স্মিথের মতে। দু'জনেই জানালেন, সিডনির পিচ মোটেই ব্যাটিংয়ের উপযোগী ছিল না। জিতলেও অসি ক্রিকেটারেরা মুগ্ধ জসপ্রীত বুমরাহকে নিয়ে।

ম্যাচের পর খোয়াজা বলেছেন, মিথ্যা কথা বলব না। আগে থেকে সিডনির উইকেট নিয়ে খুব বেশি কথা বলতে চাইনি। খুব একটা ভাল উইকেট মোটেই ছিল না। প্রথামাফিক সিডনির উইকেট বানানো হয়নি। গোটা পিচ ভেঙে গিয়েছিল। প্রচুর ঘাস ছিল। ব্যাট করতে সমস্যা হয়েছে। স্কোরবোর্ড দেখলেই সেটা বুঝতে পারবেন।

সিডনির ঘরের ছেলে স্টিভ স্মিথও পিচ নিয়ে খুশি নন। তিনি বলেছেন, আমার খেলা সবচেয়ে কঠিন সিডনির পিচ। অনেক কঠিন ছিল খেলা। দু'দিক থেকে গতিশীল ছিল। সুইং করছিল বল। আগে কোনও এসসিজি-তে এ রকম উইকেটে খেলিনি। ব্যাট করতে সমস্যা হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়া সিরিজএে ৩২টি উইকেট নিয়েছেন বুমরাহ। বিপক্ষের ব্যাটারদের প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন তিনি। তবে শেষ দিন বল করতে পারেননি। ট্রেভিস হেড বলেছেন, অস্ট্রেলিয়া দলের ১৫ জনই চাইছিল যাতে শেষ দিন ও বল না করে। শেষ পর্যন্ত সেটাই হওয়ায় আমরা খুশি হয়েছে। দারুণ একটা সিরিজ কাটিয়েছে। টেস্ট খেলা শুরু করার পর থেকে আমার দেখা সেরা সিরিজ।

খোয়াজা বলেছেন, আমার মানসিকতা ঠিকই ছিল। কিন্তু বুমরাহকে খেলতে পারিনি। চাই না কখনও কেউ চোট পাক। তবে বুমরাহের চোটে আমাদের বেশ সুবিধা হয়েছিল। ওকে খেলা দুঃস্বপ্নের মতো।

সিডনিতে জয়সূচক শট এসেছে অভিষেককারী ক্রিকেটার বিউ ওয়েবস্টারের ব্যাট থেকে। তাঁর মতে, ক্রিকেটজীবনের সেরা মুহূর্ত হিসাবে হয়তো এটাই থেকে যাবে। তিনি বলেছেন, একটা বাউন্ডারি মারার পরেই দেখছিলাম জয়ের জন্য চার রান চাই। হাতে মাত্র দুটো বল ছিল। ভাবছিলাম, চার মেরে দেশকে জেতানোর সুযোগ কি আর পাওয়া যাবে। ঠিকই করেছিলাম, যা হয় হোক চার মারার চেষ্টা করব। ভাগ্য ভাল ব্যাটে-বলে যোগাযোগ ঠিকঠাক হয়েছিল।

এ দিকে, সিডনির টেস্ট পরিচিত গোলাপি টেস্ট নামে। ক্যানসার সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা হয় এই টেস্টের মাধ্যমে। এই ধরনের টেস্টের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করেন স্যাম কনস্টাস, যিনি দু'জন কাছের লোককে হারিয়েছেন ক্যানসারে। বলেছেন, ম্যাকগ্রাথ ফাউন্ডেশনের একটা বিশেষ পরিকল্পনা এই টেস্ট। আশা করি আরও সচেতনতা ছড়াতে পারব। আমি ভাইঝিকে হারিয়েছি লিউকেমিয়ায়।

Office of the Prodhan,
Bokhara-II Gram Panchayat,
Under Sagardighi Dev. Block.
Vill,-Jotkamal, P.O. Megha-Sihara,
Dist-Murshidabad.

NOTICE INVITING e-Tender

e-tender are invited through online bid system under following tender (NIeT) No :- **07/Bokhara-II/15th CFC (Untied & Tied)/2024-25, Dated-03/01/2025.** The last date of online submission of tender is **10/01/2025 upto 18.00 hours.** For details please visit website **http://wbtenders.gov.in**

Md. Safirul Islam
(Prodhan, Bokhara-II GP)

KAMRA GRAM PANCHAYAT
E-TENDER NOTICE

Digitally signed and encrypted E-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for tender reference no: KGP/05/2025, Date : 03.01.2025 At different place within at Kamra Gram Panchayat. Last date of online submission is 13.01.2025. Details will be available at the website: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan
Kamra Gram Panchayat
B/Budge II, South 24 Parganas

TENDER

Sealed tender is invited from the experienced & resourceful bidder for execution of four works through **NIT6/Dgp/2024-25** and Communicated under memo no **5/dgp dated 03.01.2025** in offline mode. Last date for application of tender **13.01.2025 upto 12pm.** please see the office notice board.

Sd/-
Prodhan
Dharampur GP

E-Tender Notice

The Prodhan Gurah Pashla Gram Panchayat invites e-Tender through e-Procure-ment system from the bonafied and resourceful contractors for **NIeT No- 13/GPGP/15th CFC(Tied & Untied)/2024-25, Dated-03/01/2025.** Last date of bid submission - **10/01/2025** respectively **upto 16.00 hours.** For details visit website- **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Gurah Pashla G.P.
Nabagram Block, MSD

RECRUITMENT NOTICE

Filling up of vacancies of
Honorary Health Worker (HHW) Under Nabadwip Municipality, Nadia, WB 741302
Name of Post:
Honorary Health worker (HHW)
Memo No. SUDA-11017(18)/1/2021/10128(50)

The last date for Receipt of application is **28/01/2025**. Please submit your application in Nabadwip municipality's Drop Box. Check the notification from website Nabadwip Municipality **www.nabadwipmunicipality.in**

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

২০২৪ অর্থবর্ষে গ্রামাঞ্চলে দারিদ্রের হার কমেছে প্রায় ৪.৮৬ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি: ভারতের গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্যের হার উল্লেখ যোগ্যভাবে কমেছে। এসবিআই-এর আর্থিক গবেষণা বিভাগের এক সমীক্ষা অনুযায়ী, ২০২৪ অর্থবর্ষে গ্রামীণ দারিদ্রের হার আনুমানিক ৪.৮৬ শতাংশ (২০২৩ অর্থবর্ষে ৭.২ শতাংশ এবং ২০১২ অর্থবর্ষে ২৫.৭ শতাংশ) হ্রাস পেয়েছে। শহরাঞ্চলে দারিদ্রের হার হ্রাস আনুমানিক ৪.০৯ শতাংশ (২০২৩ অর্থবর্ষে ৪.৬ শতাংশ এবং ২০১১-১২ অর্থবর্ষে ১৩.৭ শতাংশ)। সামগ্রিকভাবে দারিদ্রের স্তর হ্রাস এখন দাঁড়িয়েছে ৪-৪.৫ শতাংশ। ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণে গ্রামাঞ্চলে দারিদ্রের আনুপাতিক হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে সরকারের সহায়তা। শুধুমাত্র খাদ্যের ক্ষেত্রে ব্যয় ক্ষমতা উল্লেখ যোগ্যভাবে বাড়েনি, সামগ্রিকভাবে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে। ০. ৫ শতাংশ পর্যন্ত ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণে গ্রামাঞ্চলে দারিদ্রের আনুপাতিক হার হ্রাস পেয়েছে। দারিদ্রের স্তর ২০২২-২৩ এর ৫-১০ শতাংশ থেকে কমে ২০২৩-২৪ এ ০-৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের নমুনা সমীক্ষা অনুযায়ী, ২০২৪ অর্থবর্ষে গ্রামাঞ্চলে ৪.৮৬ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৪.০৯ শতাংশ দারিদ্র্যের আনুপাতিক হার কমেছে। এটি ২০২৩ অর্থবর্ষে শহরাঞ্চলে ৭.২ শতাংশ এবং গ্রামাঞ্চলে ৪.৬ শতাংশ-এর তুলনায় উল্লেখ যোগ্যভাবে কম।

সমীক্ষায় বলা হয়েছে, এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেত, যদি ২০২১-এর জনগণনায় সামান্য পরিবর্তন করা যেত এবং গ্রাম ও শহরাঞ্চলের নতুন জনসংখ্যার তথ্য প্রকাশ করা সম্ভব হত। গড় হিসেবানুযায়ী, ভারতে এখ ন দারিদ্রের হার ৪ শতাংশ থেকে ৪.৫ শতাংশ-এর মধ্যে রয়েছে। গ্রামোঞ্চলে পরিকোঠামো বৃদ্ধির ফলে এই নতুন পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে বলে সমীক্ষায় বলা হয়েছে। এর অন্যতম কারণ হিসেবে গ্রাম ও শহরাঞ্চলের মানুষের মধ্যে আয়ের ব্যবধান কমে আসার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।

গ্রাম ও শহরে মাসিক মাথাপিছু ব্যয়/এমপিসিই-এর ব্যবধান গ্রামাঞ্চলের এমপিসিই'র তুলনায় এখন ৬৯.৭ শতাংশ-এ দাঁড়িয়েছে, যা ২০০৯-১০-এর ৮৮.২ শতাংশ-এর তুলনায় উল্লেখযোগ্য হ্রাস। ডিবিটি হস্তান্তর, গ্রামীণ পরিকাঠামো নির্মাণ, কৃষকদের আয় বৃদ্ধি এবং গ্রামাঞ্চলে জীবন-জীবিকার উল্লেখযোগ্য উন্নতির মতো সরকারি উদ্যোগের ফলে এটি সম্ভব হয়েছে।

সমীক্ষায় বলা হয়েছে, গ্রাম ও শহরের আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া শেণির মানুষের মধ্যে ব্যয়ের ক্ষেত্রে অসাম্য কমছে। উল্লেখযোগ্যভাবে কর ও সেস কমেছে, যা জিএসটি'র কারণে হতে পারে। গত ১২ বছরে গ্রাম ও শহরাঞ্চল উভয় ক্ষেত্রেই ক্রেতাদের ব্যবহারগত অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে চমকপ্রদ পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছে।

গ্রাম ও শহরে মাসিক মাথাপিছু ব্যয় (এমপিসিই)-এর ব্যবধান গ্রামাঞ্চলের এমপিসিই'র তুলনায় এখন ৬৯.৭ শতাংশ -এ দাঁড়িয়েছে, যা ২০০৯-১০-এর ৮৮.২ শতাংশ-এর তুলনায় উল্লেখযোগ্য কমেছে। পাশাপাশি, গ্রামীণ এমপিসিই-র প্রায় ৩০ শতাংশ গ্রামীণ পরিমণ্ডলের মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের মধ্যে ব্যবধান কমার ক্ষেত্রে যেসব রাজ্য যেমন, বিহার, রাজস্থান প্রভৃতি একসময় পিছিয়ে ছিল। গ্রামীণ পরিমণ্ডলের উন্নতিতে সেগুলি ক্রমবর্ধমান বিকাশের পথে এগিয়েছে।

নতুন হিসেবানুযায়ী, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে গ্রামাঞ্চলে দারিদ্রের স্তর ১,৬৩২ টাকা এবং শহরাঞ্চলে ১,৯৪৪ টাকা দাঁড়িয়েছে।

এইচএমপিভি সংক্রমণ নিয়ে আতঙ্কিত হতে মানা কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি: এইচএমপিভি-তে এখনও পর্যন্ত দেশে সংক্রমিত ৩। বেঙ্গালুরুতে ২। আমদাবাদে ১। শিশুরাই আক্রান্ত হয়েছে। তাদের মধ্যে একজনকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়াও হয়েছে। কেন্দ্র থেকে শুরু করে দেশের শীর্ষস্থানীয় স্বাস্থ্য সংস্থা আইসিএমআরও জানিয়েছে, ইতিমধ্যেই এইচএমপিভি বিশ্বময় ছড়িয়ে রয়েছে। যার মধ্যে ভারতও রয়েছে। আতঙ্কের কিছু নেই। কিন্তু সদ্য অতীতের করোনা আতঙ্কের জলছাপ জনমানসে। আর তাই সোশাল মিডিয়ায় ট্রেন্ডিং হয়ে গিয়েছে হ্যাশট্যাগ লকডাউন!

গত কয়েকদিন ধরেই করোনা সংক্রমণের ভয়ংকর দিনগুলির কথা মনে করাচ্ছে নয়া হিউম্যান মেটানিউমো ভাইরাস। তবে নয়া ভাইরাস সংক্রমণ হচ্ছে কেবল ছোটদের। বেঙ্গালুরুতে এইচএমপিভি-তে আক্রান্ত হয়েছে দুই মাস এবং আট মাস বয়সি দুই শিশুর। অন্যদিকে গুজরাতের আমদাবাদের এক শিশু হিউম্যান মেটানিউমো ভাইরাসে আক্রান্ত। এই পরিস্থিতিতে এদেশে করোনার শুরুর দিনগুলির সঙ্গে সাদৃশ্য খেঁজার চেষ্টা করছেন অনেকেই। কেননা সেবারও চিনে শুরু হয়েছে সংক্রমণ। তারপর সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল সর্বত্র। তার মধ্যে ভারতও ছিল। এবার চিনে এইচএমপিভি ছড়িয়ে পড়েছে বলে খবর। হাসপাতালগুলিতে লম্বা লাইনের কথাও জানা যাচ্ছে। এহেন পরিস্থিতিতে একই ভাইরাসের দেখা এদেশে মেলার পর থেকেই ফিরেছে আতঙ্ক। যদিও এদেশে সন্ধান মেলা ভাইরাসগুলি চিনা প্রজাতির নয়, তবুও অনেকেই ভাবতে শুরু করেছেন, হয়তো এবার এখানেও হু হু করে ছড়াতে পারে সংক্রমণ। আর তাই তা নিয়ন্ত্রণ করতে লকডাউনের পথে হাঁটতে হতে পারে। ঠিক যেমন করোনার সময় হয়েছিল। গোটা দেশজুড়ে সেই দীর্ঘকালীন স্থবিরতার দুঃস্বপ্ন ভিড় করে আসছে সাধারণ জনতার মনে। তারই ফলশ্রুতি 'লকডাউন'-এর ট্রেন্ডিং হয়ে ওঠা।

অথচ আইসিএমআর বিবৃতি পেশ করে জানিয়েছিল, ইতিমধ্যেই এই ভাইরাসের অস্তিত্ব দেখা গিয়েছে সারা বিশ্বে। এর মধ্যে ভারতও রয়েছে। কর্নাটকের স্বাস্থ্যমন্ত্রী দীনেশ গুন্ডু রাও বলছেন, 'আমাদের প্যানিক বাটনটা অন করাই উচিত নয়। কেননা এইচএমপিভি কোনও নতুন ভাইরাস নয়। এটা ইতিমধ্যেই রয়েছে। বলা হচ্ছে, এই প্রথম ভারতে এইচএমপিভিতে আক্রান্ত হয়েছে কেউ, তা ঠিক নয়। এইচএমপিভির অস্তিত্ব ইতিমধ্যেই রয়েছে।'

Office at ADHATA GP
Vill + Post- Adhata, P.S.- Amdanga, North 24 Parganas

NIT NO - 50/ ADH_GP/ 2024-25_Date-03/01/2025 and Published date -06/01/2025
NOS Scheme - 01

Document download start date From **06.01.2025, 9.00 A.M** (or as per Tender site). Bid submission start day on **06.01.2025 at 9.00 A.M** (or as per e-Tender site). Bid submission closing day on **24.01.2025 upto 13.00 P.M** (or as per e-Tender site). Bid opening date & time on **27.01.2025 (After 1.00 P.M)** or any other day and time as desired and fixed by the tender authority. Place at Adhata GP.

Sd/- **Soma Das,** Prodhan
Adhata Gram panchayat

Office at ADHATA GP
Vill + Post- Adhata, P.S.- Amdanga, North 24 Parganas

NIT NO - 49/ ADH_GP/ 2024-25_Date-03/01/2025 and Published date-06/01/2025
NOS Scheme - 02

Document download start date From **06.01.2025, 9.00 A.M** (or as per Tender site). Bid submission start day on **06.01.2025 at 9.00 A.M** (or as per e-Tender site). Bid submission closing day on **13.01.2025 upto 13.00 P.M** (or as per e-Tender site). Bid opening date & time on **16.01.2025 (After 13.00 P.M)** or any other day and time as desired and fixed by the tender authority. Place at Adhata GP

Sd/- **Soma Das,** Prodhan
Adhata Gram panchayat

OFFICE OF THE
NABAGRAM GRAM PANCHAYAT
Vill + P.O: - Chanak, P.S-Nabagram, Murshidabad.

Tender Notice

NIeT. No. 09/15thCFC/Untied/NGP/2024-25, Memo No. 01/En/NGP/2025, & **NIeT. No. 10/15thCFC/Tied/NGP/2024-25**, Memo No. 02/En/NGP/2025 Dated-02/01/2025. Date of publishing: **03/01/2025 from 6.00 p.m on htpp://wbtenders.gov.in.** Bid downloading starts from: **03/01/2025 from 6.00 p.m**. Bid Downloading ends: **13/01/2025 up to 6.00 p.m**. Last date of Bid submission: **13/01/2025 upto 6.00 p.m**. Technical Bid opening date: **16/01/2025 at 11.00 a.m.** For details logon to **htpp://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.

Sd/-Prodhan
Nabagram G.P, Nabagram Block

WEST BENGAL STATE ELECTION COMMISSION
18, SAROJINI NAIDU SARANI
KOLKATA-700 017

NOTICE INVITING E-TENDER

Tender is invited for procurement of Indelible Ink (10 ml phial).
Details available at https://wbtenders.gov.in.
Tender ID: **2025_WBSEC_795266_1**
Last date and time of submission of BID 17.01.2025 up to 2 PM.

Secretary
West Bengal State Election Commission

এলন মাস্ককে বিঁধে গুরুতর অভিযোগ করলেন নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী

ওসলো, ৬ জানুয়ারি: আর সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে মার্কিন মসনদে বসবেন নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেই প্রশাসনের সদস্য হবেন ধনকুবের এলন মাস্ক। তার আগেই এক্সের মালিকের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনলেন নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী জোনাস গহর স্টোর। তাঁর দাবি, মার্কিন মুলুকের বাইরেও, অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিষয়ে নাক গলাচ্ছেন মাস্ক।

নরওয়ের সরকারি সম্প্রচারকারী মাধ্যম এনআরকে-তে কথা বলার সময় স্টোরকে বলতে শোনা গিয়েছে, এক ব্যক্তি যাঁর সোশাল মিডিয়ায় ব্যাপক প্রভাব এবং প্রভূত অর্থনৈতিক সম্পদ রয়েছে, তাঁর এভাবে সরাসরি অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলানোটা আমার কাছে উদ্বেগজনক মনে হচ্ছে। কোনও গণতন্ত্রে এবং মিত্রশক্তির মধ্যে এমন কিছু হওয়া উচিত নয়। সেই সঙ্গেই তাঁর হুঁশিয়ারি, যদি মাস্ক নরওয়ের রাজনীতিতে নাক গলান তাহলে সেদেশের রাজনীতিকরা এই ধরনের কার্যকলাপ থেকে সম্মিলিত ভাবে দূরে থাকবেন।

আগামী মাসেই জার্মানিতে জাতীয় নির্বাচন। তার আগেই ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ বন্ধু মাস্ক একটি জার্মান অভিবাসন-বিরোধী, ইসলাম-বিরোধী রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করেছেন। পাশাপাশি ব্রিটিশ রাজনীতি নিয়েও সম্প্রতি মন্তব্য করেছিলেন তিনি। আমেরিকার নতুন প্রশাসনে বড়সড় পদ পেয়েছেন বিশ্বের ধনীতম ব্যক্তি। নির্বাচনী প্রচারেও বাইডেনকে বিঁধে বর্ষীয়ান রিপাবলিকান নেতারই জয়ধ্বনি দিতে দেখা গিয়েছিল তাঁকেই। 'মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন' এটাই ছিল ট্রাম্পের স্লোগান। আর সেই স্লোগান একসঙ্গে তুলতে দেখা গিয়েছিল ট্রাম্প-মাস্ককে। কিন্তু আমেরিকায় পালাবদলের পর আচমকাই অন্য দেশের রাজনীতিতেও নাক গলাতে দেখা যাচ্ছে তাঁকে। এই পরিস্থিতিতে কার্যতই হুঁশিয়ারির সুর নরওয়ের। এদিকে গত ডিসেম্বরে বিশ্বের প্রথম মানুষ হিসাবে ৪০০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি সম্পত্তির মালিক হয়েছেন মাস্ক। এহেন প্রভাবশালী ব্যক্তির রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ তাই নজরে রয়েছে ওয়াকিবহাল মহলের।

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Regd.Off: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata - 700001

Notice Inviting Tender and Time Extension for Bid submission

1. NIET-229 to 231/2024-2025 are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd.Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of **Civil & Electrical works at Malda, Nadia and Hooghly District.** Tender document may be downloaded from **http://wbtenders.gov.in.** Bid submission start date **07.01.2025 after 9:00 AM.** Bid submission end date **13.01.2025 and 21.01.2025 upto 3:00 PM.**

2. The last date of submission of tenders has been extended by The Executive Engineer, West Bengal Agro Industries Corporation Limited which are as follows: **NIeT-208/24-25 Gr No-01 to 5, Tender ID 2024_WBAIC_785662_1 to 5 for the district of Jalpaiguri has been extended for bid submission closing to 07.01.2025 upto 3.00 PM**

Date: 06.01.2025 **Sd/-Executive Engineer**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

টার্গেট

বর্ষশেষে ‘স্পেডেক্স’ মিশনে সফল ইসরো

শুভাশিস বিশ্বাস

২০২৪-এর শেষের ঠিক আগের দিনে অর্থাৎ ৩০শে ডিসেম্বর ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশের নেলোর জেলার সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার থেকে ভারতীয় সময় রাত ১০টা নাগাদ লঞ্চ করা হয় ‘স্পেডেক্স’ মিশন। এই ‘স্পেডেক্স’ অর্থাৎ স্পেস ডকিং এক্সপেরিমেন্টের উদ্দেশ্য হল পৃথিবীর কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান দু’টো মহাকাশযানকে সংযুক্ত করা বা ডকিং এবং তাদের বিচ্ছিন্ন করা বা আনডকিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় যে প্রযুক্তি তাকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরা। এই অভিযানে মূলত দু’টো ছোট মহাকাশযান রয়েছে- ‘এসডিএক্স-০১’ এবং ‘এসডিএক্স-০২’। এদের ওজন প্রায় ২২০ কেজি। এই দুটি মহাকাশযান বানাতে এবং অন্যান্য সরঞ্জামের জন্য ভারতীয় মূল্যে আনুমানিক ১২৫কোটি টাকা এবং উৎক্ষেপণ যন্ত্রের জন্য আনুমানিক ২৫০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। এদের প্রত্যাশিত অভিযানের মেয়াদ দুই বছর পর্যন্ত বলেও আশা করছেন মহাকাশ বিজ্ঞানীরা।

সূত্রে খবর, স্পেস ডকিং এক্সপেরিমেন্ট ওরফে ‘স্পেডেক্স’ অভিযান করা হয় ইসরোর তরফ থেকে। দুই কৃত্রিম উপগ্রহ চেসার এসএক্স-০১ ও টার্গেট এসডিএক্স-০২ নিয়ে মহাকাশে পাড়ি দেয় পিএসএলভি সি-৬০ রকেট। সোমবার রাত ১০টায় অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র থেকে সফলও হয় এই উৎক্ষেপণ। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, যখন মহাকাশে থাকা একাধিক বস্তুকে কোনও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে একত্রিত করার প্রয়োজন হয় তখন ডকিং নামে এই প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়। মহাকাশে মহাকাশচারীদের ভ্রমণে ডকিংয়ের প্রয়োজন হয়। আর ‘ডকিং’ হল এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে দু’টো স্পেস অবজেক্ট একত্রিত হয় এবং সংযুক্ত করা হয়। এতে বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবহার করে সম্পন্ন হতে পারে। যেমন সফ্ট মেকানিজম, হার্ড মেকানিজম। এছাড়াও মানব স্থানান্তরের জন্য প্রেসারাইজড কম্পার্টমেন্টের ব্যবহার করা যায়। আর দুটি মহাকাশযানের মধ্যে ডকিং সম্পন্ন হলে মহাকাশচারীরা স্পেস স্টেশনে প্রবেশ করতে পারেন। এবার এই ডকিং প্রযুক্তিই খতিয়ে দেখবে এই দুই কৃত্রিম উপগ্রহ। এরফলে ভারতের স্পেস স্টেশন গড়ার স্বপ্নে দেশকে আরও একধাপ এগিয়ে দিল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা বা ইসরো। মহাকাশে ডকিং সংক্রান্ত গবেষণাই এই দুই কৃত্রিম উপগ্রহের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। কক্ষপথে চেসার ও টার্গেট ২৮ হাজার কিমি প্রতি ঘণ্টা বেগে প্রদক্ষিণ করবে। তবে ডকিংয়ের আগে তাঁদের গতিবেগ ০.০৩৬ কিমি প্রতি ঘণ্টায় নামিয়ে আনতে হবে। একই কক্ষপথে দুটি দ্রুতগতির মহাকাশযানকে যুক্ত করার প্রক্রিয়াই হল স্পেস ডকিং। বিভিন্ন সামগ্রী সরবরাহ ও মহাকাশচারীদের স্থানান্তরের জন্য এই ডকিং সিস্টেম গুরুত্বপূর্ণ। এই সংক্রান্ত গবেষণা সফল হলে স্পেস স্টেশন নির্মাণে বড় সাফল্য পাবে ভারত। এর থেকে স্পষ্ট যে, ভারতের মহাকাশ গবেষণায় তাৎপর্যপূর্ণ মাইলফলক এই স্পেডেক্স মিশন। স্পেস ডকিং প্রযুক্তি খতিয়ে দেখবে এই দুই উপগ্রহ। আগামিদিনে মহাকাশ বিমান, চাঁদ অবতরণ ও ফিরে আসার অভিযানের ক্ষেত্রে তা কাজে দেবে বলে জানিয়েছে ইসরো। শুধু তাই নয়, সর্বোপরি মহাকাশে ভারতের প্রস্তাবিত স্পেস স্টেশন তৈরি করার ক্ষেত্রেও উপযোগী হবে এই দুই উপগ্রহের গবেষণা। দুটি কৃত্রিম উপগ্রহ চেসার (এসএক্স-০১) ও টার্গেট (এসডি-০২) প্রাথমিকভাবে একে অপরের থেকে ৫ কিমি দূরত্বে অবস্থান করবে। তারপর আগামী ১০ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে ওই দুই কৃত্রিম উপগ্রহকে কাছাকাছি আনার প্রয়াস চালাবেন ইসরোর বিজ্ঞানীরা। পৃথিবী থেকে ৪৭০ কিমি উপরে মহাকাশে অক্ষাংশে তাদের অবস্থান হবে। জানা গিয়েছে, প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহটিতে রয়েছে উচ্চ রেজোলিউশন সম্পন্ন ক্যামেরা ও দ্বিতীয় উপগ্রহে রেডিয়েশন মনিটর ও প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধানের ও উচ্চ রেজোলিউশনের ছবি তোলার ব্যবস্থা থাকবে। স্পেডেক্স মিশনে ২৪টি গৌণ পেলোড -ও বহন করে নিয়ে যাবে পিএসএলভি সি-৬০ রকেট। এরমধ্যে ১৪টি পেলোড ইসরোর নিজের ও বাকি ১০টি বিভিন্ন শিল্প ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বলে জানা গিয়েছে। রকেট উৎক্ষেপণের ৯০ মিনিটের মধ্যে সেগুলিও মহাকাশে স্থাপন করা হবে।

এই প্রসঙ্গে ইসরো-র চেয়ারম্যান ড. এসপি সোমনাথ জানিয়েছেন, ‘স্পেডেক্স’-এর সাফল্যের উপর অনেকটাই নির্ভর করছে ভারতের আগামী দিনের একাধিক মহাকাশ পরিকল্পনা। একইসঙ্গে তিনি এও জানান, ভারতের মহাকাশ বিজ্ঞানের বিকাশ এবং আগামী অভিযানের জন্য এই প্রযুক্তি রপ্ত করা প্রয়োজন। তবে এই অভিযান শুরুর আগে বহু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয় বিজ্ঞানীদের। কারণ, পৃথিবীতে মহাকাশের মতো মাধ্যাকর্ষণ শূন্য পরিবেশ নেই। সেই কারণে গ্রাউন্ড টেস্টিং-এর কাজটা ভীষণ কঠিন। এজন্য প্রয়োজন আমাদের উদ্ভাবনী হার্ডওয়্যার এবং রোবোটিক টেস্ট সেটআপ। এই অভিযানের জন্য দেশজ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে।

ড. সোমনাথ একইসঙ্গে এও ব্যাখ্যা করে জানান, তীব্রগতিতে দুই উপগ্রহকে মহাকাশে কাছাকাছি এনে সংযোগ স্থাপন করা বেশ কঠিন। কারণ, তাদের উচ্চ বেগ সত্ত্বেও, নিরাপদ সংযোগ নিশ্চিত করতে তাদের মধ্যে আপেক্ষিক গতি প্রতি সেকেন্ডে মাত্র সেন্টিমিটার বা মিলিমিটারে হ্রাস করতে হবে। সেক্ষেত্রে সংঘর্ষ এড়াতে স্যাটেলাইটগুলোর অ্যাপ্রোচ বেগ প্রতি সেকেন্ডে এক সেন্টিমিটারের কম হতে হবে।

এর পাশাপাশি ড. এসপি সোমনাথের সংযোজন, ভারতের মহাকাশ উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য ডকিং এবং আনডকিং প্রযুক্তি আয়ত্ত করা অপরিহার্য। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি বলতে রয়েছে চাঁদে পাড়ি দেয়া, চাঁদ থেকে নমুনা সংগ্রহ, ভারতীয় মহাকাশ স্টেশন বিএএস নির্মাণ ও পরিচালনা করার মতো নানা কাজ। শুধু তাই নয়, ‘স্পেডেক্স মিশন’ ডকিংয়ের চেয়ে আরও বেশি কিছু ক্ষমতা প্রদর্শন করবে। ডকিংয়ের পরে, উপগ্রহগুলি রিমোট সেন্সিং বা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মতো স্বতন্ত্র কাজগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য তাদের পৃথক করা যেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে ভারতের কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী, ভূ-বিজ্ঞান প্রতিমন্ত্রী ড. জিতেন্দ্র সিং বলেন, চলতি বছরে ইসরোর শেষ অভিযান ‘ঐতিহাসিক’, কারণ এর উদ্দেশ্য মহাকাশে দুটো কৃত্রিম উপগ্রহকে একত্রিত করার জটিল পদ্ধতি রপ্ত করা।

এদিকে মহাকাশ গবেষকেরা এবং প্রযুক্তিবিদরা জানাচ্ছেন, ‘ডকিং’ এবং ‘আনডকিং’ প্রযুক্তি ভারতের মহাকাশ অভিযান সংক্রান্ত ভবিষ্যত পদক্ষেপে সফলতার জন্য যেমন অপরিহার্য, একইভাবে মহাকাশ প্রযুক্তিতে বলীয়ান দেশের তালিকায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রেও এটি ভারতকে সুবিধা দেবে।

হ্যাকিংয়ের সম্ভাবনা অনেক বেশি আইফোনে

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিজেদের প্রিভেসি স্ট্যান্ডার্ডের বিষয়ে সব সময় আলোচনা করে অ্যাপেল। সেই সঙ্গে তা কীভাবে আইফোন ইউজারদের রক্ষা করে, সেই বিষয় নিয়েও কথা বলে তারা। এদিকে সামনে এসেছে নয়া এক রিপোর্ট। তাতে দেখা যাচ্ছে, অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইসের তুলনায় আইফোনকে সহজেই নিশানা বানিয়ে ফেলছে হ্যাকাররা। যার জেরে নিজেদের ডেটা বা তথ্য নিয়ে উদ্বেগে পড়েছেন লক্ষ লক্ষ ব্যবহারকারী।

সিকিউরিটি অ্যানালিস্টরা এই প্রসঙ্গে এও জানিয়েছেন, আইফোন-এর তুলনায় বেশি সংখ্যায় বিক্রি হয় অ্যানড্রয়েড। ফলে হ্যাকাররা খুব সহজেই আইফোনে অ্যাক্সেস পেয়ে যায়। এই রিপোর্ট সামনে আসার পর স্বাভাবিক ভাবেই উদ্বেগে ভুগছেন অ্যাপল ব্যবহারকারীরা।

আইফোন হ্যাকারদের নিশানায় থাকার কারণ, হিসেবে ওই রিপোর্টে এও জানানো হয়েছে, আইফোনের ডিভাইস এন্টারপ্রাইস সেগমেন্টের পছন্দের তালিকায় থাকে। ফলে তা ফিশিং অ্যাটাকের নিশানায় থাকছে। এমনকী তাদের ২০২৪-এর তৃতীয় ত্রৈমাসিক রিপোর্টে এ-ও বলা হয়েছে যে, ১৮.৪ শতাংশ ২০২৪-এর তৃতীয় ত্রৈমাসিককে টার্গেট করা হচ্ছে, যেখানে মাত্র ১১.৪ শতাংশ অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইস হ্যাকারদের নিশানার মুখে থাকে।

এই সমস্ত ডিভাইস হ্যাক করার চেষ্টার অর্থ হল, পাসওয়ার্ড, ইউজারনেম-এর মতো ডেটা প্রবল ঝুঁকির মুখে থাকে। তাই ব্যবহারকারীদের আরও বেশি করে সতর্ক থাকা আবশ্যক। নিজেদের অফিসিয়াল ডিভাইসে কীসে ক্লিক করা হচ্ছে, বা কোন লিঙ্ক ওপেন করা হচ্ছে, সেদিকে নজর দেওয়া উচিত। আইফোন ব্যবহারকারীরা সাধারণত আইওএস আপডেটের বিটা ভার্সন ইনস্টল করে থাকেন। অথচ এটি এই ডিভাইসগুলির জন্য উপযুক্ত নয়। আসলে পাবলিক ভার্সনের তুলনায় এর সিকিউরিটি লেভেল অনেকটাই কম।

এদিকে ফিশিং অ্যাটাকও আজকালকার দিনে কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। শুধুমাত্র এন্টারপ্রাইজ ব্যবহারকারীদেরই এর তীব্রতা সম্পর্কে শঙ্কিত হওয়া দরকার, এমনটা একেবারেই নয়। কারণ যে কেউ অপিরিচিত নম্বর থেকে ই-মেল পেতে পারেন। যেখানে আকর্ষণীয় অফার অথবা ডিল আসতে পারে। আর সেই ডিলের প্রলোভনে পা দিলেই বিপদ। কারণ অপরিচিত নম্বর থেকে আসা লিঙ্কে ক্লিক করলেই হ্যাকাররা ডিভাইস এবং ডেটার অ্যাক্সেস পেয়ে যায়। আর ঘুণাক্ষরেও বিপদের বিষয়ে টের পান না ব্যবহারকারীরা।

তবে যেটা সবথেকে বেশি ভাবাচ্ছে, সেটা হল চলতি বছর অর্থাৎ ২০২৫ সালে এই ধরনের অ্যাটাক আরও বাড়তে চলেছে। তার সবথেকে বড় কারণ হল এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার আবিষ্কার। অ্যান্ড্রয়েড এবং আইওএস ব্যবহারকারীদের এই বিষয়ে সতর্ক করছেন বিশেষজ্ঞরা। সেই সঙ্গে এই অ্যাটাকের হাত থেকে বাঁচতে প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথাও বলেছেন তাঁরা।

আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্সে নতুন বিপ্লব, এল গুগল জেমিনি ২.০

নিজস্ব প্রতিবেদন: গুগল তার জনপ্রিয় এআই চ্যাটবট জেমিনির দ্বিতীয় প্রজন্ম নিয়ে হাজির। গুগল জেমিনি ২.০-এ যুক্ত হয়েছে এমন কিছু আধুনিক বৈশিষ্ট্য, যা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের দুনিয়ায় নতুন যুগের সূচনা করেছে। এই এআই চ্যাটবট মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই একাধিক কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম। গুগলের মতে, এই নতুন সংস্করণ ওপেন এআই এবং মেটার মতো প্রতিযোগীদের থেকে অনেকটাই এগিয়ে। গুগল জেমিনি ২.০-এর মধ্যে রয়েছে বিশদে গবেষণা, প্রজেক্ট অ্যাসট্রো, জেমিনি ২.০ ফ্ল্যাশ আরও অনেক কিছু। মানুষের হস্তক্ষেপ কম থাকবে বলে দাবি জেমিনি ২.০-এর। জেমিনি ২.০ লঞ্চ করার সঙ্গে সঙ্গেই যে তাঁরা নিজেদের প্রতিযোগী ওপেন এআই ও মেটা এআই-এর থেকে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে তা বলাই বাহুল্য।

গুগল জেমিনি ২.০-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য

১. ইউনিভার্সাল অ্যাসিস্ট্যান্ট জেমিনি ২.০ এমন একটি ইউনিভার্সাল অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করবে, যা ব্যবহারকারীর চাহিদা এবং পছন্দ বুঝে চিন্তাশীল ভাবে কাজ করবে। এমনকি ব্যবহারকারীর নির্দেশ বুঝে তাঁর মতো করে ভাবার চেষ্টা করবে।

২. মাল্টিমোডাল ফিচার জেমিনি২.০ তে থাকছে জেমিনি ২.০ ফ্ল্যাশ। যা মাল্টিমোডাল একাধিক কাজ করতে সক্ষম। অর্থাৎ প্রম্পট অনুসারে টেক্সট,

ইমেজ, ভিডিও একসাথে কম্পাইল করে এবং একটি রিপোর্ট দিতে পারবে।

৩. গভীর গবেষণার ক্ষমতা এই চ্যাটবট যে কোনো বিষয়ের উপর গভীর গবেষণা করতে পারে। সঙ্গে রয়েছে যে কোনও বিষয়ের উপর দীর্ঘ উত্তর দেওয়া এবং জটিল নির্দেশাবলী বোঝার ক্ষমতা।

৪. কল ম্যানেজমেন্ট জেমিনি ২.০ আপনার প্রয়োজন বুঝে আপনার কল ধরা এবং উত্তর দেওয়ার কাজও করতে পারবে।

৫. এজেন্ট সুবিধা জেমিনি ২.০-তে রয়েছে বিশেষ এজেন্ট ফিচার, যা বিভিন্ন সফটওয়্যার সরঞ্জাম ব্যবহার করে একাধিক কাজ সম্পন্ন করতে পারে।

৬. প্রজেক্ট মেরিনার ওয়েব ব্রাউজিং-এর সময় গ্রাহকদের সুবিধার জন্য জেমিনি ২.০-এ যুক্ত হয়েছে ‘প্রজেক্ট মেরিনার’, যা ব্রাউজিং অভিজ্ঞতা আরও উন্নত করবে।

সব মিলিয়ে গুগল জেমিনি ২.০ এমন একটি চ্যাটবট, যা কেবল তথ্য প্রদান করে না, এটি একটি সক্রিয় সহযোগী হিসেবে কাজ করে। মাল্টিমোডাল ফিচার থেকে গবেষণার ক্ষমতা;সবই এটিকে অন্যান্য এআই চ্যাটবটের থেকে আলাদা করেছে।

পুরনো ফোন বেচার আগে সতর্ক থাকুন কিছু ক্ষেত্রে

নিজস্ব প্রতিবেদন: অনেকেই আজকাল নতুন ফোন কেনার সময় পুরনো ফোনটি বেচে দেন বা পুরনো ফোনটি বদলে নেন। এতে কিছু টাকা কম পড়ে। তবে মনে রাখবেন পুরনো ফোন বেচার আগে বা বদলানোর আগে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। যদি নিজের ব্যক্তিগত তথ্য থেকে অনান্য প্রয়োজনীয় জিনিস ঠিক করে ডিলিট না করেন তা হলে কিন্তু পরে বড় বিপদ হতে পারে। আপানর ব্যক্তিগত তথ্য ভুল হাতে চলে গেলে তা দিয়ে অনেক অঘটন ঘটানো সম্ভব। তাই পুরনো মোবাইল বদলানোর আগে এই কাজগুলি অবশ্যই করে রাখুন।

প্রথমত ব্যাঙ্কিং এবং ইউপিআই তথ্য মুছে ফেলুন। আমাদের স্মার্ট ফোনে অনেক ব্যক্তিগত তথ্য, ব্যাঙ্কের লেনদেনের তথ্য জমা থাকে। তাই ফোন কাউকে দেওয়ার আগে সেই সব তথ্য মুছে ফেলা প্রয়োজন। ফোন বিক্রির আগে সেটিংস অপশনে গিয়ে সবত ডেটা মুছে ফেলতে হবে। ইউপিআই অ্যাপ থাকলে, ডিলিট করে দিন।

ফোন থেকে ই-ব্যাঙ্কিং করে থাকলে, ফোন থেকে সমস্ত ‘হিস্ট্রি’ মুছে দিন। এই সব তথ্য অন্য কারও হাতে গেলে লেনদেন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ফাঁস হয়ে যেতে পারে। আপনার ইউজার আইডি, পাসওয়ার্ড বা ব্যাঙ্কের ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ডের গোপন তথ্যও অন্যের হাতে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

সব ধরনের অ্যাপলিকেশন থেকে সব অ্যাকাউন্ট ডিলিট করে দিন। আর ডিলিট করার আগে অবশ্যই সব অ্যাকাউন্ট লগ আউট করে দিন। সেটি সব চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। গুগল অ্যাকাউন্ট লগ আউট করতে ভুলবেন না।

ফোন বিক্রির আগে মনে করে সিমের পাশাপাশি মাইক্রো এসডি কার্ডটিও বার করে নেবেন। সেটি থেকে গেলে মেমরিতে যা যা আছে তা অন্যের হাতে চলে যাবে। ফোনে যদি অডিয়ো, ভিডিয়ো, ছবির ব্যাকআপ থাকে, সেগুলিও মুছে দিতে হবে। এছাড়াও এখনকার বেশিরভাগ স্মার্ট ফোনে কল লিস্ট, মেসেজের ব্যাক আপ থাকে। কোনও কোনও ফোনে আবার কল রেকর্ডিং -এর ব্যাকআপ থাকে। তাই মনে করে সেই সব মুছে দিন। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে সেই সব রেকর্ড, কল বা মেসেজের ব্যকআপ আপনার গুগল ড্রাইভে রেখে দিতে পারেন। এতে পরের বার নতুন মোবাইলে আবার সেই গুগল অ্যাকাউন্ট লগ ইন করলেই সব তথ্য আপনি পেয়ে যাবেন। সবচেয়ে ভাল হয় ফোনটি বদলাতে দেওয়ার আগে একবার ফ্যাক্টরি রিসেট করে দিতে পারেন। ফ্যাক্টরি রিসেট করার সময় ব্যাকআপ অপশনটি ডিসেবেল করে দেবেন।